কিছুই যেন আমারই প্রতি আমার স্নেহ-শ্রদ্ধা-প্রভৃতি বলিয়া অনুভব করি। ইহা আমার সরল মনের অকপট আত্ম-স্বীকৃতি জানিবে। এই জন্যই বলি, অবিলম্বে শরীরকে সুস্থ এবং মনকে সবল করিবার জন্য চেষ্টান্বিত হও। অপর এক রোগক্লিষ্ট ব্যক্তিকে দর্শন করিয়া সহানুভূতিশীল সজ্জন দর্শক যেমন নিজেকে মনে মনে রুগ্ন কল্পনা করিয়া লইয়া তৎপরে রোগক্লিষ্ট ব্যক্তির ক্লেশ অনুমান করতঃ নিজের অন্তরকে অনুকম্পায় পূর্ণ করেন, তোমাদের সম্পর্কে আমার অনুভূতি তদ্রূপ নহে। হাতের বা পায়ের একটী কোণায় বিষধর সর্পে দংশন করিলে মস্তিষ্ক যেমন তৎক্ষণাৎ জানিতে পারে, কিম্বা চখের কোণায় একটী ক্ষুদ্র বালুকার কণা পড়িলে যেমন চখের পাতা সঙ্গে সঙ্গে তাহা বুঝিতে পারে, তোমাদের দুঃখ, দুর্দ্দৈন্য, দুর্গতি সম্পর্কে আমার অনুভূতি সেই শ্রেণীর জানিও। এই জন্যই বলিতেছি, আমাকে যদি সুখে এবং পরম পরিতৃপ্তির মধ্যে রাখিতে চাহ, তাহা হইলে সর্ব্বপ্রযত্নে তোমরা নিজেরা অবিলম্বে সুখবন্ত এবং পরিতৃপ্ত হইতে চেষ্টা কর। তোমাদের মলিন মুখে হাসি ফুটিলে আমার মুখেও হাসির অভাব হইবে না।”

শিষ্যের কুশলে গুরুর কুশল

অপর এক ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবামণি এক পত্রে লিখিলেন,—

“তোমাদের কুশলেই আমার কুশল। আমার নিজের

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

কোনও পৃথক্ কুশল জীবনে কখনও কল্পনাও করি নাই, ভবিষ্যতেও করিব না। তোমরা কিসে কুশলবন্ত হইবে, তোমরা কিসে নিত্যকুশলে অবস্থান করিবে, তোমাদের জন্য ইহাই আমার নিয়ত এক উদগ্র চিন্তা। তোমরাও প্রাণপণে নিজেদের কুশল নিজেরা দেখিতে চেষ্টা কর। আমার স্নেহ যদি অকপট হইয়া থাকে, তবে আমার আশীর্ব্বাদ তোমাদের জীবনে যে কার্য্যকর হইবে, ইহা সত্য। কিন্তু কেবল আমি আশীর্ব্বাদ করিলেই ত' হইবে না, তোমাদিগকে নিজ নিজ ভগবদ্দত্ত শক্তির পরিপূর্ণ প্রয়োগ করিয়া সুকর্ম্মের অবশ্যম্ভাবী সুফল-রূপে কুশলকে আয়ত্ত করিতে হইবে। বিনা টিকিটে যাহারা রেল চড়ে, তাহারাও কেহ কেহ কোনও না কোনও প্রকারে নিজ লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিয়া যায়। কিন্তু গাঁটের কড়ি খরচ করিয়া টিকিট কিনিয়া যাহারা রেল চড়ে, তাহারা নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে একেবারে নির্ভয়ে। টিকিট কাটার মানে হইতেছে পুরুষকার প্রয়োগ করিয়া নিজ কুশলকে আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করা।”

অনাড়ম্বর প্রেমভাব

অপর একজন ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবামণি পত্র লিখিলেন,—

“তোমাদের ওখানে আমি খুব শীঘ্রই যাইব এবং সঠিক ভাবে তারিখ আর কয়েকদিন পরেই জানাইতে পারিব। তোমাদের পত্রের ভাবে ভাষায় বুঝিতেছি, তোমাদের ভক্তির

উৎস সজোরে বহিতেছে। কিন্তু একটি অনুরোধ পূর্ব্বেই করিয়া রাখিতেছি। আমাকে লইয়া তোমরা কোনও হৈ-চৈ বা আড়ম্বর করিও না। প্রাণের প্রেমভাব নিয়া সাধারণ ভাবে গ্রহণ করিও, প্রাণের ভালবাসা দিয়া সাধারণ ভাবে বরণ করিও, চিরস্থায়ী প্রীতির পাথেয় দিয়া সাধারণ ভাবে বিদায় করিও, আমার উপরে কোনও অসাধারণত্ব আরোপ করিয়া নিজেদের সঞ্চিত উৎসাহ বৃথা ব্যয়িত করিও না কিম্বা আমাকেও বিব্রত করিও না। অতীব অকপট মনে সরল সদিচ্ছায় এই কথা কয়টী লিখিলাম। ইহা হইতে প্রাণে কোনও কষ্ট নিও না। যুবক-মনের ভাবোচ্ছ্বাস আড়ম্বরের ভিতর দিয়াই আত্মপ্রকাশে চেষ্টিত হয়, ইহা সত্য। কিন্তু বাহিরের আড়ম্বরকে প্রশমিত, সঙ্কুচিত বা সংযত করিয়া ভাবের গভীরতা ও ঐশ্বর্য্য সম্পাদনে চেষ্টা অধিক করিলে তাহার সুফল সুদূরপ্রসারী ও দীর্ঘকালস্থায়ী হয়। প্রিয়জনেরা প্রিয়জনকে অভ্যর্থনা করিবেন, ইহাতে এক হিসাবে আড়ম্বর সমর্থনযোগ্য হইলেও অনাড়ম্বর শুচিস্মিত শান্ত অভ্যর্থনা তাহা অপেক্ষা শতগুণ প্রশংসনীয়। তাহা কিরূপে হইতে পারে, তাহা চিন্তা করিও। তোমাদের সংস্পর্শে যাইয়া তোমাদের অনাড়ম্বর অথচ সুগভীর প্রেম-ভাবের ভিতর দিয়া আমি কি শিক্ষা চয়ন করিয়া আনিতে পারি, তজ্জন্য আমিও সাগ্রহ প্রতীক্ষায় রহিলাম।"

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

একক কীর্ত্তন

কোনও একটী পল্লীবাসিনী ভক্ত-মহিলাকে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"প্রথম কয়েক দিন গ্রামবাসী বহু ব্যক্তিকে নিয়া হরি-ওঁ কীর্ত্তন করিবার পরে বর্ত্তমানে কীর্ত্তনের স্রোতে ভাটা পড়িয়াছে শুনিয়া আমি বিস্মিত হই নাই। জোয়ার থাকিলেই ভাটা থাকে। কিন্তু নদীর জল একেবারে না শুকাইয়া যায়, এই জন্য একটী পল্লী-কুলবধূ হইয়াও একাকিনী যে নিয়মিত হরি-ওঁ কীর্ত্তন চালাইয়া যাইতেছ, ইহাতে আমি বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। কিন্তু একা কীর্ত্তন করিতেছ বলিয়াই তুমি নিজেকে একান্ত একাকিনী জ্ঞান করিও না। তোমার সঙ্গে সঙ্গে আমিও আছি জানিও। তোমার কণ্ঠের উচ্চারোহণ ও অবরোহণকালে আমিও তোমার সুরের সহিত আমার নিজের সুর মিলাই। একটু লক্ষ্য করিলে তুমি এই কথার সত্যতা নিশ্চিতই অনুভব করিতে পারিবে। তুমি কোনও অবস্থাতেই নিজের নিয়মিত কীর্ত্তন পরিত্যাগ করিও না। কিছুদিন পরে দেখিবে, আরও কত কণ্ঠ তোমার কণ্ঠে নিজেদিগকে মিলাইবার জন্য ছুটিয়া আসিতেছে।"

গুরুদ্বেষী ধর্ম্মসঙ্ঘ

দক্ষিণ-কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত কোনও একটী ধর্ম্ম-সঙ্ঘের

কর্ম্মিগণের মধ্যে একটী অপ্রত্যাশিত বিচ্ছেদের উৎপত্তি হইয়াছে। সঙ্ঘকর্ম্মিগণের কেহ কেহ সঙ্ঘগুরুর প্রতি দ্রোহভাব অবলম্বন করতঃ পৃথক ভাবে একটা ধর্ম্মসঙ্ঘ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের একজন নিজেদের কর্ম্ম, চিন্তা ও উদ্দেশ্যের বিস্তারিত পরিচয় প্রদান করিয়া শ্রীশ্রীবাবামণির নিকটে একখানা পত্র লিখিয়া তাঁহার সময়োচিত উপদেশ প্রার্থনা করিয়াছেন। উক্ত পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সঙ্ঘ যখন তোমাদের ধর্ম্ম লইয়া এবং তাহার মূলই যখন রহিয়াছে সাধন-ভজনে, তখন গুরুকে বাদ দিয়া তাঁহার আদর্শের পূজা করিতে তোমরা যে প্রবৃত্ত হইতে যাইতেছ, ইহা আমার নিকটে গোড়া কাটিয়া আগায় জল দেওয়ার ন্যায় প্রতীত হইতেছে। গাছের মূল কাটিয়া ফেলিয়া শাখায় আর প্রশাখায় মিত্রতা বা ঐক্য একটা আজগুবি কল্পনা বলিয়া আমার বিশ্বাস। সাধন-ভজনের দৃঢ়তা, গভীরতা, ঐকান্তিকতা ও ব্যাপকতা বর্দ্ধনের উদ্দেশ্য নিয়া যে সঙ্ঘ হইবে, সেই সঙ্ঘ গুরুর মর্য্যাদা মনে, বাক্যে বা কর্ম্মে কোনও প্রকারেই লঙ্ঘন করিতে পারে না। কেননা, ভজনশীল মনের নিকটে গুরু সাক্ষাৎ ব্রহ্ম-বিগ্রহ বা তৎস্বরূপ। কিন্তু যদি কর্ম্ম-প্রচেষ্টা লইয়া তোমাদের মতভেদ হইয়া থাকে, তাহা হইলে গুরুদেবের আদর্শের, মতের এবং ভাব-সম্পদের দোহাই দিতে যাও কেন? ভোটাভুটি দ্বারা কখনও গুরুর

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

গুরুত্ব বা গুরুবাক্যের যাথার্থ্য নির্ণীত হইবে না। ভারতীয় চিন্তাধারা অনুযায়ী বিচার করিতে হইলে, গুরু প্রকৃত প্রস্তাবে সকল বাদ-প্রতিবাদ ও ভোটাভুটির উর্দ্ধে। গুরুবাক্য শিষ্যেরা প্রত্যেকে নিজ নিজ তৌলযন্ত্রে মাপিয়া তারপরে গ্রহণ বা ত্যাগ করিবে, ইহা ভারতীয় সাধক-সমাজ কখনও আদর্শ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। এই জন্যই একথা তাঁহারা তারস্বরে বারংবার বলিয়াছেন,—'গুরোর্বচঃ সত্যমসত্যমন্যৎ— গুরু-বাক্যই সত্য, অপর সব অসত্য।' সাধক ব্যক্তিদের দৃষ্টিভঙ্গী ইহা। কিন্তু যদি তোমরা নিজ নিজ ইচ্ছানুযায়ী কর্ম্মপ্রবাহে আত্ম-নিমজ্জন করিবার পক্ষে বাধা পাইয়া গুরুদেবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বজা উড্ডীন করিয়া থাক, তাহা হইলে নিজেদের নূতন কর্ম্ম-প্রচেষ্টার মধ্যে গুরুদেবের নাম নিয়া টানাটানি করিও না। ভোটের জোরে মত বা পথকে সাব্যস্ত করিয়া নিয়া কাজ করার প্রচুর স্বাধীনতা কংগ্রেসে বা হিন্দুমহাসভার ন্যায় প্রতিষ্ঠানে আছে। এই সকল প্রতিষ্ঠানও কোনও ব্যক্তিরই ব্যক্তিগত সাধন-ভজন-সম্পর্কিত সমস্যা নিয়া মাথা ঘামায় না এবং কে কিরূপ সাধনের জন্য কিরূপ উপদেশ বা আদেশ কাহার কাছ হইতে নিল বা নিল না, তাহা নিয়া অনধিকার-চর্চ্চা করে না। সেই সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই কোনও একটী বাছিয়া নিয়া তাহাতে যোগ দিয়া তোমাদের উদয়োন্মুখিনী কর্ম্মবাসনাকে সার্থকতা ও চরিতার্থতা দান কর। ভারতীয় গুরুরা শিষ্যদিগকে তাহাদের

সাধন-ভজন সম্পর্কিত পন্থার জটিলতা ভাঙ্গিবার জন্য যে আত্মোপলব্ধি-লব্ধ উপদেশ দিয়া থাকেন, যদি তাহার অতিরিক্ত কোনও বহির্ম্মুখ কর্ম্মাদি সম্পর্কে উপদেশ কাহাকেও দান করেন, তাহা হইলে উহা সম্পূর্ণ প্রত্যাশার অতীত বলিয়া জ্ঞান করিও। ধর্ম্মাচার্য্যদের সম্পর্কে তোমাদের দৃষ্টিভঙ্গী এইরূপ হওয়া সঙ্গত। তাহাতে অনেক বৃথা কটুকথন হইতে নিজেরা রক্ষা পাইবে। শিবহীন যজ্ঞের ন্যায় তোমরা যদি গুরুহীন ধর্ম্মসঙ্ঘ গড়, তাহা হইলে বালির দুর্গের ন্যায় ধ্বসিয়া পড়িতে অধিক সময় লাগিবে না। নিষ্ঠাহীন প্রতিভাশালী ধীমান অপেক্ষা নিষ্ঠাশীল নির্ব্বোধেরা সাধন-জগতে অধিকতর অগ্রসর হইয়া থাকেন। নিষ্ঠারই গুণে অনেক জড়-ভরত বৃহস্পতি অপেক্ষা অধিকতর উপলব্ধির সম্পদ সংগ্রহ করেন। এই কারণেই তোমাদের মধ্যে গুরুদ্বেষী বা গুরুবর্জ্জী সঙ্ঘানুগত্য দর্শনে আমার মনে হইতেছে যে, আমার নিজ ধারণার কথা সুস্পষ্টরূপে তোমাদিগকে প্রকাশ করিয়া বলিয়া সতর্ক করিয়া দেওয়া দরকার। এই অধিকার অবশ্য আমার আসিত না, যদি তোমরা নিজেরা যাচিয়া উপদেশ না চাহিতে। উপদেশ চাহিয়াছ বলিয়াই বলিতে হইবে যে, মায়ের চেয়ে ভাই বেশী আপন নহে।"

শিষ্যের প্রতি গুরুর স্নেহ

১। জনৈক ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

"তোমরা আমার প্রাণাধিক প্রিয় জানিও। তোমাদিগকে নয়নের মণিবৎ জ্ঞান করি, নিঃশ্বাসের বায়ুর ন্যায় আপন মনে করি। আমার প্রেম সমুদ্র অপেক্ষাও গভীর, আকাশ অপেক্ষাও উদার।"

২। অপর এক ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"যথেষ্ট ক্লেশ তুমি আমার জন্য সহিতেছ। অথচ আমি বাদে জগতের একজনেও জানে না যে, তুমি কত শ্রম আমার জন্য সহিতেছ। একদা হয়ত তোমার এই নীরব শ্রম তোমাকে জগতের কাছে মাথা উঁচু করিয়া বিরাট ব্যক্তিত্ব নিয়া দাঁড় করাইয়া দিবে, কিন্তু তাহাই হয়ত কত জনের ঈর্ষ্যা, কত জনের অহেতুক আক্রোশ, কত জনের অকারণ বিরোধের উদ্রেক করাইবে। কিন্তু সেদিন যাহাই যে ভাবে ঘটুক, তুমি জানিয়া রাখিও, প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে আমার জন্য যত ক্লেশ যে সহিয়াছে, সব ক্লেশই আমাতে পৌঁছিয়াছে। পিতা আর সন্তান যে অভিন্ন, ইহা আমার শুধু একটা মুখের কথা মাত্র নহে। অন্তরের সুবিনীত সন্তান-ভাব লইয়া জগতের যেই প্রান্তে যে আমার কাজের জন্য শ্রম করিয়াছে, করিতেছে, প্রত্যেকের শ্রমের জন্য আমারই শরীরে ঘর্ম্মবিন্দুর সঞ্চার হইতেছে, আমারই হৃৎপিণ্ডের রক্তমোক্ষণ হইতেছে। তোমরা আমার যে কত আপনার, তাহা এক জন্ম আস্বাদন করিয়াও শেষ করিতে পারিবে না।"

অখণ্ড-মণ্ডলীর অসাম্প্রদায়িকতা

অপর এক ভক্তের নিকট শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সমদীক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা তোমাদের অঞ্চলে কম বলিয়াই চিন্তিত হইবার কিছু নাই বাছা। বাহিরের লোক লইয়াই নির্দ্দিষ্ট সদ্‌গ্রন্থ সমূহ পাঠ করিতে থাক এবং সমবেত উপাসনা চালাইতে যত্ন নাও। অখণ্ডমণ্ডলী করিতে হইলে যে, সবই অখণ্ড বা আমার শিষ্য নিয়া করিতে হইবে, তাহার কোনও বাধ্যবাধকতা নাই। তোমাদের মনোভঙ্গী হওয়া উচিত সম্পূর্ণরূপে অসাম্প্রদায়িক। অপর সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিরা আসিয়া যখন তোমাদের পাঠে, কীর্ত্তনে বা উপাসনায় যোগ দিবেন, তখন তাঁহাদিগকে মনে জ্ঞানে আপনার জন বা সমসাধক বলিয়া জানিবে। তাঁহাদের প্রতি পর-পর-বোধ রাখিবে না। অপরেরা আসিয়া তোমাদের সাথে উপাসনাদিতে বসিলে গোপনে মনে মনে এইরূপ বিজিগীষা-মূলক অপভাবকেও প্রশ্রয় দিবে না যে, তোমরা ভিন্ন সম্প্রদায়ের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইতেছ। মনে রাখিও, আমার কোনও সম্প্রদায়-বুদ্ধি নাই।"

শান্তির খোঁজ

অপর একজন ভক্তের নিকট শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"নামে নিষ্ঠা দাও, প্রাণে শান্তি পাইবে। শান্তি বাহিরে

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

নয়, শান্তি ভিতরে। বাহির হাতড়াইয়া বৃথাই শক্তি, সামর্থ্য, সময় ও সুযোগের অপব্যবহার করিতেছ। বাহিরের সহস্র অপকথা আর কলভাষণকে তুচ্ছ কর, অগ্রাহ্য কর, অন্তরের ডাক শুনিবার জন্য সাধনে নিমগ্ন হও। লাফালাফি করিয়া দীক্ষার ঘরে ঢুকিয়া অনেকেই তোমরা শিষ্য হইয়াছ, কিন্তু প্রকৃত শান্তি, তৃপ্তি ও আনন্দের কাঙ্গাল হইয়া অবিরত ও অকপট নাম-সেবায় ব্রতী কয়জনে হইয়াছ? কেহ কেহ শোভাযাত্রায় উচ্চ চীৎকারে জয়ধ্বনি করিয়া নিজ শিষ্যত্বের পরিচয় দিতে চাহিয়াছ, কেহ কেহ পল্লীতে পল্লীতে আমার বার্ত্তা বহিয়া নিয়া সঙ্গে সঙ্গে নিজেদিগকে আদি ও অকৃত্রিম শিষ্যত্বের কুটিল অহমিকায় স্ফীত করিয়াছ, কেহ কেহ আমার স্নেহ-পুষ্ট প্রতিষ্ঠার সমুচ্চ আসনে বসিয়া নিজেকেই জগতে শ্রেষ্ঠতম পূজারী ও তপস্যা-রসিক বলিয়া মনে করিয়াছ, কিন্তু সাধন করিয়াছ কে কে এবং কয়জনে? এই কারণেই শান্তি তোমাদের করতলগতা হইতেছে না। যাহাতে তোমাদের স্বাভাবিক অধিকার তাহা হইতে তোমরা এই জন্যই বঞ্চিত হইতেছ। বহির্ম্মুখ মনোভঙ্গিমা পরিত্যাগ কর, বাহিরের দিকে শক্তি, প্রতিভা ও সদ্রুচিকে প্রধাবিত হইতে না দিয়া অন্তরের দিকে টানিয়া আন, মনরূপ অশ্ব বৃথা পথে জোর কদমে না চলিয়া ঠিক পথে চলুক। তবেই শান্তি মিলিবে, তবেই তোমরা জগৎকেও শান্তি দিতে পারিবে।"

অখণ্ড-মণ্ডলী স্থাপনের উদ্দেশ্য ও বিধি

অপর এক ভক্তের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"অখণ্ড-মণ্ডলী স্থাপন করিতে প্রথমতঃ একখানা গৃহ চাই, যেখানে অখণ্ড-বিগ্রহ বা শ্বেতবর্ণ ওঙ্কার-মূর্ত্তি স্থাপিত হইবে এবং তাহার নিত্যপূজা হইবে। এই গৃহে পূজার জন্য অন্য কোনও দেব-দেবী প্রভৃতির মূর্ত্তি এই জন্য থাকিবে না যে, এক ওঙ্কার হইতেই সর্ব্বদেবতার ও সর্ব্বমন্ত্রের উৎপত্তি এবং একমাত্র ওঙ্কারেই সকলের স্বাভাবিক বিলয়। ওঙ্কারকেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ রাখিয়া মণ্ডলীর কার্য্য-পরিচালন হইবে।

"মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠাতৃগণ যদি সম্ভব করিতে পারেন, তাহা হইলে মণ্ডলীর সহিত কিঞ্চিৎ ভূমি রাখিয়া তাহাতে পুষ্পোদ্যান এবং পৃথক্ একটী গৃহ করিয়া সদ্ধর্ম্ম-পুস্তক পাঠের জন্য সংলগ্ন একটী পাঠাগার রাখিবেন। জনসাধারণের নানাবিধ সেবা-সাধনের জন্য মণ্ডলীর একটী সেবা-বিভাগ থাকাও আবশ্যক। নারী এবং পুরুষদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার সেবা পরিচালন করিতে হইলে বিচার করিয়া পৃথক্ ভাবে নারী-কর্ম্মী ও পুরুষ-কর্ম্মী নিয়োগের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

"আমি জীবিত থাকি বা দেহান্তরিত হই, আমাকেই

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

মণ্ডলীর সভাপতি বা শাশ্বত-মণ্ডলীশ্বর রাখিয়া স্থানীয় হিতৈষী ব্যক্তিদের মধ্য হইতে এমন একজন উৎসাহী গণ্যমান্য ব্যক্তিকে সহকারী সভাপতি করিবে, যিনি মণ্ডলীর অধিকাংশ সাপ্তাহিক অধিবেশনে উপস্থিত থাকিতে চেষ্টা করিবেন। এমন একজনকে সম্পাদক করিবে, যিনি নিজে তদ্বির করিয়া সকলকে সাপ্তাহিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বাধ্য করিবেন এবং মণ্ডলীর সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম-ব্যাপকতা ও কর্ম্ম-গভীরতা বৃদ্ধি করিতে আপ্রাণ যত্নশীল থাকিবেন। প্রয়োজন স্থলে এমন এক বা একাধিক সহকারী সম্পাদকও রাখিতে পার, যাঁহারা সম্পাদকের বৃহৎ কার্য্যভারকে বণ্টন করিয়া নিজেদের স্কন্ধে লইবেন এবং মূল উদ্দেশ্যের সংপূরণার্থ নানা স্বার্থত্যাগ করিয়া হইলেও আপ্রাণ যত্ন, চেষ্টা ও শ্রম করিবেন। যে ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্তই হউন, যিনি ওঙ্কারকে আদিমন্ত্র বা মন্ত্ররাজ বলিয়া মনে মনে স্বীকার করেন এবং ওঙ্কারের পূজার মধ্য দিয়া সর্ব্বমন্ত্রের পূজা হইয়া থাকে বলিয়া বিশ্বাস করেন, এমন যত জনকে সম্ভব সদস্য করিয়া মণ্ডলী স্থাপন করিবে। মণ্ডলীর কর্ত্তব্য হইবে,—নগর-কীর্ত্তনের দ্বারা হরিওঁ-প্রচার ব্যপদেশে আচণ্ডাল-ব্রাহ্মণের প্রণবে অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা, সপ্তাহে একদিন সমবেত উপাসনা করা এবং সকলকে লইয়া মণ্ডলীর ভাব-পরিপুষ্টির উপযোগী সদ্গ্রন্থের পঠন-পাঠন নিয়মিত চালান। প্রত্যেক গ্রামের অখণ্ডমণ্ডলী অপর গ্রামের বা সহরের মণ্ডলী হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকিবে,—একের

উপরে অপরের হস্তক্ষেপ বা প্রভুত্ব-পরিচালনের কোনও লাভজনক সার্থকতা নাই,—এবং নিজের ব্যয় নিজ সদস্যদের অর্জ্জিত অর্থ বা স্বেচ্ছাদত্ত দানের উপরে চালাইবে। কোনও প্রকার চাঁদা বাধ্যকর থাকিবে না।

"মণ্ডলীর অপরাপর যাহা যাহা সদুদ্দেশ্য থাকিবে, তাহা আমার রচিত বিভিন্ন গ্রন্থাবলীতে পাইবে এবং দলাদলির বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া গ্রামের সর্ব্বপ্রকার উন্নতি সাধনে যত্ন নিতে হইবে। গ্রামে অপর কোনও সম্প্রদায়ের কোনও প্রতিষ্ঠান থাকিলে তাহার কার্য্যের সহিত সর্ব্বপ্রকার বিরোধ ও অস্বস্তিকর প্রতিযোগিতা বর্জ্জন করিয়া গভীর সাত্ত্বিকতার ভিতর দিয়া অখণ্ড-মণ্ডলীর কার্য্য চালাইতে হইবে।

"অন্তরের তামসিকতা বিদূরণ করিবার জন্য তোমরা মাঝে মাঝে রাজসিক আড়ম্বরে যাইতে পার, কিন্তু সাত্ত্বিকতাই যে তোমাদের প্রকৃত লক্ষ্য, তাহা ভুলিয়া যাইবে না। অন্তরের স্পর্দ্ধা, গরিমা, দর্প, দম্ভ, অহঙ্কার, বাহ্বাস্ফোটন, নিজেকে জাহির করিবার প্রবৃত্তি, বৃথা আস্ফালন, বিতর্ক, বিতণ্ডা, পরনিন্দা, গুরুনিন্দা, ধর্ম্মদ্বেষিতা, আত্মম্ভরিতা, স্বার্থপরতা, ষড়যন্ত্র-প্রিয়তা, কুটিলতা, নীচতা, জাতিবৈর, পরের প্রাপ্য যশ নিজে পাইবার চেষ্টা করা, পরশ্রীকাতরতা, সহকর্ম্মীর অভ্যুন্নতি ও সমাদর দর্শনে অন্তর্জ্বালা বোধ-করা, ধর্ম্ম, গুরু এবং মন্ত্র অপেক্ষা নিজেকে বড় বলিয়া মনে করিবার প্রবৃত্তি প্রভৃতি পাপ তোমরা যত্নতঃ বর্জ্জন করিয়া চলিবে।"

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

দৈব, পুরুষকার ও ঈশ্বরেচ্ছা

অপর একজন ভক্তের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"দৈব ও পুরুষকারের চিন্তা করিয়া করিয়া মাথার চুল পাকাইবার কোনও প্রয়োজন নাই বাছা। দৈব বড় না পুরুষকার বড়, এই তর্ক আজিকার নহে, এই তর্ক বহুকালের প্রাচীন। কিন্তু তর্ককারী কেহই আজ পর্য্যন্ত ইহার মীমাংসায় পৌছিতে পারে নাই। আমি বলি কি দৈব ও পুরুষকারের দুশ্চিন্তা একেবারে ছাড়িয়া দাও। ঈশ্বরেচ্ছার বাহিরে কিছুই হয় না। ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ কর। এই আত্ম-সমর্পণ আত্ম-তৃপ্তির উদ্দেশ্য নিয়া করিবে না। করিবে ভগবৎ-তৃপ্তির ঐকান্তিক লক্ষ্যে। পুরুষকার ও দৈব উভয়েই ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন। পূর্ব্বজন্মের আর পরজন্মের চিন্তা ভুলিয়া গিয়া সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরানুগত হও।"

মায়া-মোহের বস্তুতে ভগবদ্দর্শন

অপর এক ভক্তের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"মন চঞ্চল হয় কেন, ইহাই ত' তোমার জিজ্ঞাস্য? বলিতে পার, জলে তরঙ্গ হয় কেন? জল জমিয়া বরফ হইলে আর তরঙ্গ থাকে না। মনকে জমাইয়া বরফ কর। মনকে ভগবানের ভিতরে ডুবানই হইতেছে মনকে জমাইবার উপায়।

"মায়ার, মোহের ও প্রলোভনের বস্তুগুলির ভিতরেও ভগবানকে দেখিতে অবিরাম চেষ্টা কর।

"মোহ এবং মায়া ত্যাগ করা তত জরুরী নহে। মোহ এবং মায়ার বস্তুর ভিতরে ভগবানকে দর্শন করার চেষ্টাই জরুরী। আকর্ষণের বস্তুসমূহের ভিতরে মঙ্গলনিলয় পরমেশ্বরের উপস্থিতি চিন্তা করিয়া কখনও দেখিয়াছ কি?

Man tries and succeeds in feeling the presence of God even in trees and stones. Why should you not be able to feel His presence in all those things and persons that are the incentives to your MAYA and MOHA? Try and you shall succeed.

(এমনকিগাছ-পাথরের মধ্যেও ভগবানেরবিরাজমানতাকে উপলব্ধি করিতে মানুষ চেষ্টা করে এবং তাতে সফলও হয়। যে সকল বস্তু বা ব্যক্তি তোমার মায়া বা মোহের উদ্রেক-জনক, তুমিই বা কেন তাহাদের ভিতর ভগবানের উপস্থিতিকে অনুভব করিতে পারিবে না? চেষ্টা কর, এবং নিশ্চিত তুমি সাফল্য লাভ করিবে।)"

সন্তানত্বকে পাকা কর

অপর এক ভক্তের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"পিতা কখনও নিজ সন্তানকে ভোলেন না, ভুলিতে

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

পারেন না। কিন্তু তোমাদের কর্ত্তব্য হইতেছে, নামের প্রগাঢ় সেবার মধ্য দিয়া নিজ সন্তানত্বকে পাকা করিয়া নেওয়া। মুখে বাবা ডাকিলেই হইল না, মুগে মুগে সন্তান সাজিলেও হইল না। নামের অকপট ও নিরবচ্ছিন্ন সেবাই গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধকে খাঁটি ও শাশ্বত করে।"

ধর্ম্মসঙ্ঘ ও ক্ষমতা-মদ-মত্ততা

অপর একজন ভক্তের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"ক্ষমতা হাতে পাইলে অনেক নির্ব্বোধ এবং দুর্ম্মেধারও কর্ম্মশক্তি আশাতীত ভাবে বাড়িয়া থাকে, ইহা প্রত্যক্ষ-করা সত্য। কিন্তু ক্ষমতা করায়ত্ত হইলে অনেক উৎকৃষ্ট কর্ম্মীও যে স্বেচ্ছাচারিতার চূড়ান্ত সীমায় উপনীত হইয়া অকর্ম্মণ্যের পরাকাষ্ঠারূপে আত্মপ্রকাশ করে, এইরূপ ঘটনাই সচরাচর বেশী প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। ক্ষমতাকে কেন্দ্রীকৃত করিয়া কেন্দ্রের রশ্মি নিজ হস্তে ধরিয়া রাখাই সাধারণতঃ ক্ষমতালোভীদের প্রধান কৌশল হইয়া থাকে। তোমরা বাহিরে যাহাকে জনসেবা নাম দিতেছ, তাহাই ক্রমশঃ ক্ষমতালুব্ধ মদমত্ততায় না পরিণত হয়, এই বিষয়ে প্রখর দৃষ্টি দিবার প্রয়োজন আছে। গ্রামে গ্রামে অপরেরা আসিয়া জন-সেবার মণ্ডলী স্থাপন করিয়া দিয়া যাউক, তাহার পরে কেন্দ্রবর্ত্তী কোনও আরামের জায়গায় বসিয়া তোমরা কেবল হুকুম

চালাইয়া নিজেদের কর্ত্তৃত্ব পরিচালন কর এবং পল্লী-নিবাসী মণ্ডলীসকল বিনা তর্কে অক্ষরে অক্ষরে প্রত্যেকটী হুকুম তামিল করুক, ইহাই শেষ পর্য্যন্ত কর্ত্তৃত্ব-লোভীদের গতি হইয়া থাকে। মানবকে স্বতন্ত্রতা বিতরণ করিতে আসিয়া এই ভাবে কতবার পরাধীনতার নূতন শৃঙ্খলে বাঁধা হইয়াছে, জগতের ইতিহাস হইতে তাহা জানিয়া লও। ধর্ম্মসঙ্ঘগুলি স্বভাবতই আদি-নেতার প্রতি সুগভীর আনুগত্যের প্রেরণায় গঠিত হইয়া থাকে। সেই সকল সঙ্ঘে যদি পুনরায় ক্ষমতা-মত্ততার মাতলামি সুরু হয়, তবে ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি আছে? তোমরা এই বিষয়ে সাবধান হইও।"

হরিওঁ-কীর্ত্তন ও পৃথিবীব্যাপী ধর্ম্ম-প্লাবন

অপর এক ভক্তের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"যাহাতে প্রত্যেকটী ক্ষুদ্র-বৃহৎ পল্লীতে সমভাবে ধর্ম্মের প্লাবন বহিতে পারে, তজ্জন্য আমি মনে মনে একটা পরিকল্পনা গঠন করিতেছি। সেই বিষয়ে বিস্তারিত পরে জানাইব। প্রত্যেক গ্রামে গিয়া সকলকে ভগবৎ-প্রেমে প্রমত্ত করাই আমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা জানিও। আমার ইচ্ছা করে না যে, পৃথিবীর তথা ভারতের একটী পল্লীকেও আমি হরি-ওঁ কীর্ত্তনের

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

মধুময় ধ্বনি হইতে বঞ্চিত রাখি। প্রত্যেকের কর্ণে এই মহামঙ্গল নাম-রসায়ন ঢালিয়া দেওয়া আমার অন্তরের কাতর আকিঞ্চন। বাদ আমি কাহাকেও দিতে চাহি না, উপেক্ষা, অবহেলা, বা অনাদর আমি একজনকেও করিতে ইচ্ছুক নহি। সকলে আসুক, সকলে বসুক, নামের পরমামৃত সকলে মিলিয়া লুণ্ঠন করিয়া ভোগ করুক, লুণ্ঠন করিয়া বিতরণ করুক। হরি-ওঁ মহাকীর্ত্তন পৃথিবীব্যাপী ধর্ম্ম-প্লাবনের মহাজলধি-স্বরূপ। আমার এবং তোমাদের প্রেমরূপ শশধরের আকর্ষণে এই জলধির জলরাশি স্ফীত হইয়া প্রবল বেগে বহিবে।"

সকল বিদ্যার সেরা বিদ্যা

অপর এক ভক্তের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তোমরা যে যখন যে বিদ্যা আয়ত্ত করিবার জন্য চেষ্টাশীল হও, জানিও, আমি তখনই তাহাকে আমার প্রাণের পূর্ণ সমর্থন প্রদান করিয়া থাকি। চুরি, জালিয়াতি প্রভৃতি অপবিদ্যাসমূহ বাদে পার্থিব সকল বিদ্যাই অল্পাধিক চিত্তের বিস্তার-সাধক এবং সঙ্কীর্ণতা-নাশক। কিন্তু সকল বিদ্যার সেরা বিদ্যা হইতেছে, ভগবানকে ভালবাসা। এই বিদ্যা যে আয়ত্ত করিয়াছে, তাহার চেয়ে ভাগ্যবান্ ব্যক্তি ব্রহ্মাণ্ডে আর

কোথাও নাই এবং এই ব্যক্তির মতন আমার আপন তিন ভুবনে আর কেহ নাই, তোমরা যদি প্রকৃত বিদ্বান্ বা বিদুষী হইতে চাহ, তাহা হইলে আগে ভগবানকে ভালবাসিতে শিখ। আর, তোমরা যদি আমার আপন বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিতে চাহ, তাহা হইলেও ভগবানকে ভালবাসিতেই আগে শিখিতে হইবে।"

আনুগত্য ও বিদ্বেষ

অপর একজন ভক্তের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"আমার প্রতি আনুগত্য বশতঃ তুমি অপরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিতেছ। আমি তোমার এই ত্রুটী সংশোধন করিতে আদেশ দিতেছি। আজ আমার প্রতি আনুগত্যের দোহাই দিয়া তুমি যে বিদ্বেষ অপরে অর্পণ করিতেছ, কাল সেই বিদ্বেষকেও শতগুণে ফণায়িত করিয়া পুনরায় অন্য একটা দোহাই পাড়িয়া আমাকেই দংশন করিতে নিয়োগ করিবে। আমি ইহা বুঝি, আমি ইহা জানি। তোমাদের সে আনুগত্যে আমার বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নাই, যে আনুগত্য অন্যের প্রতি বিদ্বেষের ভিত্তিতে বাড়িয়া ওঠে। আমি জগতের কাহারও আনুগত্য চাহি না, কিন্তু যদিই কেহ অনুগত হও, তাহার আনুগত্য অকৃত্রিম হউক।"

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

কর্ম্মত্যাগ করিও না

অপর এক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"ব্যবসা-বাণিজ্য ত্যাগ করিয়া বাড়ীতে বসিয়া থাকা তোমার পক্ষে ভাল হইবে বলিয়া আমার যেন মনে হয় না। শুধু তোমার পক্ষে কেন, জগতের কাহারও পক্ষেই নিষ্কর্ম্মা জীবন-যাপন মঙ্গলকর নহে। কাজ নিয়া থাকিলে মন যেমন ভাল থাকে, দেহও তেমন ভাল থাকে। তবে কেহ যদি দীর্ঘকালের বা ধারাবাহিক অতিশ্রমে ক্লিষ্ট হইয়া পড়ে, তাহা হইলে তাহার শরীর ও মনের অবসাদ দূর করিয়া নব কর্ম্মশক্তির সঞ্চারের আনুকূল্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কর্ম্মবর্জ্জন প্রয়োজন হইয়া থাকে। অথবা কঠোর শ্রমের পরিবর্ত্তে মৃদু শ্রম বা চিরাভ্যস্থ একঘেয়ে শ্রমের পরিবর্ত্তে নবতর এবং আনন্দজনক লঘু শ্রম গ্রহণ অত্যাবশ্যক হয়। সরকারী কর্ম্মচারীরা অনেকেই পেন্সন নিবার পরে হঠাৎ রুগ্ন হইয়া পড়েন, ইহা হয়ত তুমি লক্ষ্য করিয়াছ। নিজের বিষয়-সম্পত্তি উইল বা দানপত্র করিয়া পুত্র বা আত্মীয়দের দিয়া দিবার পরে কর্ম্মহীনতা-জনিত অবসাদে অনেক শ্রমশীল জমিদারকে অকারণে হঠাৎ মরিতে দেখা যায়। এই জন্য আমার একজন পূর্ব্বাশ্রমের আত্মীয়কে সর্ব্বদাই সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে বলিতে শুনিতাম,—'হয় অন্যতর একটা আয়ের

ফন্দী এখন হইতেই আঁটিতে থাক যেন পেন্সন নিবার পরেই একেবারে কর্ম্মহীন হইয়া না পড়, নতুবা এখন হইতেই সদ্‌গুরুর আশ্রয় নিয়া ধ্যান-জপ তপস্যার কিছু কিছু রেওয়াজ সুরু কর যেন পেন্সন পাইবার পরে অন্য কর্ম্মে নিষ্কর্ম্মা সময়কে নিয়োগ না করিয়া এই মহত্তর কর্ম্মেই নিয়োগ করিবার প্রচুর রুচি পাও।' পারিপার্শ্বিক অবস্থা যাহাই হউক কিম্বা আপাততঃ নানা বিষয়ে সুবিধা-অসুবিধা যাহাই লক্ষ্য কর, কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকিও না। এইরূপ করিবার বুদ্ধিকে প্রশ্রয় দিও না। যাহারা এইরূপ বুদ্ধি তোমাকে দিতেছেন, তাঁহারা তোমার হিতৈষী হইলেও, দূরদর্শী নহেন। আলস্যের অভ্যাস একবার সঞ্চিত হইলে আর জীবনে তাহাকে বিদূরণ সম্ভব হইবে না বা সহজ হইবে না। তবে বহির্ম্মুখ যত কাজই যখন করিয়া যাইতেছ, সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্ম্মুখ কাজের অনুশীলনও রাখিয়া যাও এবং যদি ভগবৎকৃপায় কখনও অন্তর্ম্মুখ কর্ম্মের প্রসার এমন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় যে, তোমার পক্ষে বহির্ম্মুখ কর্ম্ম করা অসম্ভব, তবে তখন চাকুরী-নকরী, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি-শিল্প সব পরিত্যাগ করিও। অন্তর্ম্মুখ কর্ম্মই প্রকৃত কর্ম্ম। বহির্ম্মুখ কর্ম্মগুলি অধিকাংশই প্রপঞ্চ বা অপকর্ম্ম। অন্তর্ম্মুখ কর্ম্মে যখন মনপ্রাণ ভরিয়া যায়, তখন বহির্ম্মুখ কর্ম্ম পরিত্যাগ দোষের নহে। অথবা, যাহাতে অন্তর্ম্মুখ কর্ম্ম দ্বারা সম্পূর্ণ ভাবে অধিকৃত

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

হইয়া যাইতে পার, তদুদ্দেশ্যে বহির্ম্মুখ কর্ম্মের সঙ্কোচ সাধন করিয়া অন্তর্ম্মুখ কর্ম্মের অনুকূল পন্থা অনুসরণও অন্যায় নহে,—বরঞ্চ তাহা একান্তই আবশ্যকীয়। কিন্তু জোর করিয়া সর্ব্বপ্রকার বহির্ম্মুখ কর্ম্ম পরিত্যাগের চেষ্টা করিও না। মঙ্গলময় পরমেশ্বরের পরম পবিত্র নাম ধরিয়া তাঁকে অবিরাম অহর্নিশ ডাক। সেই ডাক তিনি শুনিবেন। আকুল প্রাণে ডাক, সেই ডাকে তিনি সাড়া দিবেন। তাঁর নামের শক্তিতে তোমার দেহের অণুপরমাণুগুলি, মনের পরতগুলি একে একে রূপান্তর পাইবে, ধর্ম্মান্তর পাইবে। তখন কর্ম্মত্যাগ আপনি ঘটিবে।"

দান-ধর্ম্ম

অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"অর্থ, সম্পত্তি বা পশু কাহাকেও দান করিয়া তৎপরে পুনরায় প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে তাহা হইতে সুযোগ গ্রহণ করা কিম্বা তাহা হইতে লব্ধ আয় নিজে ভোগ করা প্রকৃত দান-ধর্ম্মের বিরোধী জানিও। দান করিতে হইলে তাহা শুদ্ধ এবং সাত্ত্বিক মনেই করিও এবং কোনও অবস্থাতেই বা কোনও প্রকারেই পূর্ণতঃ বা অংশতঃ বা ফলস্বরূপে তাহার প্রত্যর্পণ পাইবার বুদ্ধি বর্জ্জিত রাখিয়া দানকর্ম্মে অগ্রসর হইও। কোনও

সম্পত্তি কোনও সৎকার্য্যে দান করিয়া নিজে বা নিজ বংশধর কাহাকেও তাহার মধ্যে অন্যতম ট্রাষ্টী রাখা আমার চক্ষে এই কারণে অসুন্দর ঠেকে। ট্রাষ্টী থাকিতে গেলেই তুমি সম্পত্তি ফিরিয়া পাইলে, তাহা নহে, কিন্তু এই সম্পত্তির ব্যবহারাদি সম্পর্কিত কতকগুলি কর্ত্তৃত্ব যে নিজ হস্তে রাখিয়া দিলে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। দাতার প্রকৃত ধর্ম্ম দান করা, দত্ত বস্তুর উপরে নিজের কর্ত্তৃত্ব রক্ষা করা নহে। যাহাদিগকে ট্রাষ্টী করিলে সম্পত্তি প্রকৃতই সদুদ্দেশ্যে ব্যয়িত বা ব্যবহৃত হইবে বলিয়া বিশ্বাস করা যায়, এমন ব্যক্তিদিগকে ট্রাষ্টী করিয়া সম্পত্তি হস্তান্তর করণের পরে নিজে ঐ সম্পত্তি সম্বন্ধে উদাসীন থাকা কর্ত্তব্য। দানের পরে দত্ত বস্তু সম্পর্কে উদাসীন থাকিতে না-পারা-দ্বারা দত্ত বস্তুর প্রতি অন্তরের আসক্তি প্রমাণিত হইয়া থাকে এবং প্রকৃত প্রস্তাবে যে লৌকিক প্রতিপত্তি বর্দ্ধনেরই জন্য দান করা হইয়াছিল, এমন একটা ভাবের আমেজ আসে। অল্প দাও, অধিক দাও, একেবারে নিঃসম্পর্ক হইয়া দিবে,—ইহাই প্রকৃত দানধর্ম্ম। দিবার পরে দাবী এক অতীব গুরুতর দান-ধর্ম্ম-বিরোধী মনোভাব জানিও। হইতে পারে, তুমি অপাত্রে দান করিয়াছ, কিন্তু দিবার পরে আর আফশোষ করিও না। দিবার পূর্ব্বে যত প্রকার বিচার-বিবেচনা সম্ভব করিয়া লও এবং তৎপরে দান সম্পর্কে মনঃস্থির কর। কিন্তু মনঃস্থির করিয়া দান করিবার পরে আর সেই বিষয় নিয়া নিজের মনকে বিন্দুমাত্রও

লিপ্ত করিও না। যাহা দিয়াছ, সদুদ্দেশ্যে দিয়াছ, দিয়াই তুমি খালাস, দিয়া ফেলিবার পরে দত্ত বস্তু সম্পর্কে আর তোমার কোনও দুশ্চিন্তার বা আলোচনার অধিকার নাই। অবশ্য, এইরূপ পবিত্র মনোভাব খুব সাত্ত্বিক এবং উন্নত চিত্ত ব্যতীত অন্যত্র প্রত্যাশা চলে না। কিন্তু তোমরা সাত্ত্বিক হইবে, উন্নত হইবে, ইহাই কি তোমাদের নিকটে প্রত্যাশার বিষয় নহে? আমি তোমাকে একটী গাভী দান করিলাম, কিন্তু মনে মনে আশা পোষণ করিলাম যে, ইহার বাছুরটী তুমি পরে আমাকেই দিবে। ইহা দ্বারা দানধর্ম্ম ক্ষুণ্ণ হইল। আমি তোমাকে গাভীটী দিয়াছি, দিবার পরে দেখিলাম, ইহার উপযুক্ত যত্ন-পরিচর্য্যা তুমি করিতেছ না, ইহাতে আমার মনে নিদারুণ ক্লেশ হইল। এইরূপ ক্লেশও আংশিক ভাবে দান-ধর্ম্মের বিরোধী বটে। তবে, এই স্থলে আমি যদি গাভীর ক্লেশ-বিদূরণের উদ্দেশ্যে খড়, খৈল, ভূষি প্রভৃতি কিনিবার জন্য তোমাকে পুনঃ পাঁচটী কি দশটী টাকা দেই, তবে ঐরূপ আন্তরিক ক্লেশ দান-ধর্ম্মের বিরোধী না হইয়া নবতর দানের উত্তেজক হইল। সুতরাং ঐ ক্লেশও কতক পরিমাণে দানধর্ম্মের মর্য্যাদা লাভ করিল। দাতা পূর্ব্বাহ্ণেই যদি বিবেচনা করিয়া গাভী দান করিতেন, যাহাতে দানের পরে এই গাভীর ক্লেশ না হয়, তবে তাহা আরও উত্তম হইত। দান-ধর্ম্ম অতীব সরল ধর্ম্ম। সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্বের ন্যায় নানাবিধ নিগূঢ় জটিলতা ইহাতে নাই। সরল মন, কোমল প্রাণ, উদার হৃদয়,—দাতার ইহাই

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

প্রধান সম্পদ। যে দান করিলে, যাহাকে দান করিলে বা যে ভাবে দান করিলে মনের সরলতা কমিবে, প্রাণের কোমলতা হ্রাস পাইবে, হৃদয়ের উদারতা সঙ্কুচিত হইবে, তদ্রূপ দান হইতে প্রকৃত দাতার বিরত হওয়া উচিত। এজন্যই প্রকৃত দাতার দান প্রায়শঃ সর্ত্তহীন হইয়া থাকে। তাহাদের মনোভঙ্গী এই যে,—সম্পত্তির মালিক ত' আমি নহি, যাঁর সম্পত্তি তাঁহাকেই দিবার সুযোগ মাত্র আমি অন্বেষণ করিতেছি এবং অন্তরের শ্রদ্ধা যেখানে যখন যেরূপ ভাবে যাইতেছে, সেখানে সেরূপ ভাবে যাঁর যাঁর সম্পত্তি তাঁহাকে তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিতেছি,—প্রত্যর্পণের মধ্যে আবার সর্ত্তচুক্তি কি থাকিবে?' প্রকৃত দানধর্ম্ম এতই সরল। দাতার ভিতরে দাতৃত্বের অহমিকা নাই,—ইহাই দানধর্ম্মের আদর্শ। নিজে যে ক্লেশ করিয়া অর্জ্জন করিয়াছি, পরকে দিবার কালে সেই কথা ভুলিয়া যাওয়াই উচিত। দিবার পূর্ব্বে যত পার বিচার কর যে, এই স্থানেই দান করিবে কি না। দান করিতেছ একমাত্র চিত্তশুদ্ধির জন্য,—চিন্তার জটিলতা বা চিত্তের মলিনতা বৃদ্ধির জন্য নহে। যে বস্তু দানে, যে ভাবে দানে, যাহাকে দানে সরলতা গিয়া কুটিলতা আসিবে, নিশ্চিন্ততা যাইয়া উদ্বিগ্নতা আসিবে, উদার উল্লাস দূরীভূত হইয়া ললাটে কুঞ্চিত রেখার উদ্ভব হইবে, সেইরূপ দান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হও। লক্ষ্য থাকুক নিশ্চিন্ততা, নিরুদ্বিগ্নতা, চিত্তশুদ্ধি।

"এই পত্রের উপসংহার টানিবার আগে অবশ্য আমাকে

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

দুইটী ব্যতিক্রমের স্থল উল্লেখ করিতে হইবে। একটী হইতেছে, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা বিষয়ে, অপরটী হইতেছে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে। কেহ যদি বিপুল অর্থব্যয়ে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিয়া দানপত্রের দলিলে একথার উল্লেখ রাখে যে, এই বংশের কেহ দরিদ্র হইয়া পড়িলে পেয়িং ওয়ার্ডে বিনামূল্যে চিকিৎসা পাইবে বা এই বংশের দরিদ্র দুটী কি পাঁচটী ছাত্র বিনা মাহিনায় স্কুলে পড়িতে পারিবে, তাহা হইলে উহাকে আমি এক হিসাবে অসাত্ত্বিক বলিয়া গণনা করিব না। কেননা সমগ্র জগতের প্রতি যদি তোমার দানধর্ম্মের অধিকার থাকে, তবে নিজ বংশের ভবিষ্যৎ দরিদ্রের বা নিজ সমাজ কি সম্প্রদায়ের নিঃস্বদের প্রতি দানধর্ম্মেরও অধিকার নিশ্চয়ই আছে। সুতরাং প্রাণে তদ্রূপ আবেগ অনুভব করিলে দানপত্রে এইরূপ সর্ত্ত রাখা আমি চিত্তশুদ্ধির বিঘাতক জ্ঞান করি না।"

সিরাজগঞ্জ (পাবনা)
৩০ আশ্বিন, ১৩৪১

সাধকের লক্ষ্য কোথায় থাকা উচিত

উপদেশ-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবামণি জনৈক সাধনলিপ্সু যুবককে বলিলেন,—মহাজনদের যেই পথ, তাতেই অনুগত হবে,

তাতেই অনুরত হবে। কিন্তু মহাজন জান্‌বে কাকে? যিনি পরমেশ্বরে যত অধিক আত্মসমর্পণ করেছেন, তিনি তত বড় মহাজন। নিজের অন্তরকে ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণের জন্য নিরন্তর উৎসাহ দিতে থাক, আর প্রকৃত আত্মসমর্পণকারী মহাজনদের সঙ্গ কর। সৎসঙ্গে কাশীবাস, অসৎসঙ্গে সর্ব্বনাশ। যাদের সঙ্গ দ্বারা ঈশ্বরে আত্মসমর্পণের ব্যাকুলতা ক'মে যায়, তাদের জান্‌বে বিষধর ভুজঙ্গ ব'লে। ভুজঙ্গ-দংশনে একজন্মের ক্লেশ, কিন্তু অসৎ-সঙ্গীর দংশনে জন্ম জন্ম ক্লেশ। অন্য কথা, অন্য বুদ্ধি, অন্য উপদেশ পরিহার ক'রে একমাত্র ভগবৎ-কথা, ভগবদ্‌-বুদ্ধি এবং ভগবদুপদেশের অনুসন্ধানে থাক। সাধন ক'রে জীবন যখন সার্থক কত্তে চাও, তখন তোমার একাগ্র লক্ষ্য এই দিকেই প'ড়ে থাকা প্রয়োজন।

ভগবৎ-সেবা-বুদ্ধিতে পার্থিব কর্ত্তব্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অবশ্য, পার্থিব কর্ত্তব্য উপেক্ষা কত্তে বলি না। ভগবৎ-সেবার বুদ্ধি নিয়ে কর্ত্তব্য-পালনের অমৃতময় ফল হচ্ছে ভগবৎ-প্রেম বৃদ্ধি। এই কথা মনে রেখে সকল কর্ত্তব্য কর্ব্বে। মাতা, পিতা, ভ্রাতা প্রভৃতি প্রত্যেকের প্রতি স্নেহময় চিত্ত নিয়ে নিজ কর্ত্তব্য পালন কর। এদের ভিতরে থেকে সেই পরমপ্রেমনিধি ভগবানই তোমার সেবা

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

দাবী কচ্ছেন, যাঁকে পাওয়ার জন্যই আবার তুমি সংসার ত্যাগের জন্য উতলা। পার্থিব কর্ত্তব্যগুলি ভগবৎ-সেবার বুদ্ধি নিয়ে কর। তাহ'লে এদের দ্বারা চিত্তোদ্বেগ না বেড়ে ভগবদ্‌ভক্তিই বর্দ্ধিত হবে।

সিরাজগঞ্জ

১লা কার্ত্তিক, ১৩৪১

সাধন-কালীন সংসর্গ-বিচার

সাধন-কালীন সংসর্গের কথা হইতেছিল। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—একক সাধনে সংসর্গের কথা ওঠে না। কিন্তু দু-পাঁচ-দশজন যখন একত্র সাধন কত্তে বসে, তখন সংসর্গ-বিচার আবশ্যক হয়। সন্দিগ্ধ, অবিশ্বাসী, কুতার্কিক ও ছিদ্রান্বেষণ-পরায়ণ ব্যক্তিদের সঙ্গে সাধন কত্তে বস্‌লে মন নামে সহজে মজতে চায় না। এই বিষয়ে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনীতে একটী চমৎকার দৃষ্টান্ত আছে। শ্রীবাসাচার্য্যের গৃহে মহাপ্রভু প্রায়ই কীর্ত্তন কত্তেন এবং প্রেমভাবের আতিশয্যে নাচতেন। একদিন মহাপ্রভু কীর্ত্তন কচ্ছেন আর নাচছেন। কিন্তু অন্তরে কিছুতেই প্রেমভাবের স্ফূর্ত্তি পাচ্ছেন না। তখন তিনি বল্‌লেন,—"পুনঃ পুনঃ নাচি কিন্তু সুখ নাহি পাই, কেহ বা কি লুকাইয়া আছে কোনো ঠাঁই?" মহাপ্রভুর কথা শুনে অনুসন্ধান সুরু হল এবং দেখা

গেল যে গৃহের এক কোণে শ্রীবাসের শ্বাশুড়ী লুকিয়ে আছেন। তিনি সমভাবের ভাবুক নন, প্রেমরসের রসিক নন, মন তার বহির্ম্মুখ। এতে শ্রীচৈতন্যদেবের ভাব জম্‌বার বাধা হচ্ছিল। কীর্ত্তনাদির উদ্দেশ্য যেখানে নাম প্রচার বা ভক্তিধর্ম্মের প্রসার, সেখানে সংসর্গ-বিচারে খুব কড়াকড়ি করা চলে না। কথায় বলে, ঠগ্‌ বাছতে গাঁ উজাড়, লোম বাছতে কম্বলের দফা রফা। প্রচারোদ্দেশ্য-মূলক কীর্ত্তনাদিতে সাধারণ-দোষযুক্ত ব্যক্তিদের বর্জ্জন করার চেষ্টা এক প্রকারের বাড়াবাড়ি। সৎকাজে যোগদান করার সুযোগ দিয়ে তাদের দোষ-সংশোধনের আনুকূল্য সৃষ্টি করাই বরং কর্ত্তব্য। হরিনামকীর্ত্তনে রত হ'য়ে জগতে অনেক পাপাসক্তের আসক্তি-নাশ ঘটেছে, অনেক দোষ-দুষ্টের দোষ-সংশোধন হয়েছে। কিন্তু কীর্ত্তন বা ভজন বা জপতপ যেখানে অন্তরঙ্গ সাধনের উদ্দেশ্যে হবে, সেখানে একটী বিরোধী মনকেও ঠাঁই দেওয়া উচিত নয়।

স্ত্রী-পুরুষের একত্র কীর্ত্তন ও উপাসনা

প্রশ্ন হইল,—স্ত্রীলোক এবং পুরুষদের একত্র হইয়া কীর্ত্তন বা উপাসনা করা উচিত কি না।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যে যুগে স্কুলে, কলেজে, হাটে, বাজারে, কর্পোরেশনে, কাউন্সিলে এমনকি পিকেটিংএ ও

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

রণক্ষেত্রে স্ত্রীপুরুষের একত্র কাজ করার প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে, সেই যুগে উপাসনায় বা কীর্ত্তনে পুরুষদের আর স্ত্রীলোকদের দূরে দূরে রাখার চেষ্টা সফল হ'তে পারে না। আর, স্ত্রী-পুরুষের সম্মিলিত ভাবে উপাসনা, কীর্ত্তন প্রভৃতিতে যোগদান কতটা উচিত আর কতটা অনুচিত, তা' সম্পূর্ণ নির্ভর কর্বে পুরুষ এবং নারীদের মনের ভঙ্গীর উপরে। এক একটা রাষ্ট্রনৈতিক ঘটনায় বা সমাজ-নৈতিক বিপ্লবে নারী ও পুরুষের মানসিক ভঙ্গীর যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটে। সেই পরিবর্ত্তনের দরুণ ঔচিত্য ও অনৌচিত্যের মানদণ্ডেরও পরিবর্ত্তন হয়। সুতরাং এই বিষয়ে আজ আমি যা উপদেশ দিব, বিশ বছর পরে সেই উপদেশের উপযোগিতা হয়ত নাও থাক্‌তে পারে। তবু একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যেতে পারে যে, পারিবারিক উপাসনায় বা কীর্ত্তনে পরিবারস্থ স্ত্রী-পুরুষ সকলে মিলিত হবেই। সামাজিক উপাসনায়, দশ পরিবারের লোক একত্র মিলিত হয়, সুতরাং সেখানে বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে যে সম্পর্ক রয়েছে, নারী-পুরুষের মিলন চেষ্টার উপরে সেই সম্পর্কের শাসন চল্‌বেই। সর্ব্বজনীন কীর্ত্তনে বা সর্ব্বজনীন উপাসনায় সকল সামাজিক শাসন স্তব্ধ। মেলায়, তীর্থস্থানে গুরুগৃহে যেমন নারী ও পুরুষ সকলেই নিরঙ্কুশ। তবে, কতটা নিরঙ্কুশ? যতটা না দৃষ্টিকটু হয়, যতটা না অশোভন, অসুন্দর, অসংযত হয়। হাজার

হাজার নারী-পুরুষ একত্র ব'সে মিলিত কণ্ঠে কীর্ত্তন কচ্ছেন, উপাসনা কচ্ছেন, এর ভিতরে অসুন্দর কিছুই নেই, কিন্তু মেয়েরা পুরুষদের গায়ের উপরে প'ড়ে বা পুরুষেরা মেয়েদের সঙ্গে ঠেলাঠেলি ক'রে বসেছেন বা দাঁড়িয়েছেন, নিশ্চয়ই এতটা নিরঙ্কুশ হওয়া চলবে না। পল্লীগ্রামের অনেক স্থানে মেয়েদের উপাসনা-কীর্ত্তন শুধু মেয়েদের দ্বারা আর পুরুষদের উপাসনা-কীর্ত্তন শুধু পুরুষদেরই দ্বারা অনুষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন হ'তে পারে।

ঐকান্তিকী গুরুনিষ্ঠা

হুগলী-বাবুগঞ্জ-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তোমার পিতৃদেব তোমাকে যথার্থ উপদেশই দিয়াছেন যে—যেখানে মাথা নত করিয়াছ, সেখানে স্থির থাকিও। এই বৃদ্ধ ও বহুদর্শী সাধকের উপদেশ তোমার পক্ষে অতীব সময়োচিত এবং সঙ্গত হইয়াছে। প্রকৃত কথা বলিতে কি বাছা, সাধন-জীবনে উন্নতি করিতে হইলে আমৃত্যু-নিষ্ঠাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় জিনিষ। সমাজের দশ রকম কর্ম্ম যে করিবে, তার সর্ব্বদার জন্য উদ্যত বিচার-বুদ্ধির প্রয়োজন এবং স্থলবিশেষে তাহার পক্ষে নেতার বিরুদ্ধে দ্রোহও জীব এবং সমাজের কল্যাণার্থে সমর্থনযোগ্য হইতে

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

পারে কিন্তু সাধন যে করিবে, সাধন করিয়া যে সাধনের অমৃতময় ফল আহরণ করিতে বদ্ধপরিকর, লক্ষ্য যাহার আধ্যাত্মিক উন্নতি ও আধ্যাত্মিক কুশল, যাহার কাম্য হইতেছে অন্তরের সহস্র অবাঞ্ছিত সংস্কারকে বিদূরিত করিয়া প্রেমময় পরমাত্মার পরমসুন্দর মুখচ্ছবি নিরীক্ষণ করা,—তার পক্ষে ইষ্টনিষ্ঠা ব্যতীত আর দ্বিতীয় গতি নাই, তার পক্ষে গুরুদ্রোহের চিন্তাও কল্পনাতীত মহাপাপ। একের পক্ষে যাহা প্রশস্য, উদ্দেশ্যের বিভিন্নতা বশতঃ অপরের পক্ষে তাহাই বিপজ্জনক হইয়া থাকে। তোমার পিতা তোমাকে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহার উপরে আমি তোমাকে নূতন কোনও টীকা-টিপ্পনী শুনাইতে চাহি না,—মুমূর্ষু পিতার মৃত্যুকালীন এই উপদেশই তুমি পালন করিয়া চলিবে এবং সেই পথেই জীবনের চরম কৃতকৃত্যতা আহরণ কর।"

ভগবানের সংসারে দারিদ্র্য

মানভূম জেলান্তর্গত গড়-জয়পুর-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"অভাব অনটনে পড়িয়া দিশাহারা হইবার কোনও প্রয়োজন নাই। অভাব দূর করিবার জন্য যতটা পার, নিজ শক্তি, সামর্থ্য, শ্রম, প্রতিভা এবং পুরুষকার প্রয়োগ কর এবং সঙ্গে সঙ্গে পরমকরুণাময় পরমেশ্বরকেই তোমার সংসারের

প্রকৃত অন্ন-সংস্থান-কর্ত্তা জানিয়া তাঁর শরণাপন্ন হও। তোমার সন্তানকে তাঁরই সন্তান বলিয়া জ্ঞান কর, তোমার পরিজনবর্গকে তাঁরই পরিজনবর্গ বলিয়া অন্তরের অন্তরে স্বীকার করিয়া লও। তুমি তাঁরই সংসারের সেবার জন্য তাঁর নিয়োজিত ভৃত্য মাত্র, তোমার অপর কোনও বিশিষ্টতা নাই। ভৃত্যত্বই তোমার একমাত্র বৈশিষ্ট্য, একমাত্র গৌরব, একমাত্র পদাধিকার। তাঁর সংসারের স্ত্রীলোক-বর্গের কটিতটের বস্ত্র যদি তিনি না যোগান, তাঁর সংসারের শিশুগুলির পানীয় দুগ্ধ যদি তিনি না সরবরাহ করেন, তবে সেজন্য দায়ী তিনি, তুমি নহ। কিন্তু যদিও তিনিই সব জোগাইবেন, তথাপি তাঁর দানকে নানা স্থান হইতে কুড়াইয়া আনিবার জন্য তোমাকে তোমার সমগ্র পুরুষকার নিঃশেষে নিয়োজন করিতেই হইবে। তিনিই তোমাকে এই পুরুষকার দিয়াছেন এবং ইহার শক্তি অতীব সীমাবদ্ধ হইলেও, তুমি যাঁর ভৃত্য, তাঁর কার্য্য সম্পাদনের জন্য যখন এই পুরুষকার প্রযুক্ত হয়, তখন ইহা সকল সময়েই একেবারে সীমাবদ্ধ থাকে না। অনেক সময়ে তুমি নিজেই লক্ষ্য করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবে যে, কত অল্প পুরুষকার প্রয়োগে তুমি কত বৃহৎ সাফল্য অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছ। তাঁহার শক্তিতে বিশ্বাস রাখিও এবং নিজেকে তাঁহারই একান্ত অযোগ্য দাস জানিয়া তাঁরই সংসারের খেজমত্ করিতে যত্ন লইও। দারিদ্র্য তোমার নিদারুণ হইতে পারে, কিন্তু নিজেকে তাঁরই দাস জানিয়া

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

তাঁর সংসারকে প্রতিপালনের বুদ্ধিতে যে শ্রম করিবে, তাহা কখনও মাঠে মারা যাইবে না। নিজের ভিতরে 'ভগবানের সংসার'—এই ভাবটাকে প্রাণপণে স্থায়ী করিয়া লও এবং তৎপরে পরিবারস্থ অপরাপরের ভিতরে এই ভাব সংক্রামিত কর। পরিবারস্থ প্রত্যেক ব্যক্তি, সে স্ত্রী হউক কি পুরুষ হউক, নিজ নিজ শক্তি, সাধ্য, সামর্থ্য দিয়া অল্প পারে অধিক পারে, ভগবানের সংসারের সেবার জন্য আর্থিক আয় বর্দ্ধনের চেষ্টা করুক। ইহাই সংসারকে স্বর্গে পরিণত করিবার উপায় এবং তোমাদের দারিদ্র্য এই উপায়েই চিরতরে পলায়ন করিবে। একে অপরের সেবা লাভের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিও না, প্রত্যেকেই নিজ শ্রম এবং শ্রমার্জ্জিত অর্থ দ্বারা পরিবারস্থ অপরাপর প্রত্যেককে সেবাদানের জন্য প্রয়াসী হও। ইহাই প্রকৃত শান্তিময় সংসারের চিত্র। এই একটা কথা সর্ব্বদা স্মরণে রাখিও যে, 'ভগবানের সংসারে' দারিদ্র্য নাই। দারিদ্র্য সেখানে প্রবেশাধিকার পায় না। দারিদ্র্যের রাজত্ব সেই সংসারে, যেখান হইতে ভগবান্ সিংহাসন চ্যুত বা নির্ব্বাসিত হইয়াছেন, যে সংসারের প্রভু 'আমি', 'তুমি' বা 'অপর কেহ'। ভগবান্‌কে প্রভুর আসনে বসাইয়া নিজেরা প্রত্যেকে তাঁরই একনিষ্ঠ সেবক হও, তাঁর দাসত্বকে জীবনের পরম মর্য্যাদা বলিয়া গ্রহণ কর, তাঁরই অভিপ্রায় পূরণের জন্য জীবন ধারণ কর, মরণ বরণ কর।"

সিরাজগঞ্জ (পাবনা)
২রা কার্ত্তিক, ১৩৪১

উপাসনা-কালীন বেশ

প্রশ্ন হইল,—উপাসনা-কালে কিরূপ বেশ হওয়া উচিত?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—একেবারে শুভ্রবর্ণ। শুভ্রবর্ণের অখণ্ড-বিগ্রহ, উপাসকদের শুভ্রবর্ণের পরিধেয় এবং উত্তরীয়, প্রত্যেকের ভ্রূমধ্যে শ্বেতচন্দনের শুভ্র ফোঁটা,—সব মিলে এক আশ্চর্য্য পবিত্রতার সৃষ্টি কর্ব্বে।

ঝিনাইদহ (যশোহর)
৭ই কার্ত্তিক, ১৩৪১

অতিথি-বিদায়

সারারাত্রি রেল-ভ্রমণ এবং চুয়াডাঙ্গা হইতে কয়েক ঘণ্টা মটর-ভ্রমণ করিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি ঝিনাইদহ আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। জামা খুলিতে গিয়া লক্ষ্যে পড়িল যে, একখানা চিঠি অনেক দিন ধরিয়া বুক-পকেটে বসিয়া দেশ-ভ্রমণ করিতেছে। শ্রীশ্রীবাবামণি ঝিনাইদহের উকিল শ্রীযুক্ত বামনদাস মৌলিকের গৃহে উঠিয়াছেন। তিনি শ্রীশ্রীবাবামণিকে দ্রুত স্নানাদি সমাপনের জন্য অনুরোধ করিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—একটু অপেক্ষা করুন, আমার কাছে অনেক দিন ধ'রে এক অতিথি এসে বুকপকেটে দাঁড়িয়ে আছেন, আগে তাঁর প্রতি আতিথ্য সম্পাদন করে নিই।

এই কথা বলিয়াই শ্রীশ্রীবাবামণি ঝড়ের বেগে পত্রখানার দুই পৃষ্ঠাব্যাপী এক জবাব দিয়া তৎপরে স্নানে রত হইলেন।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

শিক্ষকের চিত্ত-মাধুর্য্য-লাভ

স্নানাহারের পরে শ্রীশ্রীবাবামণি মাগুরা রওয়ানা হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, এমন সময়ে কুমিল্লা জেলান্তর্গত শিলমুড়ি-নিবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ যুবক কিছু উপদেশ যাচ্ঞা করিলেন। তিনি স্থানীয় স্কুলে শিক্ষকতা করেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ছাত্রদের ভিতরে নিজের শিক্ষককে দর্শন করবে। স্নেহভাজনদের ভিতরে নিজের পূজনীয়কে লক্ষ্য কর্‌বে। শাসনের যারা অধীন, তাদের ভিতরে তোমার যিনি শাসন-কর্ত্তা, তাঁর উপস্থিতিকে চিন্তা কর্‌বে। এর ফলে এমন এক আশ্চর্য্য চিত্তমাধুর্য্যের তুমি অধিকারী হবে, যার কোনো তুলনা হ'তে পারে না।

সকল ভালবাসা ভগবানে পৌঁছাইবার উপায়

বামনদাস বাবুর গৃহ পরিত্যাগের প্রাক্কালে বামনদাস বাবুর ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী কিছু উপদেশ প্রার্থনা করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভগবান্ তোমার নিত্য আরাধ্য ধন, তাঁর প্রতি যাতে ভালবাসা তোমার আসে, সেই জন্যই ভালবাসা বস্তুটীর অনুশীলনের প্রয়োজনে সংসারে সহস্র সহস্র ভালবাসার জন পেয়েছ। সকলের প্রতি প্রদত্ত সকল ভালবাসা যাতে ভগবানের কাছে গিয়ে পৌঁছে, তার দিকে লক্ষ্য দাও। এই একটা ব্যাপারে লক্ষ্য দিলেই সংসারের সকল অসম্পূর্ণতা দূর হ'য়ে যাবে। কিন্তু তার উপায় কি? উপায় হচ্ছে, যখনি যাকে ভালবাস, সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখ যে, সে হচ্ছে ভগবানের নিজজন, তাকে ভালবাসা দিলে সেই ভালবাসা ভগবানে গিয়ে পৌছুবে। সকল নদী, উপনদী, শাখানদীর জল যেমন ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে শেষে সমুদ্রেই গিয়ে পড়ে, তোমারও ভালবাসা তেমন স্বামীর ভিতর দিয়ে, পুত্রের ভিতর দিয়ে, কন্যার ভিতর দিয়ে, জামাতার ভিতর দিয়ে, শত শত আত্মীয়-পরিজনের ভিতর দিয়ে তেমনি ভগবানেই গিয়ে পড়ে।

রাত্রি সাড়ে দশটায় শ্রীশ্রীবাবামণি নৌকা-যোগে মাগুরা পৌছিলেন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী প্রমুখ আনন্দ-ভবনের অধিবাসীদের আনন্দ দেখে কে? পূর্ব্বে একবার শ্রীশ্রীবাবামণি এখানে আসিয়াছিলেন এবং প্রেমে ও আনন্দে মাগুরা মাতাইয়া গিয়াছিলেন।

মাগুরা (যশোহর)
৮ই কার্ত্তিক, ১৩৪১

স্থানীয় একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বাতব্যাধিতে শয্যাশায়ী

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

হইয়া আছেন। শ্রীশ্রীবাবামণি কৃপাপূর্ব্বক তাঁহার গৃহে যাইয়া তাঁহাকে দর্শন দান করিলেন। পদধূলি গ্রহণান্তে ভদ্রলোক নানারূপ আক্ষেপোক্তি করিতে লাগিলেন।

নির্ভর

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভগবানে সম্যক্-নির্ভরের চেয়ে আর শান্তি নেই। সবলও তাঁরই ইচ্ছায় নির্ভর কর্‌বে, দুর্ব্বলও কর্ব্বে। ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে একেবারে বলি দিয়ে তাঁর ইচ্ছাকে মেনে নেওয়ার সাহসে একটা অসাধারণ শৌর্য্য আছে। রোগশয্যায় পড়ে পড়ে সেই শৌর্য্যের সাধনা করুন। মন তাঁকে বিশ্বাস কত্তে চায় না, এই জন্য নির্ভরও আস্‌তে চায় না। কেমন? এই ত' আপনার সমস্যা? জোর ক'রে বিশ্বাস করুন। সকল যুক্তি, সকল বিবাদ পায়ের তলায় চাপা দিয়ে জবরদস্তি ক'রে অন্তরের ভিতরে বিশ্বাসকে বসিয়ে দিন। মনের জমি অসমান ও অমসৃণ ব'লে বিশ্বাস সেখানে ঠিক্ ঠিক্ খাপ খেয়ে বস্‌তে চাইবে না সত্য, কিন্তু জিদের হাতুড়ী পিটিয়ে এই অসমান জমিকে সমান কত্তে হবে, তার উচ্চাবচ বন্ধুরতা পিটের চোটে দাবিয়ে দিতে হবে। তারপরে বিশ্বাসের আসনোপরি নির্ভরকে বসিয়ে দিবেন। নির্ভর, স্রেফ্ নির্ভর, সর্ত্তহীন, চুক্তিহীন, প্রতিবাদ-বুদ্ধিহীন, বিনিময়-লিপ্সাহীন, অকপট ও অবিরাম নির্ভর। এই হচ্ছে শান্তির সোপান।

প্রসাদে বস্তুজ্ঞান

অপরাহ্নে ডাক্তার সুরেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তীর সহিত প্রসাদ-সম্পর্কে কথা হইতেছিল।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রসাদে বস্তু-জ্ঞান থাকলে প্রসাদ-সেবনের আগ্রহ অনেক সময় লোভ-রিপুরই পরিতর্পণে রূপান্তরিত হয়। আর প্রসাদ থেকে বস্তুজ্ঞান চ'লে গেলে, প্রসাদে দিব্যবুদ্ধি, দিব্যজ্ঞান, সর্ব্বপ্রেমময়ভাবের নিবেদনের মূলাধার শ্রীভগবানের পবিত্র উপস্থিতির জ্ঞান এলে, প্রসাদ গ্রহণ শুধু লোভ-রিপুর নিসূদন হয়, তা নয়, তখন প্রসাদ-গ্রহণ সর্ব্বরিপুর নিবারক হয়। আর, সেই সময়ে প্রসাদ সম্পর্কে স্পর্শ-দোষাদির বিচারও বিনষ্ট হয়। যেখানে প্রসাদগ্রহণের সঙ্গে স্পর্শদোষ-বিচার আছে, সেখানে বুঝতে হবে যে, প্রসাদকে জড়বস্তু ব'লে জ্ঞান করা হচ্ছে।

মহাপুরুষদের দেহে বস্তুজ্ঞান

অপর এক প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, মহাপুরুষদের সম্পর্কে জাতিবিচার এক গুরুতর ব্যাপার। ঠাকুর হরিদাস ছিলেন মুসলমানের ছেলে। তিনি নিজেকে "ম্লেচ্ছ", "নীচ", "অস্পৃশ্য" ব'লে বর্ণনা কত্তেন কিন্তু মৃত্যুর পরে তাঁর মৃতদেহকে যখন সমুদ্রে স্নান করান হ'ল, তখন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য বল্লেন,—দেখ, হরিদাসের দেহস্পর্শে সমুদ্র আজ

মহাতীর্থে পরিণত হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে পরম-ভাগবত বৈষ্ণবগণ দলে দলে হরিদাসের পাদোদক পান করে আরম্ভ কর্‌লেন। ভগবদ্‌ভক্তদের আচরণ এই প্রকার। মহাপুরুষের দেহকে তাঁরা জড়বস্তু ব'লে জ্ঞান করেন না, ভগবৎ-সাধনে অর্পিত তনু থেকে তাঁদের বস্তুজ্ঞান দূর হ'য়ে যায়। তাঁরা এই সকল দেহকে চৈতন্যময় সত্তা ব'লে মনে ক'রে থাকেন।

মহাপুরুষদের আচরণে দোষ-বর্জ্জিত দৃষ্টি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মহাপুরুষদের আচরণ সম্পর্কেও প্রকৃত ভক্তদের প্রাকৃত দৃষ্টি বা প্রাকৃত বুদ্ধি থাকে না। মহতের আচরণকে তাঁরা দিব্যাচার বা চৈতন্যময়ের লীলা ব'লে জ্ঞান করেন। তার কারণ এই যে, ভগবদ্‌ভক্তের চখে দোষদৃষ্টি থাকে না। সাধারণ মানবের সামান্য সামান্য আচরণে পর্য্যন্ত তাঁরা অনিন্দ্যসুন্দর পরমাত্মার আত্ম-প্রকাশ লীলাকে লক্ষ্য করেন। ভগবৎ সেবার গুণে যাদের চখ থেকে দোষদৃষ্টি চ'লে যায়, তারা বড়ই ভাগ্যবান্ এবং সুখী ব্যক্তি।

দীক্ষিত ও দীক্ষাভিমানী

অপর এক প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দীক্ষা লাভের পরে দীক্ষিত ব্যক্তির উচিত নয় ব্রাহ্মণ ব্যতীত

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

নিজেকে অন্য জাতির অন্তর্ভুক্ত ব'লে জ্ঞান করা। দর্পের হিসাবে নয়, আত্মবিশ্বাসের হিসাবে। দীক্ষায় চিত্তমালিন্য দূর হয়, অতীত পাপের খণ্ডন হয়,—

"যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রস-বিধানতঃ
তথা দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্",—

অর্থাৎ রাসায়নিক প্রক্রিয়া অবলম্বনের ফলে কাঁসা যেমন সোণা হ'য়ে যায় ব'লে প্রবাদ আছে, দীক্ষার ফলে তেমনি মানবের দ্বিজত্ব ঘটে। দীক্ষিত ব্যক্তি নিজেকে ব্রাহ্মণ ব'লে জ্ঞান ক'রে অকুতোভয়ে ভগবৎ-সাধন কর্ব্বে, কিন্তু দীক্ষা পাওয়ার ফলে গর্ব্বিত হ'য়ে মানীগণের সম্মান লঙ্ঘনের চেষ্টা কর্ব্বে না। দীক্ষা হাজার হাজার লোকে নেয়, কিন্তু প্রকৃত দীক্ষিত কমই পাওয়া যায়। প্রকৃত দীক্ষিতের অন্তরে থাকে সুবিমল বিশ্বাস যে, ভগবৎ-কৃপা সে অবশ্যই লাভে সমর্থ হবে, কিন্তু দীক্ষাভিমানী ব্যক্তি দীক্ষা নেয় অথচ সাধন করে না, ফোঁটা-তিলক আর মালা-ঝোলার দাপটে জোর ক'রে লোকের কাছ থেকে সম্মান আদায় করে। প্রকৃত দীক্ষিতের স্বভাব ভগবৎ-কৃপায় পূর্ণ বিশ্বাসে এবং সকলের প্রতি সুবিনীত মনোভাবে মণ্ডিত হয়, আর দীক্ষাভিমানীর গর্ব্বে, দর্পে, অহঙ্কারে, আস্ফালনের দাপটে এবং বাহ্বাস্ফোটনের কাঠ-ফাটা চীৎকারে ভক্তিদেবী উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করেন, শুধু জিদে, জবরদস্তিতে, গায়ে পড়ে কলহে,

সাম্প্রদায়িক উগ্রতায় আর তমোরাজসিক উদ্ধতায় মগের মুল্লুক সৃষ্ট হয়। এর ফলে ধর্ম্মচর্চ্চা চুলায় যায়, মাত্র পরচর্চ্চাই সার হয়।

পর-চর্চ্চা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—চৈতন্য-ভগবতে একটী পয়ার আছে—

"মদ্যপের নিষ্কৃতি আছয়ে কোন কালে।
পর-চর্চ্চকের গতি কভু নাহি ভালে।"—

অর্থাৎ যত দোষ বা ত্রুটীই তোমার চরিত্রকে আক্রমণ ক'রে থাকুক, সব-কিছুরই পরাভব আশা করা যায়, কিন্তু পরের কথায় যে নিজেকে জড়ায়, পরের দোষ খোঁজাকে যে নিজের স্বভাবে পরিণত করে, তার আর কোনো উপায় নেই। আধ্যাত্মিক কুশল যারা চায়, পরনিন্দা তাদের ছাড়্তেই হবে, ছাড়্তেই হবে। যতবার মন পরের দোষের দিকে তাকায়, ততবার মন ভগবানের কাছ থেকে দূরে সরে যায়। বিনা ক্লেশে নরকে যেতে হ'লে পর-নিন্দা বা পর-চর্চ্চার মতন তৈরী পথ আর দ্বিতীয় নেই।

পরনিন্দা হইতে উদ্ধারের উপায়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু পরচর্চ্চার কদর্য্য স্বভাব

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

থেকে উদ্ধারেরও পথ আছে। সেই পথ হচ্ছে অবিরাম সর্ব্ববস্তুতে, সর্ব্ব-ব্যক্তিতে, সর্ব্বঘটনায় ঈশ্বরাবস্থিতি চিন্তা করা, ঈশ্বরাভিপ্রায় লক্ষ্য করা। "যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে",—এই অবস্থা যাঁদের হয়, পরচর্চ্চায় তাঁদের অবসরও থাকে না, ক্ষমতাও থাকে না। এই বহুগামিনী অসতী রুচি তাদের নষ্ট হ'য়ে যায়। স্বভাবই তাদের বদ্‌লে যায়, মানে, ভিতরের প্রকৃত স্বভাব তখন বাইরে ফুটে ওঠে, সকল নারকীয় বিলাস লুপ্ত হ'য়ে দিব্য উল্লাসের আবির্ভাব হয়।

অসতী রুচি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমি পর-চর্চ্চার রুচিকে অসতী রুচি বলেছি। অসতী কেন বলেছি? সতীর ধর্ম্ম পতিতে নিত্যা রতি, পতিতে নিত্য অনুরাগ। অসতীর ধর্ম্ম বহুজনে রতি বা অনুরাগ। পর-চর্চ্চী ব্যক্তি শুধু একজনের চর্চ্চা নিয়ে থাকে না, থাক্‌তে পারে না, আজ একজন, কাল আর একজন, পরশ্ব অপর একজন তার অভিনিবেশের বিষয়ীভূত হয়। লম্পট রমণী যেমন একটী পরপুরুষকে নিয়েই তৃপ্ত হয় না, বানরীর মত লম্ফের পর লম্ফে শাখার পর শাখা আশ্রয় করে, পরচর্চ্চার রুচিও তদ্বৎ। নিন্দিত-চরিত্রের পর নিন্দিত-চরিত্র সে খুঁজে বেড়ায়। মলপ্রিয়া শূকরীর ন্যায় সে এক

বাড়ীর পাইখানার পরে আর এক বাড়ীর পাইখানা অন্বেষণ করে। এই জন্যই আমি এই রুচিকে অসতী রুচি বলেছি।

সতী রুচি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভগবানে মনকে নিয়ত লাগিয়ে রাখ্‌বার যে রুচি, সেই রুচিই সতী রুচি। সতী নারী সংসারের হাজার লোকের সেবা করে, কিন্তু মন প'ড়ে থাকে তার পরমদেবতা পতিতে। এমন কি গৃহস্থের নিত্য প্রয়োজনীয় নানা কর্ম্মব্যপদেশে তাকে বহু নিঃসম্পর্কিত ব্যক্তির নিকটও অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে কত সময়ে মিশতে হ'তে পারে, কিন্তু নিজেকে সে সম্যক্ সমর্পণ ক'রে রাখে একমাত্র পতিতে। পতির প্রতি সর্ব্বদা অন্তরের সুতীব্র আকর্ষণ এবং সুগভীরা নিষ্ঠার ফলে তার মন জগতের সহস্র চাঞ্চল্য-বর্দ্ধক পরিস্থিতির মাঝেও বারংবার পতিতেই ফিরে আসে এবং পতিতেই সে জীবনের পরম প্রাপ্তি ও চরম সার্থকতাকে অন্বেষণ করে। বাইরের প্রলোভনে সে টলে না। ভগবানের প্রতি এইরূপ যে রুচি, সেইটাই হচ্ছে সতী রুচি। সতী-রুচি যার আছে, তার অন্তরের পরিপূর্ণতাকে জগতে কেউ কখনো আটক ক'রে রাখ্‌তে পারে না।

মাগুরা (যশোহর)
৯ই কার্ত্তিক, ১৩৪১

স্থানীয় হাইস্কুলের কতিপয় ছাত্র এবং স্থানীয় বারের

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

কয়েকজন নবীন ও প্রবীণ উকিল শ্রীশ্রীবাবামণির দর্শনে আসিয়াছেন।

বাক্-সংযম

একজনের জিজ্ঞাসার উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যতটা পার, বাক্-সংযম কর্ব্বে। তাতে বাক্যের ভিতরে শক্তির সঞ্চার হয়। কেউ কোনও বিষয়ে অনুরোধ কর্লে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিশ্রুতি দেবে না, কিন্তু প্রতিশ্রুতি দেওয়ার যোগ্য অনুরোধ বিনা প্রতিশ্রুতিতেই পালন কত্তে চেষ্টা কর্ব্বে। বাক্‌সংযমের এক মস্তবড় শত্রু হ'ল পরের দোষ উদ্‌ঘাটনের রুচি। পরনিন্দক কখনো মিতবাক্ হয় না। যেখানে স্বার্থ নিয়ে মারামারি আর কাটাকাটির সম্ভাবনা, সেখানে ক্রোধ-রিপু নিতান্ত গো-বেচারীকেও বহু ভাষণে বাধ্য করে। সুতরাং স্বার্থের মারপ্যাঁচ হ'তে যতটা পার, দূরে থাক্‌বে। কিন্তু কতক কতক নিজের স্বার্থ না দেখ্‌লেও জগতে মানুষ দিন চালাতে পারে না। সুতরাং সব সময়ে চেষ্টা রাখ্‌বে, যাতে অত্যধিক স্বার্থপরায়ণ লোকের সঙ্গে বেশী মেলামেশার বা ঘনিষ্ঠতার প্রয়োজন না পড়ে। নিজে যতটা পার, নিঃস্বার্থ হবে, কিন্তু তার জন্য অগ্র-পশ্চাদ্-বিবেচনা বর্জ্জন কর্‌বে না। কেননা, নিজের ভবিষ্যৎকে বিপন্ন ক'রে যে চলে, তাকে আবার অনুতাপে অনেক বাক্যব্যয় কত্তে হয়। সর্ব্বদা ভগবান্‌কে লক্ষ্যস্বরূপে রেখে চল্‌লে বাক্যের প্রয়োজন কমে যায়।

ফলাফলের দিকে তাকাইয়া কাজ

অপর একজনের জিজ্ঞাসার উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যতক্ষণ আমিত্বের বোধ আছে, ততক্ষণ প্রত্যেকটী কার্য্য করা উচিত ফলাফলের দিকে তাকিয়ে। অর্থাৎ সৎকাজ কচ্ছ ত'? বেশ। কিন্তু তোমাকে বিবেচনা ক'রে দেখ্‌তে হবে যে, কি ভাবে একাজটী কর্লে এর চেয়ে আরো বেশী সুফল হ'তে পারে, দুজনের জায়গায় আরো দশ জনের উপকার হ'তে পারে। সৎকাজ শুধু কর্লেই হ'ল না, শ্রেষ্ঠতর ভাবে এর বৃহত্তর সুফলের দিকে তাকিয়ে কত্তে হবে। অনেক দাতাকে দেখা যায়, দুহাতে টাকা বিলিয়ে দেন, কিন্তু তাতে নিজের চিত্ত শুদ্ধ হ'ল কতখানি, তার দিকেও দৃষ্টি নেই, অথবা যারা টাকা নিল, তাদের সত্যিকার উপকার কতখানি হ'ল, তার দিকেও দৃষ্টি নেই। ঈশ্বরে সম্যক্ সমর্পিত চিত্ত ব্যক্তির এসব হিসাব-নিকাশের বালাই নেই, কিন্তু যতক্ষণ অহং-এর পুঁজি আছে, ততক্ষণ তার জমাখরচ রাখ্‌তেই হবে।

তৎপরতা ও ত্বরিত গতি

অপর একজনের জিজ্ঞাস্যের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

বলিলেন,—তৎপরতা আর ত্বরিত গতি, এই দুটী হ'ল কর্ম্মের প্রাণ। যে কাজ ধরেছি, তাকে ছাড়্ব না, তাতেই লেগে থাক্‌ব, সেই কাজে লেগে থাকার যা' বিঘ্ন সৃষ্টি করে, এমন কাজ, এমন সঙ্গ, এমন আবেষ্টন বর্জ্জন কর্ব্ব, এর নাম তৎপরতা। আর, যে গতিতে চিরকাল কাজ ক'রে থাকি, কিম্বা যে গতিতে অন্যান্যেরা কাজ সমাধা করে, তার চেয়ে দ্রুত গতিতে কাজ কর্ব্ব অথচ কাজের উৎকর্ষ কোনো প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না,—এই গুণটীও জীবনে উন্নতি লাভের পক্ষে একান্ত আবশ্যকীয়। শুধু লৌকিক বা পার্থিব কাজেই নয়, আধ্যাত্মিক কাজেও এই দুইটী গুণের অনুশীলন প্রয়োজন। অনুক্ষণ মনকে ইষ্টের সাথে লগ্ন ক'রে রাখ্‌ব, নিমেষের তরেও তাঁকে ভুল্‌ব না, এইটীর প্রয়োজন সর্ব্বাগ্রে। আর অপরে যদি দুঘণ্টা জপ ক'রে মনঃস্থির ক'রে থাকে, আমি কর্ব্ব দশ মিনিটে, অপরে যদি এক-জীবন তপস্যায় ভগবানকে পেয়ে থাকে, আমি পাব দশ বছরে,—এই রকম জিদ্‌ এবং দৃঢ়তা নিয়েও চলা প্রয়োজন। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সাধন করা বড় ভাল। অপরে যদি ভক্ত হ'য়ে থাকেন, আমি অবিরাম নাম-নিষ্ঠার গুণে ভক্তরাজ হব,—এরূপ আকাঙ্ক্ষা সব সময়ে অন্তরে পোষণ কর্ব্বে, অবশ্য বাইরে মান পাবার চেষ্টা কখনো ক'রো না। মান-মর্য্যাদার বা সম্ভ্রম-প্রতিপত্তির লোভ এলেই ভক্তের সাধনায় ঘুণ প্রবেশ কর্ম্ম জানবে।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

সম্পদ এবং বিপদে কর্ত্তব্য

অপর একজনের কথার উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বিপদে হয় বন্ধুর পরীক্ষা, সম্পদে হয় চরিত্রের পরীক্ষা। বিপদে যে যাকে পরিত্যাগ করে না, সেই তার প্রকৃত বন্ধু। সম্পদে যে ভারকেন্দ্র হারায় না, সেই হ'ল চরিত্রবান্। তোমরা চরিত্রবান্ হ'তে চেষ্টা ক'রো এবং সম্পদে বিপদে সমভাবে বন্ধু-বৎসল থেকো। সম্পদে হবে নিরহঙ্কার, বিপদে হবে নির্ভীক, সম্পদে হবে হিসাবী, বিপদে হবে বেপরোয়া।

বিশ্বাসঘাতকতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—চরিত্রের স্তম্ভ হচ্ছে বিশ্বস্ততা। তোমার সততায়, তোমার সরলতায়, তোমার সহায়তায় বিশ্বাস ক'রে যদি কেউ তোমার উপরে নির্ভর করে, প্রাণ গেলেও তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা কর্ব্বে না। যে তোমার কাছ থেকে অনিষ্ট আশঙ্কা করে না, তার যদি অনিষ্ট তোমার দ্বারা হয়, তবে জানবে, তুমি হিংস্র পশুর চাইতে অধম স্তরে গিয়ে পৌঁছেছ। ইংরাজীতে ব্রুন্ত (গুপ্তচর) কথার চেয়ে বড় গাল নেই, বাংলায় বিশ্বাসঘাতক কথার চেয়েও বড় গাল নেই। কেননা, অপরের প্রাণ-ঢালা বিশ্বাসের উপরে যে আঘাত কত্তে পারে, সে প্রকাশ্য আততায়ীর চাইতেও হাজার গুণে ভয়ঙ্কর।

কৃতজ্ঞতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—চরিত্রের শিরোভূষণ হচ্ছে কৃতজ্ঞতা। জগতে যদি কেউ তোমাকে একটী আলপিন দিয়েও সাহায্য ক'রে থাকেন, তবে তাঁর প্রতি অন্তরের কৃতজ্ঞতা-বোধকে কখনো নষ্ট হ'তে দিও না। পশু-পক্ষীর মধ্যেও অনেক সময়ে অত্যাশ্চর্য্য কৃতজ্ঞতা দেখ্‌তে পাওয়া যায়। আর মানুষ হ'য়ে জন্মে যদি তুমি অকৃতজ্ঞ হও, তবে ধিক্ তোমার জন্মে, আর ধিক্ তোমার জীবনে। একটী অক্ষর যিনি শিখিয়েছেন, তাঁর প্রতিও কৃতজ্ঞ থাক। বিপদের সময়ে দুঃখের সময়ে, ভয়ের সময়ে, অথবা অবসাদের কালে একটী অঙ্গুলী তুলেও যিনি তোমাকে উৎসাহ ও উদ্যম দেবার চেষ্টা করেছেন, তাঁর কৃতজ্ঞতার ঋণ কখনো ভুল্‌বে না। অবশ্য, একজন কেউ তোমাকে কোনও সময়ে উপকৃত করেছেন ব'লে জীবন ভ'রেই যদি তার প্রতিদান চান এবং তা' যদি মাত্রা ছাড়িয়ে যায়, তবে কি কর্ব্বে? এটা অবশ্য একটা সমস্যা। মাতা, পিতা, গুরু,—এঁদের কাছে মানুষের ঋণ এত বেশী যে, সমস্ত জীবন ধ'রে তাঁদের সেবা কর্ল্লেও সেই ঋণের পরিশোধ হয় না। তবু যদি তাঁরা কেবলি দাবী কত্তে থাকেন, তাহ'লে পুত্র কন্যা বা শিষ্য-শিষ্যার পক্ষে সেই দাবী পূরণ অসম্ভব হ'তে পারে। এই ক্ষেত্রে কারো কোনো দাবী পূরণে তুমি অক্ষম হ'লে সে দাবী পূরণ কর্ব্বে

না, তাতে ত' কোনো দোষ নেই, কিন্তু মনের সুবিনীত ভাবটীকে নষ্ট হ'তে দিও না। যিনি যা' চান, তাঁকে তা' দিতে পাচ্ছি না ব'লেই যে তাঁর প্রতি মনের ভাব বিরূপ ক'রে রাখ্‌ব এ অধিকার আমার নেই। অবস্থার ফেরে অনেক উপকারকের উপকার তুমি প্রকাশ্যে স্বীকার কত্তে পার না, কিন্তু অন্তরে যেন অকৃতজ্ঞতা না আসে। জীবনের জটিল এক এক পরিস্থিতিতে প'ড়ে মানুষ কখন কিরূপ যে পর্য্যুদস্ত হবে, কেউ বল্‌তে পারে না। তেমন সঙ্কট সময়ে উপকারীর প্রতি অন্তরের ঋণ-স্বীকার-বোধকে জাগিয়ে তোমাকে রাখ্‌তেই হবে। নইলে তুমি ধর্ম্মচ্যুত হবে।

চাকুরী বনাম কৃতজ্ঞতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অনেক সময়ে কৃতজ্ঞতা-বোধের সঙ্গে কর্ত্তব্য-বোধের লড়াই হয়। সেই সময়ে মানুষ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে পড়ে। মনে কর, তুমি একজন পুলিশের দারোগা। তুমি সরকারের নুন খাও, অতএব বিভাগীয় কর্ত্তব্য হিসাবে যার নামেই ওয়ারেণ্ট থাক্‌বে, তাকে তুমি গ্রেফ্‌তার কত্তে বাধ্য। অথচ এমন এক লোককে গ্রেফ্‌তারের আদেশ তোমার উপরে এসেছে, যিনি তোমার প্রাণ রক্ষা করেছিলেন। তুমি কি কর্ব্বে? আসামীকে ছেড়ে দিবে? ছেড়ে দিলে সরকারের প্রতি তোমার বিশ্বাসঘাতকতা হয়। ধ'রে নিয়ে

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

যাবে? তাতে কিন্তু উপকারীর প্রতি অকৃজ্ঞতা-রূপ পরম অধর্ম্ম হবে। ফরাসী মনীষী ভিক্টর হিয়োগো এইরূপ একটী চরিত্র তাঁর এক বিশ্ব-বিখ্যাত আখ্যান-গ্রন্থে লিখেছেন। নিজ কর্ত্তব্য স্থির না কত্তে পেরে ইন্‌স্‌পেক্টার জেভার্ট সীন নদীর জলে ডুবে আত্মহত্যা কর্লেন। কেননা, জীবিত থাক্‌লেই তার কৃতজ্ঞতা-ধর্ম্মের প্রয়োজন, ম'রে গেলে আর ধর্ম্মাধর্ম্মের বালাই নেই। কিন্তু এতেও সমস্যার ঠিক্ ঠিক্ সমাধান হয় নি। কেননা, জীন-ভল্‌জীন্‌কে তিনি যে ছেড়ে দিলেন, সে কার্য্যটী ত' জীবৎ-কালেই অনুষ্ঠিত হ'ল। ছেড়ে না দিয়েও উপায় ছিল না। জীন্-ভল্‌জীন যখন জেভার্টের প্রাণরক্ষা করেন, তখন জেভার্ট স্পষ্ট বলেছিলেন,—'মনে ক'রো না, এজন্য আমি তোমাকে ছেড়ে দিব।' কিন্তু কার্য্যকালে ছেড়েই দিতে হ'ল। কেননা, যে মানুষ সৎ, যে মানুষ চরিত্রবান্, যে মানুষ অকপট, তার পক্ষে কৃতজ্ঞতার দাবী উপেক্ষা করা অসম্ভব। ইন্‌স্‌পেক্টার জেভার্টের জীবনে প্রমাণিত হ'ল যে, চাকুরীর চাইতে কৃতজ্ঞতা বড়।

সতীত্ব বনাম কৃতজ্ঞতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু একজন একটী মেয়ের প্রাণ রক্ষা করেছে ব'লে তার প্রতি কৃতজ্ঞতাবশতঃ সেই মেয়েটী নিজ সতীত্ব দিতে পারে না। একটী রূপবতী

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

ধনশালিনী পরস্ত্রী অর্থ দিয়ে তোমার পিতৃপুরুষের ভিটা ঋণের দায় থেকে রক্ষা ক'রে দিয়েছে ব'লে, কিম্বা খুনের মামলায় উপযুক্ত তদ্বির না হ'লে যে স্থলে তোমার নিশ্চিত ফাঁসী হ'ত, সেইখানে তোমাকে মামলা চালিয়ে রক্ষা করেছে ব'লে, তার মনস্তুষ্টির জন্য কৃতজ্ঞতার অনুরোধেও তুমি নিজেকে তার ইন্দ্রিয় পরিতর্পণের উপকরণে পরিণত হ'তে দিতে পার না। অকৃতজ্ঞতা যত বড় পাপ, অসতীত্ব বা পরস্ত্রীগমন তার চাইতে অনেক বড় পাপ, এই দিকে তোমার খেয়াল রাখ্‌তে হবে। চাকুরীর কর্ত্তব্য আর চরিত্রের কর্ত্তব্য, এই দুই কর্ত্তব্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ।

কৃতজ্ঞতা-সঙ্কট ও আত্মহত্যা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তবে, পরের চাক্‌রী নিয়ে যে মনিবের স্বার্থের অবহেলা করে, খাঁটি কথা বল্‌তে গেলে, সেও এক প্রকারের চরিত্র-ভ্রষ্ট ব্যক্তি। সুতরাং যেখানে কর্ত্তব্য-সঙ্কট উপস্থিত হবে, সেখানে কোন্ কর্ত্তব্যের পালনে চরিত্রের বেশী ক্ষতি হয়, তাই আগে দেখ্‌বে। ইন্‌স্‌পেক্টার জেভার্টের মত আত্মহত্যা ক'রে সমস্যার সমাধান হয় না, সমস্যাকে ধামাচাপা দেওয়া হয় মাত্র। আমি যদি "লা-মিজারেব্‌ল" গ্রন্থের লেখক হতাম, তা হ'লেও জীবনের ট্রাজেডির দিকে তাকিয়ে হয়ত জেভার্টকে মৃত্যুর পথেই পাঠিয়ে দিতাম, কিন্তু

সে মৃত্যু আত্মহত্যার মৃত্যু নয়। জেভার্ট জীন-ভলজীন্‌কে ছেড়ে দিলেন, থানায় গিয়ে আত্ম-সমর্পণ ক'রে স্পষ্ট ভাষায় জেভার্ট বল্লেন যে, এই আসামী তাঁর জীবন রক্ষা করেছিলেন ব'লে, কৃতজ্ঞতার দুর্ব্বলতায় তিনি তাঁকে শুধু এই একবারই ছেড়ে দিলেন, তা নয়, পরন্তু আমরণ যত বার এই নাম-করা আসামীর সাথে দেখা হবে, ততবারই তাঁকে তিনি ছেড়ে ছেড়েই দিবেন,—এখন পুলিশের কর্ত্তারা, সরকারী মনিবেরা জেভার্টকে নিয়ে যা কত্তে হয়, করুন, আপত্তি নেই। জীন্-ভল্‌জীন রাজদ্রোহীদের দলের মাঝে দাঁড়িয়ে জেভার্টকে রক্ষা করেছিলেন, সুতরাং পুলিশের কর্ত্তারা চির-কর্ত্তব্য-পরায়ণ জেভার্টকে আজ রাজদ্রোহীদের দলভুক্ত ব'লে জ্ঞান ক'রে সামরিক আদালতে বিচার বসিয়ে মৃত্যুদণ্ড দিলেন, আর বিচার-প্রহসনের মাঝে কোনো অংশ গ্রহণ না ক'রে নির্ব্বাক্ দ্রষ্টা জেভার্ট তাঁর কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধের জন্য গিলোটিনের মঞ্চে নির্ভয়ে অম্লান মুখে স্ফীত বক্ষে দাঁড়ালেন, দেখ্‌তে না দেখ্‌তে তাঁর ছিন্ন মুণ্ড ছিট্‌কে এসে জনতার মাঝে পড়্‌ল, জনতা বিস্মিত নয়নে তাকিয়ে দেখ্‌ল যে, জেভার্টের নয়নে অশ্রু নেই, ভীতি নেই, আছে শুধু কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধের পবিত্র দীপ্তি, স্নিগ্ধ হাসি। আমি যদি মহাকবি ভিক্টর হিয়োগো হ'তাম, তবে 'লা-মিজারেব্‌ল,' এভাবে লিখ্‌তাম।

চিরদিন যাবে না রে

অপরাহ্ণে হাইস্কুলের ছাত্রদের এবং হেড-মাষ্টার মহাশয়কে নিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি নদীতে নৌকা লইয়া বাহির হইলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি হাল ধরিলেন, ছেলেরা দাঁড় টানিতে লাগিল। শ্রীশ্রীবাবামণি মৃদুকণ্ঠে একটী সঙ্গীত গাহিতে লাগিলেন,—

চির দিন যাবে নারে
হাসিয়া খেলিয়া,
ওই যে জীবন-রবি
পড়িল হেলিয়া।
ফুরায়ে আসিল বেলা,
এখনো কি অবহেলা?
এখনো খুঁজিছ কাচ
রতন ফেলিয়া?
বাহিরের ঝিকমিকি
ফুরাতে নাহিক বাকী,
ক'দিন রহিবে আঁখি-
যুগল মেলিয়া?

এ আঁখি মুদিতে হবে
সব খেলা ফুরাইবে,

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

সে দিন চলিবে পথ
কি পাথেয় নিয়া?

এখনো সময় আছে,
লাগালে লাগিবে কাজে,
জাগ রে অলস মন
শ্রীহরি বলিয়া।

মাত রে নামের রঙ্গে
অকপট ভক্ত-সঙ্গে,
জীবন সার্থক কর
আত্ম-সমর্পিয়া।

মাটীর খাঁচা এই দেহটা

শ্রীশ্রীবাবামণি গাহিয়া চলিলেন,—

মাটীর খাঁচা এই দেহটা
ভাঙ্গতে লাগে কতক্ষণ?
তারে আপন ব'লে ভাবা,
সে যে বড়ই জ্বালাতন।।
পদ্ম-পাতায় জলের কণা
ঝরবে কখন না যায় গণা

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

তেমনি রে তোর জড়-দেহ
মরণ-মুখী অনুক্ষণ।।
মেঘের কোণে তড়িৎ-লেখা
দেখ্‌তে যেমন হয় অদেখা,
তৈল-বিহীন দীপের মত
নিমেষ-মাঝে যায় জীবন।।
বাঁশে যেমন আছে রে ঘুণ,
দেহেতে তার সহস্র গুণ;
ছয়রিপু ইঁদুরের মত
মূলাধার করে দংশন।।
ব্যাঘ্র যেমন মৃগের পানে
ধেয়ে আসে লুব্ধ প্রাণে,
তোর এই নশ্বর দেহের লোভে
ঐ যে রে এল শমন।।
তাই ব'লে তুই ভাবিস্ না ভাই,
দেহের কোনও যোগ্যতা নাই;
অনিত্য তোর নিত্য হবে
তাঁর চরণে রাখ্‌লে মন,
মৃন্ময়ে চিন্ময় জাগিবে,
ঘুচবে রে ভব-বন্ধন।।
প্রাণ ভ'রে তুই গা তাঁরি নাম,

এই দেহে তুই দেখ্‌বি শ্রীধাম,
চিন্‌বি তখন সঠিক ভাবে
কোন্ জনা তোর আপন জন।।

মাগুরা (যশোহর)
১০ই কার্ত্তিক, ১৩৪১

খুলনা জেলার একটী যুবক এ স্থলে ব্যবসায় করে। সে তাহার জীবনের একটী গুরুতর ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধান চাহিল। বিষয়টী নিম্নরূপ।

পূর্ব্বরাগের সমস্যা

এই যুবকের সহিত অপর একটী যুবতীর বিবাহের প্রস্তাব প্রায় বৎসরাবধি কাল ধরিয়া চলিতে থাকে। কিন্তু সেই সময়টাতে ভাবী বর ও ভাবী বধূর পরস্পর দেখা শুনা ও মেলামেশা বন্ধ রাখিবার কোনও ব্যবস্থা অভিভাবকেরা করেন নাই। কোনও প্রকার অনৈতিক ঘনিষ্ঠতা উভয়ের মধ্যে স্থাপিত না হইলেও উভয়ের মনের ভিতরে পতি-ভাব এবং পত্নী-ভাব ক্রমশঃ তাহাদের কতকটা অজ্ঞাতসারেই প্রোথিতমূল হইয়া পড়ে। কিন্তু কার্য্যকালে উভয় পক্ষের অভিভাবকদের মধ্যে অর্থনৈতিক মন-কষাকষি হেতু এই ক্ষেত্রে বিবাহ আর অনুষ্ঠিত হয় না। অভিভাবকদের চাপে দুই জনের বিবাহই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে হয়। কিন্তু পূর্ব্বরাগের প্রাবল্য হেতু এই দুই

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

জনের এক জনেও অপরকে ভুলিতে পারিতেছে না। এবং ইহার ফলে নানা মানসিক বিপর্য্যয় চলিতেছে। যুবক জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ইহার প্রতীকার কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এক্ষেত্রে বাহ্য কর্ত্তব্য হচ্ছে, দীর্ঘকাল দূরাবস্থান। যে সব স্থলে আগে থেকেই সামাজিক কুটুম্বিতা রয়েছে, সেই সব স্থলে বিবাহের প্রস্তাব একবার হ'য়ে পরে যদি বিয়ে না হয়, তাহ'লে পরবর্ত্তী দেখাশুনার সময়ে বিয়ের প্রস্তাবের কথা মনে পড়েই পড়ে। সুতরাং দীর্ঘকাল দূরাবস্থানের দ্বারা দেখাশুনার সম্ভাবনাকে যত পার, হ্রাস ক'রে নাও। আর, সে যখন পরস্ত্রী এবং তুমি যখন পরের স্বামী, তখন তোমাদের মধ্যে চিঠিপত্রের আদান-প্রদানকেও নির্ম্মম ভাবে রুদ্ধ ক'রে দিতে হবে, এমন কি সে সব চিঠিপত্র যদি নিতান্ত নির্দ্দোষ স্তরেরও হয়। কিন্তু মানসিক কর্ত্তব্য হচ্ছে তার চেয়ে অনেক বেশী। যাকে দীর্ঘকাল ভাবী পত্নী ব'লে চিন্তা ক'রে এসেছ, তাকে হঠাৎ ক'রে ভগিনী ব'লে জ্ঞান করা সহজ কথা নয়। কিন্তু মানসিক কসরতের দ্বারা তাই কত্তে হবে। যাকে কোনো মেয়ে নিজের ভাবী স্বামী ব'লে অনেকদিন ধ'রে ভেবেছে, তার পক্ষে তাকে হঠাৎ ভ্রাতা জ্ঞান করা আরো কঠিন। কেননা, নারীর প্রতি পুরুষের পত্নীভাবটা কতকটা প্রভুতা-বোধের সামিল, আর পুরুষের প্রতি নারীর পতিভাবটা হচ্ছে কতকটা আত্ম-সমর্পণ-

বোধের সামিল। ভোক্তার পক্ষে ভোগ্যাকে ভোলা যত কঠিন, ভোগ্যের পক্ষে ভোক্তাকে ভোলা তার চাইতে বেশী কঠিন। কেননা, স্বামীর মন স্বভাবত থাকে আত্মসুখপরায়ণ, পত্নীর মন স্বভাবত থাকে পতিসুখপরায়ণ। কিন্তু মানসিক কসরতের দ্বারা সেই অসুবিধাকেও পরাভূত কত্তে হবে। তার উপায় হচ্ছে, অবিরাম ভগবানকে নিখিল জগতের পিতা ব'লে ধ্যান করা, আর জগতের যত নারী, যত নর, সকলকে সুস্পষ্টরূপে তাঁরই কন্যা এবং পুত্ররূপে ভাব্‌তে থাকা। অনুক্ষণ এরূপ ভাব্‌তে ভাব্‌তে পূর্ব্বরাগের মোহ ক্ষয়িত হ'য়ে যায়, এবং চিত্ত নিষ্কলুষ হয়।

নিজ পত্নীতে প্রেমার্পণ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোমরা দু'জনেই যখন বিবাহিত, তখন নিজ নিজ পত্নীতে আর স্বামীতে অনুরাগ-বৃদ্ধির চেষ্টা দ্বারাও তোমাদের পূর্ব্বরাগ আংশিক ক্ষয়িত হবে। যেটুকু ভালবাসার ক্ষমতা তোমার আছে, সেইটুকুকে একটা নির্দ্দিষ্ট জায়গাতে অর্পণ করার চেষ্টা কর্ল্লে দেখ্‌বে, অন্য স্থানের ভালবাসা আপনি শিথিল হ'য়ে আস্‌ছে। একথা যখন স্পষ্ট বুঝ্‌তে পাচ্ছ যে, যাকে বধূ ভেবে উন্মত্ত হয়েছিলে, সমাজের ক্ষতি এবং ধর্ম্মের হানি না ক'রে তাকে বধূ-রূপে পাওয়ার চিন্তা করাও তোমার এক্ষণে দোষ, তখন যাকে

বধূ-রূপে পেয়েছ, তার ভিতরে নিজের সমস্ত মনটা অর্পণ করার চেষ্টাই তোমার পক্ষে লাভজনক হবে। বল্‌তে পার, প্রেম জিনিষটা কেউ কাউকে জোর ক'রে দিতে পারে না। একথা সত্য, কিন্তু সকল প্রেমের যিনি পরম আধার, তিনি তোমারি প্রেমের পিপাসু হয়ে তোমার পত্নীর ভিতরে যেন অবস্থান কচ্ছেন, মনে মনে এইরূপ কল্পনা ক'রে অনুশীলনের দ্বারা সেই কল্পনাকে প্রগাঢ় থেকে প্রগাঢ়তর কর। অন্য বিষয়ে যেমনই হোক্, প্রেমের বিষয়ে অনুকূল ভাবের স্নেহচ্ছায়া ও জল-সিঞ্চন অবিরাম পেলে কল্পনাই বাস্তবের রূপ ধারণ করে।

১২ই কার্ত্তিক, ১৩৪১

গত রাত্রিতে তিনটার সময়ে শ্রীশ্রীবাবামণি মাগুরা হইতে ষ্টীমারে উঠিয়াছেন, অদ্য সন্ধ্যার কাছাকাছি সময়ে খুলনা পৌঁছিবেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই বরিশালগামী ষ্টীমারে উঠিবেন।

জীবের স্বরূপ

পথিমধ্যে কোনও এক ষ্টেশান হইতে জনৈক ভদ্রলোক ষ্টীমারে উঠিয়াছেন। তিনি আসিয়া শ্রীশ্রীবাবামণির চরণ বন্দনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—আমাকে চিনতে পাচ্ছেন, বাবা?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বাইরে চিনাচিনির ভিতরে কি

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

আছে বাছা, প্রত্যেক জীবের সঙ্গে প্রত্যেক জীবের নিত্যকালের সখ্য-সম্বন্ধ রয়েছে। সেই সম্বন্ধ কার সম্পর্কে কে অস্বীকার কত্তে পারে?

ভদ্রলোক বলিলেন,—আমি মানভূম জেলায় চাশ থানাতে দারোগা ছিলাম, বহুবার আপনার পুপুন্কী আশ্রমে আমি গিয়েছি।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—ওঃ, তাই। কিন্তু সরকারী ধরা-চূড়া নেই আপনাকে দারোগা ব'লে চিন্‌ব কি ক'রে?

ভদ্রলোক বারংবার শ্রীশ্রীবাবামণির পদধূলি লইতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন,—আমি আপনার দাসানুদাস, আমাকে আপ্‌নি আপ্‌নি ব'লে সম্বোধন কর্ব্বেন না।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বৈষ্ণবদের একটা চমৎকার কথা আছে,—"জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণদাস।" ভগবানের দাসত্বই জীবের প্রকৃত স্বরূপ। এই স্বরূপের কথা যার স্মরণে থাকে, জগতে তার আর কোনো ভয় নেই। পরম অভয় শ্রীভগবান্ তার সকল ভয়, সকল উদ্বেগ, সকল অশান্তি, সকল অপূর্ণতা হরণ করেন।

হরি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তিনি জীবের সকল পাপ,

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

সকল তাপ, সকল দুঃখ, সকল দুর্ব্বলতা হরণ করেন ব'লেই তাঁর এক নাম হরি।

ক্ষমা

দারোগাবাবু বলিলেন,—আমি নিরন্তর আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। কিন্তু খোঁজ পাচ্ছিলাম না। আজ ঘর থেকে বেরুবার সময়ে বারংবার আপনার কথাই আমার মনে পড়েছে। ভগবান্ সত্যই বাঞ্ছা-কল্পতরু। সেদিনকার কথা জীবনে ভুলব না। দুর্ব্বৃত্তেরা আশ্রমের ছ'ছটী সেবকের হাত, পা, মাথা, ফাটিয়ে দিয়ে গেছে, আর আপনি আর আপনার সব চেয়ে বেশী আহত শিষ্যটী বারংবার বলছেন, ওদের ক্ষমা করতে হবে। ভেবেই পাচ্ছি না, এমন অনিষ্টকারীকে আবার ক্ষমা কি ক'রে করা যায়।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—সক্ষমেই ক্ষমা করে, দুর্ব্বলের ক্ষমা অর্থহীন। পরিণামে দেখা গেল, ক্ষমা দুর্ব্বৃত্তদের প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত করে দিয়েছে। কিন্তু আইনের উপরে আমাদের হাত ছিল না, ন্যায়াধীশ আমাদের আবেদনে লঘুদণ্ড দিলেন।

দারোগা বাবু বলিলেন,—দুর্ব্বৃত্তেরা জেলে গেল আর আপনি তাদের চারিটী পরিবারের নারী ও শিশুদের মাসের

পর মাস আহার যোগাবার ব্যবস্থা কর্‌লেন। এ মহত্ত্বের তুলনা কোথায়?

শ্রীশ্রীবাবামণি,—তারা খেটে খেয়েছে। আমি তাদের রোজগারের রাস্তাটুকু মাত্র করে দিয়েছি। এতে আমার আর কৃতিত্ব কি?

কমলীকন্দর (বরিশাল)
১৩ই কার্ত্তিক, ১৩৪১

কমলীকন্দর ক্ষুদ্র একটী গ্রাম। ঝালকাঠি ষ্টীমার ষ্টেশন হইতে কয়েক মাইল নৌকাযোগে আসিতে হইয়াছে। শ্রীশ্রীবাবামণি দাসগুপ্তদের বাড়ীতে উঠিয়াছেন।

গ্রামের যুবকদের ভিতরে একটা অভাবনীয় উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেল। অবশ্য, উদ্দীপনা নামক বস্তুটা বরিশাল জেলারই বুঝি একটা বিশিষ্টতা।

বিকাল বেলা শ্রীশ্রীবাবামণি যুবকদের নিয়া গ্রামের বিভিন্ন অংশে বেড়াইলেন। পথে পথে নানা সৎকথা হইতে লাগিল। গ্রামের অভিভাবকদের মধ্যে একজন দীর্ঘকেশ, দীর্ঘশ্মশ্রু প্রধান ব্যক্তি ছিলেন, তিনি সাধন-মার্গে বেশ উন্নত হইয়াছেন। তিনি শ্রীশ্রীবাবামণির সঙ্গে ছায়ার মত রহিলেন। নানাবিধ সাত্ত্বিক কৌতুকের ভিতর দিয়া আনন্দপূর্ণ ভাবে অপরাহ্ণ অতিবাহিত হইলে সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে শ্রীশ্রীবাবামণি দাসগুপ্ত-ভবনে বসিয়া বসিয়া উপদেশ দিতে লাগিলেন।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

ক্ষুদ্রকে অবজ্ঞা করিও না

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কোন্ ক্ষুদ্র যে কবে কত বৃহৎ হবে, তা' কেউ জানে না, কেউ কল্পনা কত্তে পারে না। তোমরা ক্ষুদ্রকে তুচ্ছ ক'রো না, ছোটকে অবজ্ঞা ক'রো না, পতিতকে ঘৃণা ক'রো না, দুর্ব্বলকে উপেক্ষা ক'রো না। এদের ভিতর দিয়েও যে পরমমহীয়ান্ শ্রীভগবানের অপরিমেয় শক্তির স্ফুরণ ঘট্‌তে পারে, এই বিশাল ও আশ্চর্য্য সম্ভাবনার দিকে তাকিয়ে চ'লো। কোনো ক্ষুদ্রই ক্ষুদ্র নয়, কোনো বৃহৎই বৃহৎ নয়। যে আজ যা' আছে, ভগবানের ইচ্ছায় সে তার কোটিগুণ বড় বা কোটিগুণ ছোট হ'তে পারে।

তাঁর ইচ্ছায় চল

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জীবনকে ভগবন্নিয়ন্ত্রিত কর। নিজেকে কর তাঁর হাতের যন্ত্র। তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তোমার জীবন দিয়ে বীণার ঝঙ্কার তুলুন, তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তোমার জীবন দিয়ে বজ্রের গর্জ্জন তুলুন। তুমি তাঁর ইচ্ছায় চল্‌বার জন্য প্রস্তুত হও, নিজের ইচ্ছাকে তাঁর ইচ্ছার উপরে প্রভুত্ব কত্তে প্ররোচিত ক'রো না। তবে, কোন্‌টী যে তাঁর ইচ্ছা, আর কোন্‌টী যে তোমার ইচ্ছা, তা তুমি বুঝ্‌বে কি ক'রে? নিজের ইচ্ছায় আত্ম-তৃপ্তির লোভ থাকে, তাঁর

ইচ্ছায় তাঁর পরিতৃপ্তির আকাঙ্ক্ষা থাকে। নিজের তৃপ্তির লোভে যখন কাজ কচ্ছ, জান্‌বে তোমার নিজের ইচ্ছাকে প্রবল করা হয়েছে। তাঁর তুষ্টির দিকে তাকিয়ে যখন কাজ কচ্ছ, জান্‌বে তোমার ইচ্ছা তোমার অজ্ঞাতসারে ক্রমশঃ তাঁর ইচ্ছারই অধীন হচ্ছে।

কমলীকন্দর

১৪ই কার্ত্তিক, ১৩৪১

অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি শ্রীযুক্ত রাসবিহারী রায় চৌধুরীর গৃহে অবস্থান করিলেন। ইঁহারা নিষ্ঠাবান্ ও সদাচারী ব্রাহ্মণ। রাসবিহারী দা, তাঁহার স্ত্রী শ্রীযুক্তা ক্ষীরোদা দেবী এবং পুত্র শ্রীযুক্ত সুধীর দীক্ষা গ্রহণ করিলেন।

দীক্ষান্ত উপদেশ

দীক্ষাদানান্তে শ্রীশ্রীবাবামণি উপদেশ দিলেন,—এতদিন ছিলে নামে-মাত্র ব্রাহ্মণ, আজ থেকে ব্রাহ্মণত্বের প্রকৃত পথ পেলে। এই পথে আমৃত্যু নিষ্ঠায় লেগে থাক, সাধন-বলে মর দেহ থাক্‌তে থাক্‌তেই অমৃত আস্বাদন কর, নিজেরা সাধন-সুধায় ম'জে জগৎকে সেই সুধা-রস আস্বাদনের পথে টেনে আন। ছোটকে ছোট ব'লে জ্ঞান ক'রো না, তাকে নিত্যানন্দের আস্বাদন লাভের সুযোগ দাও, কিন্তু আত্মপ্রচার বর্জ্জন কর। নিজের ভিতরে সম্প্রদায়-বুদ্ধি রেখ না, জগতের

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

সকল মতের সকল পথের নরনারীকে নিজের সম্প্রদায়-ভুক্ত ব'লে জ্ঞান কর। গুরুভ্রাতার বা গুরুভগ্নীর সংখ্যা-বৃদ্ধির অযথা চেষ্টা ক'রো না, পরন্তু সাধন-লব্ধ উপলব্ধির পরিমাণ এবং প্রসার বৃদ্ধিতে যত্নবান্ হও। জগৎজোড়া সকল লোক তোমার গুরুভাই গুরুবোন হ'লে যে লাভ, জগতের দুটী বা চারটী লোক প্রকৃত সাধক হ'লে তার চেয়ে তোমার বেশী লাভ। ভগবানকে জীবনের সারথি ব'লে মেনে নাও, তোমার রথের অশ্ব-বল্গা তাঁর হাতে তুলে দাও, তিনি যে ভাবে যখন যেখানে নিয়ে যাবেন, সাহসের সঙ্গে সেখানে তাঁরই নামের ভরসা বুকে বেঁধে নিরহঙ্কার চিত্তে কর্ত্তব্য ক'রে যেতে হবে।

১৫ই কার্ত্তিক, ১৩৪১

গুরু-দর্শন

প্রাতে আট ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবামণি কমলীকন্দর হইতে নৌকাযোগে ঝালকাঠি রওনা হইতেছেন। শ্রীযুক্ত রাসবিহারী রায় চৌধুরী কাঁদিতে লাগিলেন, বারংবার বলিতে লাগিলেন,—গুরো, কবে আবার এই দাসদিগকে দর্শন দিবে?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বাবা, বিহ্বল হ'য়ো না। দীক্ষাযোগে যিনি তোমার কর্ণে প্রবেশ করেছেন, তিনিই আনন্দ-স্বরূপ গুরু। তিনি কাণের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করেছেন। তিনি একটী নিমেষের জন্যও আর তোমাকে

পরিত্যাগ কর্ব্বেন না। গুরুদর্শনে তোমার নিত্য অধিকার, এ অধিকার তোমার কে কেড়ে নিতে পারে? যখনি প্রাণ গুরুদর্শনের জন্য ব্যাকুল হবে, প্রাণ ভরে কেবল নাম কর্ব্বে। নাম কত্তে কত্তে গুরুদর্শন হবে। আমার এই অনিত্য দেহ থাক্‌বে না, কিন্তু আমি থাক্‌ব। আমি থাক্‌ব আমার নিত্য-স্বরূপে। একদিন আমার এই অনিত্য দেহ ছিল না, কিন্তু আমি ছিলাম। আমি ছিলাম আমার নিত্য-স্বরূপে। সেই নিত্য স্বরূপকে যদি দেখ্‌তে চাও, তবে নামকে প্রাণের প্রাণ ব'লে গ্রহণ কর।

অর্থ-নৈতিক আত্ম-জিজ্ঞাসার প্রয়োজন

নৌকাযোগে ঝালকাঠি পৌছিতে পৌছিতে দুপুর হইল। অতি কষ্টে তাড়াহড়া করিয়া বরিশালগামী ষ্টীমার ধরা হইল। কিন্তু ষ্টীমার যখন বরিশাল পৌছিল, তখন বরিশাল-ঘাটের এক শুল্ক-কর্ম্মচারী মাল-পত্র ওজন করা লইয়া গোলমাল বাঁধাইলেন। কিন্তু ওজন করিয়া দেখা গেল যে, সঙ্গে ঠিক্ ততটাই মাল পত্র আছে, যতটা বৈধভাবে বিনা মাশুলে নেওয়া চলে।

মালপত্রসহ ষ্টীমার বদল করিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি চাঁদপুর-গামী ষ্টীমারে আসিয়া বিছানা পাতিয়া বসিলেন। অন্য কাজ

কিছু না থাকায় এবং বহু চিঠিপত্র জমিয়া যাওয়ায় পত্রের উত্তর লিখিতে বসিলেন।

কিছুকাল পরে ষ্টীমার-ঘাটের সেই শুল্ক-কর্ম্মচারীর পুনরায় আবির্ভাব হইল। তিনি বলিতে লাগিলেন যে, পূর্ব্ববঙ্গের একজন বহুখ্যাত ব্যক্তি যিনি ভারত-সরকারের একটী মস্ত বড় চাকুরী করিতেন, তাঁর তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র কিন্তু অভাবে পড়িয়াছেন বিধায় কিছু উপরি না পাইলে সংসার চলে না, অতএব তাহাকে কিছু দিতেই হইবে।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—বেশ ত'! এভাবে চেয়ে নিলে কোনো দোষ নেই।

শ্রীশ্রীবাবামণি তাহাকে কিছু দক্ষিণা দিয়া বিদায় করিবার পরে সঙ্গীয় ব্রহ্মচারীর নিকট বলিলেন,—দেখ, অভাবের তাড়না কত অধিক হ'লে লোকে চুরী করে, ঘুষ নেয়, আইন-রচয়িতারা তা কখনো চিন্তা করেন নাই। আবার নৈতিক অবনতি কোন্ স্তরে নামলে যে মানুষ চুরি করে, ঘুষ খায়, তাও আমরা ভেবে দেখিনি। মানুষের উপরি পাওনার রুচি যাতে না আস্‌তে পারে, এমন অবস্থার সৃষ্টির জন্য দেশব্যাপী একটা বিপ্লবের প্রয়োজন। ষ্টীমার-কোম্পানী প্রচুর অর্থ অর্জ্জন করে কিন্তু কর্ম্মচারীদের পেট চলার মত মাইনে দেয় না। সুতরাং এই দুর্নীতির জন্য এই কোম্পানীও দায়ী, বল্‌তে হবে। মানুষ যে চুরী করে, ভিক্ষা চায়, তার ভিতরে

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

আমাদের সকলের ভিন্ন ভিন্ন রূপ দায়িত্ব রয়েছে। একটা হিসাব-নিকাশ হওয়া দরকার যে, সমাজের বিভিন্ন অংশে অবস্থিত আমাদের মধ্যেকার কোন্ কার্যটা কোন্ চিন্তাটা অপরকে নিঃস্ব ভিক্ষুকে পরিণত কত্তে মুখ্য বা গৌণ ভাবে সাহায্য করেছে। সমাজের সর্ব্বস্তরে একটা কড়া রকমের অর্থনৈতিক আত্মজিজ্ঞাসার আজ প্রয়োজন।

রাত্রি এগারটার সময়ে বরিশাল সহরের জনৈক বিশিষ্ট ভদ্রলোক ষ্টীমারে আসিয়া শ্রীশ্রীবাবামণিকে খুঁজিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি নিজ পরিচয় দিতেই তিনি তাঁহাকে জোর করিয়া সহরে লইয়া গেলেন। একটী গৃহস্থ পরিবার নানাভাবে বিপন্ন। শ্রীশ্রীবাবামণি সেখানে সান্ত্বনা-বচনাদি প্রয়োগ করিয়া যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন রাত্রি একটা হইয়াছে। রাত্রি তিনটায় ষ্টীমার ছাড়িল।

চাঁদপুর

২৫ কার্ত্তিক, ১৩৪১

যত আমি চাহিয়াছি

আসাম-বেঙ্গল রেলপথের দুই নম্বর পুলের পাশে বাঁধান পোস্তার উপরে বসিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি দুইটী ভক্ত-যুবকের সহিত কথোপকথন করিতেছেন। প্রশ্ন হইল,—সুখের উৎস কি?

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

শ্রীশ্রীবাবামণি সুমধুর কণ্ঠে গাহিলেন,—

যত আমি চাহিয়াছি, দাও মোরে সুখ,
প্রভো, দাও মোরে সুখ;
তত তুমি বেশী ক'রে হ'য়েছ বিমুখ।
বাসনা-অনলে হৃদি জ্বলিয়াছে নিরবধি,
মলিন হইয়া গেছে হাসিভরা মুখ।।
তবু তুমি চাহ নাই মুখ পানে মোর,
মুছাইয়া দাও নাই নয়নের লোর,
সহসা জাগিল মনে
সঁপি দিব শ্রীচরণে
ভাল-মন্দ, শুভাশুভ সুখ ও অসুখ।।

যখনি সঁপিয়া দিনু যা-কিছু আমার,
তখনি থামিল মম যত হাহাকার,
যত দেই তত হিয়া
উঠে সুখে হরষিয়া
আপনারে দান করি, শীতলিল বুক,—
আমারে পাইয়া আজি তোমারও সুখ।।

আত্মসমর্পণই সুখের মূল

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সুখ যদি পেতে চাও, যে

সুখের লয় নেই, ক্ষয় নেই, অথচ বৃদ্ধি আছে, বিকাশ আছে, সেই পরম সুখ যদি পেতে চাও, নির্ব্বিচারে আত্মসমর্পণ কর। ভগবানে আত্মনিবেদনই পরম সুখের সেতু, ভগবানের হাতে নিজেকে ছেড়ে দেওয়া পরমশান্তির মূল। সুখ যদি চাও, শান্তি যদি চাও, বিচার-বিতর্ক পরিত্যাগ কর, অবিরাম অনুক্ষণ নিজেকে তাঁর ইচ্ছার অনুগমনের জন্য তৈরী কর।

আত্ম-সমর্পণের ইচ্ছা জাগাইবার উপায়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু আত্ম-সমর্পণের ইচ্ছা কি ক'রে জাগে, তা জানো? তিনি যে তোমার কত আপন, এই কথাটি আগে অন্তরে জাগাতে হবে। যে হয় আপন, তার কাছেই সম্ভব আত্মসমর্পণ, পরের কাছে আত্মসমর্পণ চলে না। পরের কাছে আত্মসমর্পণের ফল হচ্ছে বন্ধন-বেদনা, পরাধীনতার নাগপাশের পেষণ। আর, আপনজনের কাছে আত্মসমর্পণ কল্লে তার ফল হয় পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তি। যে হয় পরিপূর্ণ আপন, তারই কাছে সম্ভব পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ।

তুমিই আমার সকল রত্ন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভগবান সম্পর্কে অবিরাম অন্তরে এই ভাবের পরিশীলন চালাও,—

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

তুমিই আমার সকল রত্ন,
তুমিই আমার সকল ধন,
বল-ভরসা সবই তুমি,
তুমিই আমার হৃদয় মন।।

দুঃখ, দৈন্য, অনটন
যখন করে নিপীড়ন,
তখন তোমার চরণকোণে
আমার সুখের কমল-বন।।
সবাই যখন দেয় গো ফাঁকি,
তোমার স্নেহে রাখ ঢাকি',
চোরের ভয় তার আছে নাকি
তুমিই যাহার আপন জন?

আশার রবি-শশীর মেলা
আমার প্রাণে করে খেলা,
তুমিই আমার জীবন-ভেলা,
রসের সাগর অনুক্ষণ,

তুমিই আমার ঊষার আলো
চখ-জুড়ান নীল গগন।।

তোমার মত কে আছে আর?
তোমার প্রেমের নাই পারাপার,
তুমিই তোমার মতন ক'রে
গড়্‌লে যে এই তিন ভুবন;
বিশ্ববাসীর চিত্ত-হরণ,
মন-ভুলান, প্রাণ-মোহন।।

তাঁর মত আর কে জানে রে

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তাঁর সম্পর্কে মনের মধ্যে সর্ব্বদার তরে, অবিরাম প্রশংসার ধ্বনি, অনুধ্বনি ও প্রতিধ্বনি জাগিয়ে রাখ। অবিরাম গাও,—

তাঁর মত আর কে জানে রে
প্রাণ-জুড়ান সোহাগ-যতন,
তাঁর মত আর কে আছে রে
সকল জীবের মনের মতন?
ভোরের পথে কে হয় সাথী,
আঁধার ঘোরে কে দেয় বাতি,
দুখের বনে বন্ধু হ'য়ে,
ভুলায় কেরে সব জ্বালাতন?
আপন হাতে দেয় রে তুলে
সারা অঙ্গের কাঁটার গাঁথন?

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

আমার সকল শোকের মাঝে
কার মধু-সান্ত্বনা বাজে,
বক্ষ পেতে রক্ষা করে
যখন আসে অধঃপতন?
কাঁহার স্নেহের উদার আলো
ভাল বাস্‌তে লাগে ভালো?
পরম-পুরাণ হ'য়েও থাকে
যুগ-যুগান্তে নিত্য-নূতন?
সে যে রে মোর প্রাণের প্রভু
সে যে জগৎ-জীবের জীবন,
হেলায় খেলায় হারাই যদি
আপনি আসে আনন্দ-ধন
আপ্‌নি মোরে কোল পেতে দেয়,
সরস করে পরশ-রতন।

চাঁদপুর
২৬শে কার্ত্তিক, ১৩৪১

তোকেই জাগাতে হবে

শ্রীযুক্ত রা—কিছু উপদেশের জন্য আসিয়াছেন। শ্রীশ্রীবাবামণি তাঁহাকে উপদেশ প্রদানান্তে একটী গান লিখিয়া দিলেন। বলিলেন,—আমার এই গানটীর ভিতরে তোমার জিজ্ঞাসার জবাব আছে।

তারপরে শ্রীশ্রীবাবামণি মৃদু কণ্ঠে গানটী গাহিলেন,—

তোকেই জাগাতে হবে
ঘুমন্ত জগৎ-খানি,
তোকেই শুনাতে হবে
পরম-অভয়-বাণী।।
প্রদীপ্ত রবির কর
বরষিয়া খরতর,
তোকেই তাড়াতে হবে
তমোময়ী নিশীথিনী।।
জ্ঞানের ছুরিকা দিয়া
আঁখি যুগ পরশিয়া
তোকেই কাটিতে হবে
সবার চোখের ছানি
কর্ম্মের প্রেরণা-বলে
উঠাইবি অবহেলে,
প্রেমের তড়িত-স্পর্শে
ঘুচাবি ঘুমের গ্লানি।।
জলন্ত জীবন তোর
হুঙ্কারিবে মহাঘোর,
আলস্য-নিথর জড়ে
সংগ্রামে লইবে টানি'।।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

দিকে দিকে মহিমার
পুঞ্জিত পৌরুষ-ভার
বিশ্বেরে করিবে মুগ্ধ,
নতশির, বদ্ধপাণি।।

অত ভাবনা কর কেনে

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এই উদ্দীপ্ত কর্ম্মযোগের আদর্শ তোমার প্রাণের শঙ্কা দূর কত্তে পাচ্ছে না? ভগবানের নামকে আশ্রয় কর।

অত, ভাবনা কর কেনে?
সবল কর অবশ হৃদয়
নামের রসায়নে।।
প্রাণপণে তুই গা হরিনাম,
সকল ব্যাধির হবে আরাম,
সকল ব্যথা পাবে রে লয়
নামের হরষণে।।
তার কি সাজে হাহাকার
প্রভুর কাজে জীবন যার?
সকল বাধা তুচ্ছ ক'রে
চলরে সতেজ মনে।।

স্তব্ধ হ'য়ে রইলি কেন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোমার অন্তরের অকুতোভয় দুঃসাহসকে অপরের অন্তরে সংক্রামিত কর। শ্রেষ্ঠ নেতার এইটীই হচ্ছে বিশেষত্ব। ক্ষুদ্র, বৃহৎ, উচ্চ, নীচ সকল আধারের ভিতরে নবোৎসাহের বহ্নিমালা জ্বালিয়ে দাও, বিশ্বাসের বল প্রবেশিত কর। বজ্রকণ্ঠে সম্বোধন ক'রে প্রত্যেককে বল,—

স্তব্ধ হ'য়ে রইলি কেন
বজ্রাহত তরুর মত?
নামের বলে পার পেয়েছে
তোর মত যে কত শত।
চল্‌তে পথে কেটেছে পা;
ভাব্‌না কি? তুই এগিয়ে যা।
নামের প্রলেপ পড়্‌লে পরে
আরাম হবে সকল ক্ষত।।

সংশয় কি জেগেছে মনে?
দেখ্‌ বাজিয়ে নাম-রতনে।
আসল কভু ভুল বাজে না,
শুনলে দ্বিধা হবে গত।।
আঁধার কি এল রে ঘিরে?

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

তোর তাতে ভয়-ভাবনা কিরে?
নাম-সাধকের পিছু পিছু
প্রভু যে মোর রয় নিয়ত।।

ঢাকার ঢাক

বেলা দশ ঘটিকাতেই সব জিনিষপত্র বাঁধা-বাঁধি হইতে লাগিল। ঢাকাতে যে বক্তৃতা সমূহ হইবে, তজ্জন্য চাঁদপুরেই নানা প্রকারের বিজ্ঞপ্তি ও প্রাচীরপত্র মুদ্রিত হইয়াছিল। প্রাচীর-পত্র সমূহ দুই বর্ণে মুদ্রিত হইয়াছিল এবং প্রত্যেকটীতে শ্রীশ্রীবাবামণির একটী করিয়া হাফটোন প্রতিচিত্র ছিল। শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—ঢাকাই বাঙ্গাল ঢাকা যাচ্ছে ধর্ম্ম-প্রচার কত্তে। এখানে আর ঢাকা-ঢাকির প্রয়োজন কি রে? জোর্‌সে ঢাক পিটানই ত' ভাল।

নিকটবর্ত্তীরা হাসিয়া উঠিলেন।

রাত্রি সাড়ে আট-ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবামণি বাদামতলি (ঢাকা ঘাট) ষ্টেশনে পৌঁছিলেন। ঢাকার কয়েক জন অকপট ভক্ত এবং সুনীতি-সঙ্ঘের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র নাথ বসু প্রভৃতি ষ্টেশনে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। ৬৯, স্বামীবাগ লেনে শ্রীশ্রীবাবামণি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের গৃহে উঠিলেন।

ঢাকা

২৭শে কার্ত্তিক, ১৩৪১

রহিমপুরের নিকটবর্ত্তী হোসেনতলা-নিবাসী শ্রীব্রজেন্দ্র চন্দ্র সাহা, রহিমপুর গ্রামের শ্রীযোগেন্দ্র চন্দ্র সাহা, নবীনগর-নিবাসী শ্রীমদনমোহন সাহা এবং শ্রীমান্ স্নেহময় ব্রহ্মচারী প্রমুখ শ্রীশ্রীবাবামণির ভক্তগণ ঢাকা সহরের সর্ব্বস্থানে প্রচার-পত্র বিতরণ করিয়াছেন। হ্যাণ্ড-বিলে মুদ্রিত হইয়াছে যে, প্রথম দিন ঠিক্ সাড়ে চারি ঘটিকায় এবং পরবর্ত্তী দিবস-চতুষ্টয় চারি ঘটিকায় বক্তৃতারম্ভ হইবে। প্রাচীর-পত্রে ছাপান হইয়াছে যে, শ্রোতা কেহ আসুন বা না আসুন, বক্তৃতা ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় সুরু হইবে। একজনের মুখে শুনা গেল যে, শ্রোতাদের প্রতি এইরূপ অবজ্ঞা-প্রকাশকে জনসাধারণের একাংশ অত্যন্ত অপ্রীতির চক্ষে দেখিয়াছেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—তাহ'লে আমার উদ্দেশ্য সফল হ'য়েছে, জানবে।

গিরিশ চন্দ্র নাগ

অবসর-প্রাপ্ত ডেপুটি-ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত গিরিশ চন্দ্র নাগ ঢাকার সুনীতি-সঙ্ঘের সভাপতি। কলিকাতার সঞ্জীবনী-সম্পাদক বর্ষীয়ান নেতা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ কুমার মিত্রের প্রেরণায় ইঁহারা ঢাকাতে একটী সুনীতি-সঙ্ঘ স্থাপন করিয়াছেন।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

শ্রীশ্রীবাবামণির ঢাকা-আগমনের সুযোগকে পূর্ণ-রূপে গ্রহণ করিবার জন্য ইঁহারা সকলে উদ্যোগী হইয়াছেন। বাংলা বাজার ন্যাশনাল কলেজ-প্রাঙ্গণে সভার ব্যবস্থা ইঁহারাই করিয়াছেন। ক্ষীয়মাণ সমাজকে নূতন করিয়া নূতন মন্ত্রে নূতন তন্ত্রে গড়িয়া তুলিবার জন্য কি যে উৎসাহ এই বর্ষীয়ান্ ব্যক্তিটীর চখে, মুখে, ও কথায় ফুটিয়া উঠিতেছিল, বলিবার নহে।

তিনি শ্রীশ্রীবাবামণিকে বলিলেন,—দেখুন, জনতা যে কিরূপ হবে, আমরা এখনো কোনো ধারণা কত্তে পারি নি, নীতি বা ধর্ম্ম সম্পর্কিত সভায় লোকজন খুব বেশী হয়ও না, তদুপরি আমরা বস্‌বার আসনের এখনো ব্যবস্থা কত্তে পারি নি।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া যাহা বলিলেন, তাহার সারাংশ আমরা পরবর্ত্তী কোনও পৃষ্ঠায় পাইব।

অপরাহ্নে শ্রীশ্রীবাবামণি গাড়ী করিয়া একবার বক্তৃতার স্থানে গেলেন এবং লক্ষ্য করিলেন যে ঘোড়ার গাড়ীতে সেখানে পৌঁছিতে কত মিনিট সময় লাগে।

ঢাকা

২৮শে কার্ত্তিক ১৩৪১

ঢাকায় প্রদত্ত বক্তৃতা সমূহ দিনের পর দিন কেহ লিখিয়া

রাখেন নাই। এই গ্রন্থ সম্পাদনের কালে আমরা বহু পাণ্ডুলিপি খুঁজিয়াও এই ধারাবাহিক বক্তৃতা-নিচয়ের কোনও নোট পাই নাই। এই সভার উদ্যোক্তৃবর্গের মধ্যে বহু জনের নিকট অনুসন্ধান করিয়াও যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহা সাজাইয়া দিনের পর দিনের বক্তব্য বিষয় গ্রন্থন সম্ভব নহে। মাত্র সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত রিপোর্টই অন্যত্র দিতেছি। সংবাদপত্রে উক্ত রিপোর্ট কাঁহারা পাঠাইয়াছিলেন, তাহা অবগত হইতে না পারায় আমরা রিপোর্ট-লেখকদের নিকট হইতেও অধিকতর তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করিতে পারি নাই।

সময়ানুবর্ত্তিতা

অপরাহ্নে ঠিক্ ঘড়ি ধরিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি স্বামীবাগ হইতে বাংলা-বাজার বক্তৃতা-স্থলে রওনা হইলেন। দিগ্-বাজারের মোড় ঘুরিয়া জুবিলী স্কুলের কাছাকাছি আসিতে দেখিলেন যে, আরও চারিমিনিট দেরী করা যায়। গাড়ী থামাইয়া রাস্তার উপরে কিছুক্ষণ প্রতীক্ষা করিলেন এবং এই ফাঁকে এক খানা চিঠি লিখিলেন। তারপরে কোচোয়ানকে বলিলেন,—"জোরসে্ হাঁকাও।"

গাড়ী সভা-প্রাঙ্গণের ভিতরে গিয়া প্রবেশ করিল। শ্রীশ্রীবাবামণি দেখিলেন, শ্রোতা প্রায় চারি পাঁচ শত জড়

হইয়াছে এবং ইঁহাদের অনেকেই নিজ নিজ ঘড়ি খুলিয়া ধরিয়া আছেন। একজন বলিতেছিলেন,—কৈ বক্তা ত' সময় মত এলেন না। সাড়ে চারিটা ত' বাজে।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিতে হাসিতে বক্তৃতা-মঞ্চে দাঁড়াইয়া সকলকে অভিবাদন জানাইয়া বলিলেন,—এই-যে এসেছি, এখনো দশ সেকেণ্ড সময় দেরী আছে।

গিরিশ বাবু সংক্ষেপে শ্রীশ্রীবাবামণির একটু পরিচয় করাইয়া দিলে বক্তৃতারম্ভ হইল। বক্তৃতার শেষ দিকে আনুমানিক দুই হাজার শ্রোতা হইলেন। বক্তৃতা আড়াই ঘণ্টাকাল চলিল।

ঢাকা

২৯শে কার্ত্তিক, ১৩৪১

গতকল্যকার বক্তৃতায় সহরে এক বিপুল সাড়া পড়িয়াছে। আজ সভার প্রারম্ভেই জনতা দুই হাজার অতিক্রম করিয়াছে। সহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা তৃণাসনে বসিয়া নির্দ্ধারিত সময়ের বহু পূর্ব্বেই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে জজ, সাবজজ, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, স্কুলের শিক্ষক, সাহিত্যিক প্রভৃতি নানা শ্রেণীর বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ছিলেন। উন্মুক্ত আকাশের নীচে তৃণাসনে বসিয়া জনমণ্ডলী নিঃশব্দে বক্তার আগমন-প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। ঘড়িতে চারিটা বাজিল, আর সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল যে, শ্রীশ্রীবাবামণি মঞ্চে

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

আরোহণ করিয়া বক্তৃতারম্ভ করিয়াছেন। আজও অনেকেই ঘড়ি ধরিয়া বসিয়াছিলেন। প্রত্যেকে বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন।

যুবকদিগের উষ্মা

বক্তৃতা সন্ধ্যা সাতটা পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। বক্তৃতার শেষ দিক্ দিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি নারীদের নৃত্য-বিলাসের বিরুদ্ধ-সমালোচনা করিয়াছিলেন। বায়ু-কোণে একদল কলেজী ছাত্র দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে একটু চঞ্চলতা ও উষ্মার ভাব দেখা গেল। বক্তৃতায় বাধা দিয়া কে একজন কি একটা কথা বলিয়া উঠিল। শ্রীশ্রীবাবামণি যেন গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। মৃদুমধুর কণ্ঠ বজ্র-নিনাদে পরিণত হইল। কাব্য-মাধুরী-সমন্বিত কমনীয় বাক্য-বিন্যাস যেন রণক্ষেত্রে কামানোদ্গারে পরিণত হইল। সৎকার্য্যে অর্থসংগ্রহের নাম করিয়া ভদ্র-কন্যাদের দ্বারা নৃত্য বিলাস অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে শ্রীশ্রীবাবামণি পূর্ণ এক ঘণ্টা কাল যে বাক্যবাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন, তাহাতে সমস্ত প্রতিবাদ, বিরক্তি, উষ্মা যেন ভয়ে ম্রিয়মাণ হইয়া স্তব্ধ হইয়া গেল। ঠিক্ সাত ঘটিকায় যখন বক্তৃতা শেষ হইল, তখনও সমগ্র শ্রোতৃমণ্ডলী নিঃস্তব্ধ ভাবেই বসিয়া আছেন।

ঢাকা
২রা অগ্রহায়ণ, ১৩৪১

ইহার পরদিন হইতে বক্তৃতাস্থলে বিপুল জন-সমাবেশ

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

হইতে লাগিল, ৩০শে কার্ত্তিক ও ১লা অগ্রহায়ণ এই দুই দিনও প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা হইতে ৭ ঘটিকা পর্য্যন্ত বক্তৃতা হইল। ১লা অগ্রহায়ণ শনিবারই বক্তৃতা শেষ হইবার কথা ছিল, শ্রোতাদের আগ্রহে ২রা অগ্রহায়ণ রবিবারও বক্তৃতা দিতে হইল। এই দিন শ্রীশ্রীবাবামণি তিন ঘণ্টা বক্তৃতা না দিয়া আড়াই ঘণ্টা কাল বক্তৃতা দেন এবং সন্ধ্যা ৬।।০ টায় বক্তৃতা শেষ হয়। অর্দ্ধ ঘণ্টা পূর্ব্বে বক্তৃতা শেষ করিবার কারণ স্বরূপে শ্রীশ্রীবাবামণি বলেন যে, তাঁহার শরীর জ্বরে আচ্ছন্ন হইয়া আছে। সঙ্গে সঙ্গে গিরিশ বাবু শ্রীশ্রীবাবামণির গায়ে হাত দিয়া দেখেন যে, শরীর জ্বরের উত্তাপে পুড়িয়া যাইতেছে, জ্বর আনুমানিক ১০২ ডিগ্রির কম কিছুতেই হইবে না।

"সঞ্জীবনী"তে প্রকাশিত রিপোর্ট

"ঢাকা সুনীতি-সঙ্ঘের উদ্যোগে বিগত ১৪ই নবেম্বর হইতে ১৮ই নবেম্বর পর্য্যন্ত পাঁচ দিন মানভূম জিলার 'পুপুন্কী অযাচক ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের' স্বামী স্বরূপানন্দজী ঢাকা ন্যাশন্যাল কলেজ প্রাঙ্গণে 'মনুষ্যত্বের সাধনা' বিষয়ে ধারাবাহিক বক্তৃতা দেন। স্বামীজী তাঁহার বক্তৃতায় মানব-জীবনের দৈহিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি বিষয়ে অনেক প্রয়োজনীয় কথার অবতারণা করেন।

"পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং রীতিনীতির অন্ধ অনুকরণ করিয়া লোকে জাতীয় জীবনে কিরূপ অনিষ্ট সাধন করিতেছে, তাহার উল্লেখ করিয়া বক্তা দেশবাসীকে জাতীয় সভ্যতা ও রীতিনীতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলেন যে, যাহা ভাল, তাহা পবিত্র; যাহা মঙ্গলকর, তাহা যে দেশেরই হউক না কেন অনুসরণ করিলে দোষ নাই। কিন্তু অন্ধ অনুসরণ জাতির পক্ষে অতীব অমঙ্গলকর। নির্ব্বিচারে কিছুই গ্রহণ করা উচিত নয়। অশ্লীল সাহিত্য, কুৎসিত ও কুরুচিপূর্ণ আলোকচিত্র এবং সিনেমা প্রভৃতি দ্বারা তরুণ-তরুণীদের মনোভাব বিকৃত হইয়া তাহাদের নৈতিক জীবনের কি সর্ব্বনাশ করিতেছে, তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা তিনি প্রদর্শন করেন।

"বর্ত্তমান সময়ে নারী-নৃত্যের যে ভীষণ দূষণীয় প্রথা সমাজ-মধ্যে ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইয়া পড়িতেছে, বক্তা তাহার তীব্র প্রতিবাদ করেন। তিনি বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত এবং পৌরাণিক যুগ হইতে ভারতীয় নৃত্যকলার ইতিহাস বর্ণনা করিয়া বলেন যে, বারবনিতাগণের নৃত্যই প্রচলিত ছিল। কলাবিদ্যারূপে পুরমহিলাগণের নৃত্য চিরদিনই অন্তঃপুরের সীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল। বর্ত্তমান সময়ে দেশের কোন কোন বিশিষ্ট চিন্তাশীল ব্যক্তি সেই প্রাচীন যুগের কলাবিদ্যার পুনরুত্থান-কল্পে সর্ব্বসাধারণ্যে পুরমহিলাগণের নৃত্য প্রচলনের সহায়তা করিয়া সমাজের নৈতিক হাওয়াকে

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

দূষণীয় করিয়া তুলিতেছেন এবং জনহিতকর কার্য্যে অর্থ সংগ্রহের জন্য আপনাদের ভগ্নী কন্যাদিগকে নাচাইয়া সাধারণ পণ্য দ্রব্যের ন্যায় ব্যবহার করিতে লজ্জা বোধ করিতেছেন না। বক্তা এই সকল কার্য্যের তীব্র নিন্দা করেন এবং সকলকে এই কার্য্যে বাধা প্রদান করিতে অনুরোধ করেন।

"সর্ব্বশেষে তিনি মন ও চিত্ত সংযমের কথা বলেন এবং জাতীয় উন্নতি সম্বন্ধে একটী সুন্দর কবিতা আবৃত্তি করিয়া তাঁহার বক্তৃতার উপসংহার করেন।

"বক্তৃতা প্রতিদিন অপরাহ্ণ ৪।।০ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৭ ঘটিকা পর্য্যন্ত হইয়াছে। প্রতিদিন প্রায় দুই হাজার লোক অনাবৃত প্রাঙ্গণে ঘাসের উপর উপবেশন করিয়া মন্ত্রমুগ্ধবৎ বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছেন। বক্তার ওজস্বিনী ভাষা, মধুর কণ্ঠস্বর, গভীর ভাব ও পাণ্ডিত্য এবং বক্তব্য বিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান বক্তৃতাকে শ্রোতৃ-মণ্ডলীর নিকট উপভোগের বিষয় করিয়াছিল। অনেক মহিলাও সভায় যোগদান করিয়াছিলেন।"

দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকার রিপোর্ট

"প্রথম দিবসে স্বামিজী পূর্ণ ২।।০ ঘন্টা কাল বক্তৃতা করেন। ঢাকা সুনীতি-সঙ্ঘের সভাপতি, অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী

মেজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র নাগ, স্বামিজীকে শ্রোতৃবৃন্দের নিকট পরিচিত করিয়া দেন।

"মানবজীবনে ধর্ম্মনীতিক, মানসিক এবং দৈহিক সর্ব্ববিধ উন্নতি বিষয়ে 'মনুষ্যত্বের সাধনা' সম্পর্কে স্বামিজী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য জগতের রীতিনীতির অন্ধ অনুকরণের তিনি তীব্র নিন্দাবাদ করেন। তিনি বলেন যে, স্বদেশের সর্ব্ববিধ বিষয় শ্রদ্ধার সহিত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যালোচনা করা উচিত এবং তন্মধ্যে যাহা সত্য এবং হিতকর, তাহা গ্রহণ করা উচিত; অপর দেশেও যদি কিছু সত্য এবং সমাজের হিতকর বিষয়বস্তু পাওয়া যায়, তাহাও গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু কখনই নির্ব্বিচারে অন্ধভাবে কিছু গ্রহণ করা উচিত নহে।

"বর্ত্তমানযুগে দুর্নীতিপূর্ণ সাহিত্য-প্রচার দ্বারা সমাজের যে সমূহ সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে, তাহার অসীম অপকারিতা বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন। ছায়াচিত্রে যেসব অশ্লীল ছবি দেখান হয়, তাহার অপকারিতাও তিনি বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করেন।

"অধুনা গৃহস্থঘরের বালিকা এবং কুলবধূগণ দ্বারা যে প্রকাশ্যে নৃত্যগীতাদি অনুষ্ঠিত হয়, এই প্রথারও তিনি ঘোরতর প্রতিবাদ করেন। বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত এবং পরবর্ত্তী পৌরানিক যুগের নারীনৃত্যের একটী ধারাবাহিক

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

ইতিহাস তিনি বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, সর্ব্বযুগেই প্রকাশ্যে সাধারণের আমোদ-প্রমোদের জন্য অথবা কোন উৎসব উপলক্ষ্যে, একমাত্র সমাজবহিষ্কৃতা নারীগণই (Public Women) নাচিতে পারিত। ঐসব যুগে সম্ভ্রান্ত কুলবধূরাও নৃত্য করিতেন বটে, কিন্তু তাহা একটা বিদ্যানুশীলনের হিসাবে করিতেন; তাহা একমাত্র স্বগণের সম্মুখে অনুষ্ঠিত হইত এবং সেইখানে পুরুষের প্রবেশাধিকার থাকিত না। সেখানে শালীনতা এবং গোপনীয়তা সর্ব্বপ্রযত্নে রক্ষিত হইত; সুতরাং তাহা হইতে কুফল প্রসবের কোন আশঙ্কা থাকিত না। আজকাল দেশের কতক বিশিষ্ট লোকও প্রাচীন বিদ্যার পুনরুজ্জীবনের ধুয়া ধরিয়া কুলবধূগণ কর্ত্তৃক প্রকাশ্যে নৃত্যের পোষকতা করিতেছেন এবং সাহায্যাভিনয়ের নাম করিয়া অর্থ সংগ্রহের জন্য কুলবালানৃত্যের অনুষ্ঠান করিতেছেন। স্বামিজী সমাজের এরূপ পরিণতি দেখিয়া গভীর দুঃখ প্রকাশ করেন।

"পরে তিনি ব্রহ্মচর্য্য এবং ব্রহ্মচর্য্য-সঞ্জাত সুফল বিষয়ে বিস্তৃতরূপ আলোচনা করেন; সাধুজীবন-যাপনে ব্রহ্মচর্য্যের আবশ্যকতা বিশেষ ভাবে বুঝাইয়া দেন। ব্রহ্মচর্য্যের সহায়স্বরূপ যৌগিক ক্রিয়ার অঙ্গীভূত বিবিধ মুদ্রা ও আসনের সম্পর্কে স্বামিজী বিশেষ ব্যাখ্যা করেন এবং তাঁহার আশ্রিত জনৈক ব্রহ্মচারী যুবকের দ্বারা মুদ্রা ও আসনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া-অনুষ্ঠান করিয়া তৎসাধন প্রণালী শ্রোতৃবৃন্দকে চাক্ষুষ বুঝাইয়া

দেন। তিনি বলেন যে, এই সকল প্রক্রিয়াসাধনকালে সাধু-চিন্তা এবং ইষ্ট-নামজপ করিতে হইবে; অতএব মনে করিতে হইবে যে, লোকহিত কল্পেই এইসব প্রক্রিয়া অনুষ্ঠেয়। পরবর্ত্তী চারিদিনও তিনি রোজ ২।।০ ঘণ্টা করিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন। প্রত্যহ সভাস্থলে ছয় হাজার লোক বক্তৃতা শুনিতে আসিতেন এবং অনাচ্ছাদিত জমির উপরে বসিয়া মনোযোগের সহিত বক্তৃতা শ্রবণ করিতেন, অনেক মহিলা সভাতে যোগদান করিতেন। স্বামিজীর অপূর্ব্ব বাগ্মিতা ও বিদ্যাবত্তা বস্তুতঃই প্রশংসনীয়।

"শেষদিবস স্বামিজীর বক্তৃতার অবসানে সুনীতি-সঙ্ঘের সভাপতি ঢাকার জনসাধারণের পক্ষ হইতে স্বামিজীকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। সঙ্ঘের অক্লান্ত কর্ম্মী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ বসুর প্রচেষ্টাতেই এই পাঁচ দিন স্বামিজীর বক্তৃতা প্রদানের সুবন্দোবস্ত সম্ভবপর হইয়াছিল।"

সভাপতির ধন্যবাদ

বক্তৃতার শেষ দিন সুনীতি-সঙ্ঘের সভাপতি শ্রীযুক্ত গিরিশ চন্দ্র নাগ মহাশয় বক্তার নানাবিধ সদ্‌গুণের প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া সুনীতি-সঙ্ঘের ও সমবেত জন-মণ্ডলীর পক্ষ হইতে বক্তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ-প্রদান-প্রসঙ্গে বলেন,—

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

"আমি যখন স্বামীবাগে স্বামিজীর অবস্থিতি-স্থানে প্রথম তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই, তখন আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম যে, আপনি আপনার জীবন-বৃত্তান্ত কিয়দংশ আমাকে বলুন, যেন সভাস্থলে আপনাকে পরিচিত করিয়া দিতে পারি। স্বামিজী বলিয়াছিলেন,—'আমার বক্তব্য-বিষয়ের মধ্যে যদি বস্তু কিছু না থাকে, তবে শুধু পরিচয় প্রদানের দ্বারা আর কি লাভ হইবে?' এই কথা বলিয়া স্বামী স্বরূপানন্দজী নিজ জীবন-বৃত্তান্ত বলিতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। সত্য কথা বলিতে কি, ইহাতে আমি ক্ষুব্ধ হইয়াছিলাম। পরে যখন বলিলাম যে, আমরা শ্রোতৃমণ্ডলীর উপবেশনের জন্য কোনও আসনাদি সংগ্রহ এখনও করিয়া উঠিতে পারি নাই, হয়ত সকলকে তৃণোপরিই বসিতে হইতে পারে, তদুত্তরে স্বামী স্বরূপানন্দজী বলিলেন,—'আসনটা মোটেই একটা সমস্যা নহে, বক্তব্য-বিষয়ে বস্তু থাকিলে ঘাসের উপরে, মাটির উপরেই সকলে আগ্রহ করিয়া বসিবেন, আর বক্তব্য-বিষয়ের মধ্যে জিনিষ কিছু না থাকিলে আপনি মখমলের বিছানা পাতিয়া রাখিলেও কেহ আসিয়া বসিবেন না।' কথাটা আমার নিকটে আস্পর্দ্ধাসূচক বলিয়া মনে হইল। অবশ্য, ভাব-সম্বরণ করিয়া আমি চলিয়া আসিলাম। কিন্তু ভদ্রমহোদয়গণ, স্বামী স্বরূপানন্দজীর এই কয়দিনের অনর্গল বক্তৃতার মধ্য দিয়াই আপনারা অনুভব করিয়াছেন যে, স্বামীজী

কত বড় সত্যকথা বলিয়াছেন। নীতির কথা, সংযমের কথা শুনিবার জন্য লোকের আগ্রহ দেখা যায় না। অথচ এই কয়দিন ধরিয়া এত বড় বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ আপনারা কি ভাবে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন, কিরূপ নিঃস্তব্ধতার সহিত, কিরূপ মনোযোগের সহিত স্বামীজীর বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছেন! তাঁর কণ্ঠোচ্চারিত প্রত্যেকটী শব্দ আপনাদের চিত্তকে আকর্ষণ করিয়াছে, তাঁর কণ্ঠোচ্চারিত প্রত্যেকটী বাক্য আপনাদের শ্রদ্ধা, বিস্ময় ও চিন্তাশীলতাকে উদ্রিক্ত করিয়াছে, ধর্ম্মশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি সকল বিষয়ে এইরূপ বিশ্বকোষতুল্য সুগভীর গবেষণা শ্রবণ করিয়া আপনারা চমৎকৃত হইয়াছেন। শীত আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, সন্ধ্যার পরে প্রচুর শিশির পড়িতেছে, তথাপি ঢাকা শহরের প্রধান ব্যক্তিরা বক্তৃতার শেষ কথাটি না শুনিয়া চলিয়া যাইতে সক্ষম হন নাই। ধনকুবেরগণ পর্য্যন্ত শিশির-সিক্ত ঘাসের উপরে একখানা খবরের কাগজ পর্য্যন্ত পাতিয়া লইবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। সিনেমা, টকি প্রভৃতির চপল-চিত্ত দর্শকেরা এখানে যাঁহারা একবার আসিয়াছেন, তাঁহারা আর উঠিয়া যাইবার তাগিদ অনুভব করেন নাই, অসীম সহিষ্ণুতা সহকারে আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়াছেন। সর্ব্বশাস্ত্র আলোড়ন করিয়া এই সুপণ্ডিত সাধক-পুরুষ আপনাদিগকে অতিশয় অপ্রীতিকর কথা-সমূহ অসামান্য তেজ এবং অভাবনীয় নির্ভীকতার সহিত

বজ্রকণ্ঠে শ্রবণ করাইয়াছেন, কিন্তু তথাপি কেহ দীর্ঘকাল বিরক্তি অনুভব করিতে পারেন নাই। স্বল্পকালমধ্যে বিরক্তি সন্তোষে পরিণত হইয়াছে। যে যুবক-সম্প্রদায়ের দুর্নীতি ও কদাচারের বিরুদ্ধে স্বামীজীর এই নির্ম্মম অভিযান, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই সকল যুবকেরা নিজেদের অসীম ধীরতা দ্বারা প্রমাণিত করিয়াছেন যে, স্বামীজী আমাকে সেদিন যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা সত্য। সত্যই, বক্তব্য-বিষয়ের মধ্যে বস্তু থাকিলে পরিচয়-পত্রেরও প্রয়োজন হয় না, ঘাস বা ধূলায়ও বাধে না।"

ঢাকা

৩রা অগ্রহায়ণ, ১৩৪১

ঢাকাতে দুই দিন বক্তৃতা দানের পর হইতেই শ্রীশ্রীবাবামণি স্বামীবাগস্থ অবস্থিতি-স্থানে প্রত্যহ প্রাতে যৌগিক আসন-মুদ্রার ক্লাস করিতেছিলেন। গতকল্য সন্ধ্যায়ই বক্তৃতাবলি শেষ হওয়াতে অদ্য হইতে আসন-মুদ্রা-শিক্ষার্থীর সংখ্যা অত্যধিক হইয়াছে। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন চট্টোপাধ্যায়ের বৈঠকখানাতে স্থান-সঙ্কুলান না হওয়াতে পশ্চিম দিকের খোলামাঠে আম্র বৃক্ষের ছায়ায় এই ক্লাস করিতে হইয়াছে। সৈনিকদের ড্রিলের ন্যায় "লঘু-মহামুদ্রা", "আসনীয়া", "দক্ষিণা", "উভয়া", "বামা" প্রভৃতি আদেশ হইতেছে আর সঙ্গে সঙ্গে শতাধিক বালক-বৃদ্ধ-যুবক এবং কতিপয় বালিকা

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

নির্দ্দিষ্ট ভাবে হস্ত-পদ-বিন্যাস করিতেছে। এ দৃশ্য বড়ই মধুর।

পোগোজ স্কুলের বক্তৃতা

অদ্য বেলা এগার ঘটিকায় পোগোজ স্কুলের প্রাঙ্গণে একটী সভা হইল। শ্রীশ্রীবাবামণি এখানে বক্তৃতা দিতে আসিয়াছেন। কৈশোরে শ্রীশ্রীবাবামণি এই বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন।

বক্তৃতারম্ভের পূর্ব্বে শিক্ষক শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র সেন মহাশয় শ্রীশ্রীবাবামণিকে বালক-মণ্ডলীর নিকট পরিচিত করিয়া দিতে দিতে তাঁহার পাঠ্যাবস্থাকালীন নানা প্রকারের সাধকোচিত ব্যবহার ও অত্যাশ্চর্য্য চরিত্রের কথা বর্ণনা করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি যখন বক্তৃতা দিতে দাঁড়াইলেন, তখন আর তাঁহার কণ্ঠে বাক্য সরিতে চাহিতেছে না। যাঁহার বাগ্মিতায় ঢাকা-বাসীরা বিগত পাঁচটী অপরাহ্ণ মন্ত্রমুগ্ধের মত অবস্থান করিয়াছেন, আজ সহস্র সহস্র লোকের সমক্ষে দাঁড়াইয়া তিনিই মন্ত্রমুগ্ধবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাঁহার দুই নেত্র বহিয়া অবিরাম জলধারা বর্ষিতে লাগিল। যখন বাক্‌স্ফূর্ত্তি সম্ভব হইল, তখন তিনি অতি অল্প কথাই বলিলেন। স্কুলের ময়দানে, বক্তৃতাস্থানের সম্মুখে দণ্ডায়মান বিল্ববৃক্ষের পানে তাকাইয়া অবিরাম অশ্রুবর্ষণই চলিল।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

অপর একজন বৃদ্ধ শিক্ষক শ্রীশ্রীবাবামণিকে ধন্যবাদ প্রদান-প্রসঙ্গে বলিলেন,—এই বিল্ববৃক্ষের মূলে বসিয়া স্বামীজী তাঁর স্কুল-পাঠ্য-জীবনে প্রত্যেকটী অবসর-ঘণ্টা নাম-জপে কাটাইতেন, সেই প্রিয় স্মৃতি আজ তাঁর হৃদয়-মনকে উদ্বেল করিতেছে।

ঢাকা
৫ অগ্রহায়ণ, ১৩৪১

গতকাল শ্রীশ্রীবাবামণি দ্বিপ্রহরে নারায়ণগঞ্জ হইয়া ধামঘর গিয়াছিলেন এবং ঢাকা ফিরিতে ফিরিতে রাত্রি হইয়াছে। তথাপি রাত্রিতে লেখাপড়ার দুরন্ত শ্রম গিয়াছে। তাই আজ খুব ভোরে জাগিয়াও শয্যা-ত্যাগ করেন নাই। নারিন্দা পল্লী হইতে একদল মহিলা শ্রীশ্রীবাবামণির চরণ দর্শন করিতে আসিয়াছেন। শ্রীশ্রীবাবামণি তাঁহাদিগকে অপরাহ্ণে দুইটার সময় আসিতে বলিয়া পুনঃ নিদ্রাগত হইলেন।

ঘুম হইতে জাগিয়া দেখিলেন, শরীরে জ্বরের তাপ বাড়িতেছে।

ঢাকা ব্রাহ্মণ-সভায় বক্তৃতা

অপরাহ্ণে লক্ষ্মীবাজারে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণজীর মন্দিরে আসিতেই হইল। স্থানীয় ব্রাহ্মণ-সভা একটী সম্বর্দ্ধনার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ঢাকা ব্রাহ্মণ-সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমন্ত

কুমার মুখোপাধ্যায় বি-এল মহাশয় বলিলেন,—"এই কয়দিন ধরিয়া বাংলাবাজারে যে ব্যাপার ঘটিয়াছে, বিগত ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসরের মধ্যে এইরূপ বিরাট ধর্ম্মসভার অধিবেশন ঢাকাতে হইয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না। স্বামীজীর বক্তৃতা সর্ব্বাংশে আমাদিগকে স্বর্গীয় শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের বক্তৃতার কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। বাগ্মীশ্রেষ্ঠ বিপিন চন্দ্র পালের পরে এমন বক্তা আর ঢাকায় আসেন নাই।"

ব্রাহ্মণ-সভার প্রচারক, ত্যাগব্রতী পণ্ডিত, যিনি পূর্ব্বে প্রথিতযশা উকিল ছিলেন এবং শুধু ধর্ম্মপ্রচারের উদ্দেশ্যেই আইন-ব্যবসায় ত্যাগ করিয়াছেন, শ্রীযুক্ত সোমেশ চন্দ্র দেবশর্ম্মা এম, এ, মহাশয়, বলিলেন,—"প্রথম কয় দিনের বক্তৃতা আমি শুনি নাই। আর, তেমন কোনো বক্তা বিশ পঁচিশ বছরের মধ্যে ঢাকাতে আসেনও নাই, কর্ত্তব্য কাজে উপেক্ষা করিয়া যাহার বক্তৃতা শুনিতে যাইবার প্রলোভন বোধ করিব। কিন্তু স্বামীজীর বক্তৃতার চতুর্থ দিনে, রাস্তা দিয়া কার্য্যব্যপদেশে যাইতে যাইতে দেখিলাম একখানা বিজ্ঞাপন দেওয়ালে লাগান আছে, যাহাতে লেখা আছে যে, এইরূপ বক্তৃতা জীবনে কখনও নাকি শুনি নাই। মনে একটা কৌতূহল আসিল যে, কে সেই দাম্ভিক ব্যক্তি, ঢাকার মত প্রসিদ্ধ সহরে আসিয়া যে এমন কথা প্রকাশ্য ভাবে দেওয়ালে দেওয়ালে প্রচার করিতে পারে? দাম্ভিক ব্যক্তিটীকে দেখিবার জন্য বাংলা

বাজারের মাঠে গিয়া দেখি লোকে লোকারণ্য, প্রত্যেকে চিত্রার্পিতবৎ উপবিষ্ট, আর মঞ্চ হইতে কম্বুকণ্ঠে এক জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ যোগের ব্যাখ্যা করিতেছেন। বক্তৃতার শেষ পর্য্যন্ত আমাকে বসিয়া থাকিতে হইল, জরুরী কার্য্যে একস্থানে যাইবার কথা ছিল, কিন্তু শত চেষ্টা করিয়াও মনকে উঠিতে রাজি করাইতে পারিলাম না। আজ সেই দাম্ভিক ব্যক্তি বিনয়ের মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহ-রূপে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত।

ব্রাহ্মণ-সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র পাকড়াশী এম. এ.,বি-এল মহাশয় বলিলেন,—"যখন শুনিলাম, ব্রাহ্ম-সমাজের অনুরাগী শ্রীযুক্ত গিরিশ চন্দ্র নাগের উদ্যোগে এক স্বামীজী ঢাকাতে বক্তৃতা দিতে আসিয়াছেন, তখন ভাবিলাম, কে আবার এক কালাপাহাড় আসিল? সুতরাং বাংলা-বাজারে বক্তৃতা শুনিতে যাইবার জন্য প্রাণে কোনও তাগিদ অনুভব করিলাম না। তিন দিন চলিয়া গেল। চতুর্থ দিন রাত্রিকালে প্রচারক সোমেশ বাবু আসিয়া বলিলেন, কি যে জিনিষ হারাইলাম, কি বলিব। আমি স্বামীজীর পঞ্চম দিবসের বক্তৃতা ব্রাহ্মণ-সভার বহু উৎসাহী সভ্যদের সঙ্গে গিয়া আগাগোড়া শ্রবণ করিয়াছি এবং মুগ্ধ হইয়াছি। আমাদের একান্ত অনুরোধ যে, স্বামীজী এই কয় দিন যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহার সারমর্ম্ম আমাদের সকলকে এখানে শ্রবণ করান।"

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

শ্রীশ্রীবাবামণি বিনয় সহকারে সকলের বক্তব্যের উত্তর প্রদান করতঃ পাঁচ দিনের বক্তৃতার সারমর্ম্ম, যাহা বলিতে চতুর্দ্দশ ঘণ্টা লাগিয়াছিল, এক ঘণ্টা সময় ব্যাপিয়া বলিলেন।

সকলেই চমৎকৃত হইলেন এবং প্রস্তাব হইল যে, শ্রীশ্রীবাবামণিকে সমগ্র বিক্রমপুরের প্রত্যেকটী প্রধান প্রধান গ্রামে নিয়া তাঁহার অমৃতময় ভাষণ সকলকে শুনাইতে হইবে। *

খিলপাড়া (নোয়াখালী)
২২শে কার্ত্তিক, ১৩৪১

শক্তিকে অনুগত কর

শ্রীশ্রীবাবামণি অদ্য খিলপাড়া আসিয়াছেন। জনৈক অকপট ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন,—মন মদমত্ত হস্তীর মত উচ্ছৃঙ্খল হ'য়ে চলতে চায়, অথচ বিচার-বুদ্ধি বলছে যে, সংযত হ'তে হবে। এই দ্বন্দ্বে বড় অশান্তি। এর হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দ্বন্দ্ব থাকুক, ভয় পেয়ো না। মদমত্ত মনকে ঈশ্বরের হাতে সমর্পণ কর। নিজে যাকে শাসনে অক্ষম হচ্ছ, ঈশ্বর তাকে শাসনে অক্ষম হবেন না।

* ব্রাহ্মণ-সভা এই বিষয়ে আর উদ্‌যোগ করিতে সমর্থ হন নাই, শ্রীশ্রীবাবামণিও সহস্র-শ্রমের মধ্যে অবসর করিতে পারেন নাই।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

কর্ত্তব্য ব'লে যা' বুঝতে পাচ্ছ, তা' করার চেষ্টা কর, কিন্তু তোমার কর্ত্তব্য যে তুমি তাঁরই শক্তিতে কর্ব্বে, এই কথাটা স্মরণ রাখ। নিজের শক্তিকে তাঁর শক্তির অনুগত কর, তা হ'লেই নিখিলেশের সব শক্তি তুমি পাবে।

অহঙ্কার ও আত্মসমর্পণ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অহঙ্কারের চাইতে বড় দুর্ব্বলতা আর কিছু নেই। আত্ম-সমর্পণের চাইতে বড় সবলতাও আর কিছু নেই। যার অহমিকা যত বেশী, তার পতন-সম্ভাবনা তত বেশী। যার আত্ম-সমর্পণ যত নিখুঁত, তার পতন-সম্ভাবনা তত কম। যে নিজেকে ইষ্টের পায়ে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ ক'রে দিয়েছে, তার কখনো পতন নেই। অতএব, যুক্তি-বিচার আর পুরুষকারের বলে নিজেকে আসক্তি থেকে অব্যাহত রাখার চেষ্টার চাইতে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ভগবচ্চরণে নিবেদন ক'রে দিয়ে অনুক্ষণ তাঁর ইচ্ছাধীন হ'য়ে তাঁর প্রীত্যর্থে চলাই শ্রেষ্ঠ পথ।

বিচার-বুদ্ধি ও আত্মনিবেদন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অবশ্য, যতক্ষণ পর্য্যন্ত বিচার-বুদ্ধি আছে, পুরুষকারের অনুভূতি আছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আত্মসমর্পণ ঠিক্ ঠিক্ আসে না। কিন্তু যাতে তুমি আত্ম-

সমর্পণ আন্‌তে পার, তার জন্য কেন তোমার বিচার বুদ্ধিকে নিয়োগ কর না? তার জন্য কেন তোমার পুরুষকারকে খাটাবে না? কেউটে সাপের বিষও বিজ্ঞ চিকিৎসকেরা মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রয়োগ করেন। তোমরাও সকল বিচার-বুদ্ধি এবং সকল পুরুষকারকে এনে ইষ্টে আত্ম-নিবেদনের কাজে লাগিয়ে দাও। তাহ'লেই দেখ্‌বে, মত্তহস্তীর মত দুর্ব্বার মন মাতৃক্রোড়ে শায়িতা অবোধ শিশুর মত স্থির হ'য়ে গেছে।

অতঃপর শ্রীশ্রীবাবামণি পত্র লিখিতে বসিলেন।

দীক্ষার পরে গুরুদ্বেষ

জনৈক দীক্ষার্থীর পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"দীক্ষা নিবার পরে অনেকে নানা কারণে গুরুদ্বেষী হইয়া থাকে। গুরুদ্বেষের কারণ যত সঙ্গতই হউক, ইহাতে কিন্তু সাধন-জীবনের গুরুতর ক্ষতি সাধিত হয়। সুতরাং তোমরা দীক্ষা নিবার জন্য এত ব্যগ্র হইও না। আমার জীবনে ধর্ম্ম এবং কর্ম্মের একটা সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু পরাধীন দেশে জন্মিয়াছি। এ কারণে উভয়ের সমযোগ সামঞ্জস্য অতি কঠোর শ্রমের হেতু হইয়াছে। ইহারই ফলে তোমরা দীক্ষা নিবার পরে হয়ত আমার বিরোধ করিবে। ইহাতে

তোমাদের সাধন-ভজন ভীষণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। সুতরাং বলিতেছি যে, আমাকে আরও পাঁচ বৎসর পরীক্ষা কর। তার পরেও যদি দেখ, চিত্তে তোমার সংশয়ের লেশমাত্র নাই, তবে দীক্ষা নিতে আসিও। সতীর পতি নির্ব্বাচনের ন্যায় শিষ্যের গুরু-নির্ব্বাচনও এক অতীব গুরুতর ব্যাপার। আমি তোমার প্রতি স্নেহ, সহানুভূতি, করুণা বা কুশলবুদ্ধি-হেতু হয়ত মন্ত্র দিতে কৃপণতা করিব না, কিন্তু আমার বাক্যে বিশ্বাস রাখিয়া তুমি যদি সেই মন্ত্রের আপ্রাণ সাধন না করিতে পার, অথবা কিছুকাল কঠোর-তপা জীবন যাপন করিয়া অফুরন্ত উদ্যমে সাধন করিবার পরে সাধন-লব্ধ সামান্য সামান্য শক্তির স্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে অহমিকা-প্রবুদ্ধ হইয়া নিজেকে গুরু অপেক্ষা উন্নততর, মহত্তর ও পবিত্রতর জ্ঞান করতঃ বাহ্য বিনয়ের অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের দম্ভকে প্রশ্রয়ের সার-সিঞ্চনে বলবত্তর করিতে থাক, তবে ইহা আমার মনঃ-ক্লেশের কারণ হইতেও পারে, নাও হইতে পারে, কিন্তু তোমার আধ্যাত্মিক অধোগতির কারণ ইহা সুনিশ্চিতই হইবে। একজনকে হঠাৎ গুরু করিয়া তারপরে যদি এই ভাবে এই কারণেই নিজের ক্ষতি করিতে হয়, তবে এমতস্থলে গুরু-করণ না করাই বাবা ভাল। গুরুতে আত্মসমর্পণের উপদেশ আমি ত' কখনো কোনও শিষ্যকে দেই নাই, কিন্তু এই জিনিষটীর অভাব হইলে সাধন-ভজন

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

যে দানা বাঁধে না, এই সত্যকে উড়াইয়া দিব কি করিয়া? বর্ত্তমান যুক্তি-বিচার-বিতর্ক-পরায়ণ যুগের বাতাসের সহিত সঙ্গতি রাখিতে গিয়া আমি তোমাদের গুরুদ্বেষকে বহুবার সমর্থন করিয়াছি, সম্বর্দ্ধনা জানাইয়াছি, নইলে এই বাজারে আমার কথা বিকাইবে না। কিন্তু দীক্ষার পরে গুরুদ্বেষ সাধন-পাদপের মূলদেশে কুঠারাঘাতের তুল্য বলিয়াও স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। সুতরাং তোমাদের ন্যায় যুক্তি-পরায়ণ ব্যক্তিরাও যদি দীক্ষার আবশ্যকতাকে মনিয়া থাক, তাহা হইলে, আমাকে হাতের কাছে পাইয়াছ বলিয়া আমার কাছ হইতেই যে তোমাকে দীক্ষা নিতে হইবে, এই বুদ্ধি ত্যাগ কর এবং সজাগ সতর্ক দৃষ্টিতে আরও পাঁচ বৎসর কাল আমাকে বা অপর যাঁহাদের উপরে আমার ন্যায় তোমাদের পূজা-বুদ্ধি আছে, তাঁহাকে বা তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ কর। তৎপরে যখন প্রতীতি হইবে যে, গুরুতে নিষ্ঠা, বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা তোমার কোনও অবস্থাতেই টলিবে না, দীক্ষা নিতে বাবা তখন আসিও। তার আগে যদি আস, হয়ত আমি অন্তরের কারুণ্য-বশে দীক্ষা দিয়াও দিতে পারি। কেননা, আমি সকল সময়ে একই মেজাজে থাকি না। কখনো আমার তীব্র রুদ্র ভাব,— অযোগ্যকে দীক্ষা দিব না, এই থাকে তখন পণ। কখনো আমার স্নেহস্নিগ্ধ কমনীয় ভাব,—যে যা চাহে, লইয়া যাউক, যে জিনিষে সকলের অধিকার, তাহা হইতে কাহাকেও বঞ্চনা

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

করিব না, এই থাকে মনের ভাব। কিন্তু বারংবার ফিরাইয়াই দেই অথবা আসিবা মাত্র মন্ত্র দিয়াই দেই, মন্ত্র নিবার পরে যাবতীয় করণীয় তোমার। নিজ দায়িত্ব না বুঝিয়া দীক্ষা কখনো নিও না। যাহারা দায়িত্ব বোঝে না, এমন শত শত জনকে গরজ করিয়া আমি নিজেই কি দীক্ষা দেই নাই? দিয়াছি এবং তাহা অন্তরের একটা অবস্থার অধীনে হইয়াছে। কিন্তু যদি সেই সকল দীক্ষিত শিষ্য পরিণামে নিজেদিগকে আমার প্রতি শ্রদ্ধা-বিশ্বাসের অচ্ছেদ্য বাঁধনে বাঁধিয়া রাখিতে ক্লেশ বোধ করে, তবে আমাকে অনায়াসে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যাইতে তাহাদিগকে স্বাধীনতা দিয়াছি। কিন্তু ইহাতেও তাহাদের কাহারো কাহারো ক্ষতি হইয়াছে। আমি যে কাহারও স্বাধীনতায় হাত দেইনা, ইহাই আমার শিষ্যের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর বিপদ।”

গুরুদর্শন বনাম গুরুভ্রাতা দর্শন

জনৈক জিজ্ঞাসুর পত্রোত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

“গুরুভ্রাতাকে দর্শন গুরু-দর্শনের তুল্য বলিয়া বিবেচনা করিবে। পুত্রের ভিতরে পিতা থাকেন, শিষ্যের ভিতরে গুরু থাকেন। কিন্তু গুরুভ্রাতার দর্শনকে গুরুদেবের দর্শন-তুল্য বলিয়া কখন বিবেচনা করিবে, তাহারও একটা বিধি আছে। যে গুরুভ্রাতাকে দর্শন করিলে, যাঁহার কথা স্মরণ করিলে,

যাঁহার বাক্য শ্রবণ করিলে, যাঁহার জীবন আলোচনা করিলে, যাঁহার সঙ্গে বাস করিলে তোমার গুরু-নিষ্ঠা, নামে রুচি, বিদ্বেষ-বর্জ্জিত কর্ম্মোদ্যম, সর্ব্বজনে প্রেমভাব, জীবে দয়া, অভাজনে করুণা, অকৃতজ্ঞে ক্ষমা এবং দুর্ব্বলে অনুকম্পা জাগরিত হইবে, মাত্র তেমন গুরু ভ্রাতাকে দেখিলেই তুমি গুরু-দর্শনের পূণ্য অর্জ্জন করিলে বলিয়া মনে করিও। যাহাকে দেখিলে বা যাহার সঙ্গ করিলে ইষ্টনিষ্ঠা কমে, সাধনে অনুৎসাহ আসে, বিশ্বাস, ভক্তি, আস্থা, প্রত্যয় এবং অন্তরের স্বাভাবিক ইষ্টানুগত্য হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, সে বিদ্বান হইতে পারে, কর্ম্মী হইতে পারে, জ্ঞানী হইতে পারে, গুণী হইতে পারে, বুদ্ধিমান হইতে পারে, বাগ্মী হইতে পারে, আশ্চর্য্য প্রতিভাশালী দিগ্‌গজ হইতে পারে কিম্বা কূটকৌশলবিস্তারকারী চাণক্য হইতে পারে, কিন্তু কোনও প্রকারেই তোমার গুরুদেবের প্রতিনিধি নহে। গুরুভ্রাতা বা গুরুভগিনীর সহিত প্রীতি স্থাপনের একমাত্র উদ্দেশ্যই হইবে ইষ্টনিষ্ঠা বর্দ্ধন, সাধনানুরাগ বর্দ্ধন,—অন্য কোনও অসাত্ত্বিক বৃত্তির অনুশীলন নহে।

"মাত্র দিন কয়েক আগে ঢাকার তপস্বিনী যমুনা মাঈ-এর একজন শিষ্যের সহিত আমার সাক্ষাৎকার ঘটে। যমুনা-মাঈ-এর নাম হয়ত শুনিয়া থাকিবে। ইনি সধবা ছিলেন, সন্তানবতী ছিলেন। স্বামীর গৃহে হরিনাম করিবার বিঘ্ন হইত বলিয়া ইনি অধিকাংশ সময় গোপনে নাম করিতেন। কিন্তু স্বামীর

উৎপীড়ন তাহাতে বন্ধ হইল না। শুনিয়াছি, ইঁহাকে হরিনাম করার অপরাধে ধারাবাহিক বেত্রাঘাত পর্য্যন্ত সহিতে হইত। ঠিক্ যেন যবন-ঠাকুর হরিদাসের হরিভক্তির পরীক্ষার ন্যায় নির্য্যাতন। ইনি প্রভুপাদ শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যা ছিলেন। এই যমুনা-মাতার এক ব্রহ্মচারী শিষ্যেরই সহিত আমার দেখা হইয়াছিল। তাঁহাকে দেখিবা মাত্র আমি যেন তাঁহার ভিতরে মহাপুরুষ বিজয়কৃষ্ণকে দেখিতে লাগিলাম। ইনি যে বিজয়কৃষ্ণের শিষ্যার শিষ্য, তাহা আমি তার পরক্ষণে একটী আপনজনের মুখে শুনিলাম। এই ব্রহ্মচারী তরুণ তাপস যখন ভক্তিভরে প্রণত হইয়া আমার চরণ-ধূলি গ্রহণ করিতেছিলেন, তখন যেন দেখিতে পাইলাম যে ইঁহার পিছনে দাঁড়াইয়া বিদেহী মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ আশীর্ব্বাদের অভয়-হস্ত উত্তোলন করিয়াছেন। আবেগভরে এবং শ্রদ্ধাপ্রণত চিত্তে আমি বিজয়কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিতে যাইয়া দেখিলাম, ভক্ত বালব্রহ্মচারীটী * আমার বক্ষের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইয়াছেন। সদ্‌গুরু এই ভাবে নিজের শিষ্য, প্রশিষ্য, অনুশিষ্যের ভিতরে নিজেকে সর্ব্বদা প্রকাশ করেন।

"প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে দেওঘর রিখিয়াতে আমি যখন

* ব্রহ্মচারী নাড়ুগোপাল। শ্রীশ্রীযমুনা মাতার শিষ্য।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

সামান্য কয়েক দিনের জন্য মহাপ্রাণ কুমারকৃষ্ণ দত্তের গৃহে অবস্থান করিতে ছিলাম, সেই সময়ে সেখানে একজন ভক্ত-সাধুর সমাগম হয়। তাঁহাকে দেখিয়াই তাঁহার সহিত আমার প্রণয় জন্মে। তিনি গৃহী, কিন্তু গৈরিকধারী, শিরে নিবিড় জটাজাল, গুম্ফশ্মশ্রুতে গৌরবর্ণ দেহের শোভা বিশেষ ভাবে বর্দ্ধন করিয়াছে। তিনি যখন আমাকে 'ওঁ নমো নারায়ণায়' বলিয়া অভিবাদন করিলেন, তখন আমি যেন দেখিলাম, তাঁহার পিছনে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব দাঁড়াইয়া স্মিত হাস্যে দশ দিক্ উজ্জ্বল করিতেছেন। পরে আলাপ-পরিচয়ে জানিলাম যে, এই সাধু স্বপ্নযোগে শ্রীরামকৃষ্ণকে গুরু-রূপে পাইয়াছেন এবং সেই ভাবেই ভাবিত হইয়া নিজেকে শ্রীরামকৃষ্ণ-কিঙ্কর-রূপে জগতের নিকটে উপস্থাপিত করিয়াছেন। ✦ ইনি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ শিষ্য নহেন, প্রভাব-শিষ্য মাত্র। কেননা, স্বপ্ন-যোগে দীক্ষাকে প্রত্যক্ষ দীক্ষা বলিয়া শাস্ত্রকারগণ বা জনসমাজ গণনা করেন নাই। কিন্তু এই প্রভাব-শিষ্যের ভিতরও শ্রীরামকৃষ্ণ নিত্য বিরাজমান রহিয়াছেন, ইহা আমি উপলব্ধি করিয়াছি। শিষ্যকে দর্শনে এই ভাবেই তাঁহার গুরুকে দর্শন হইয়া থাকে।

"বাংলা ১৩২৯ সালের শেষ দিকে বোধ হয় আমি

✦ দক্ষিণেশ্বরের আদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীঅন্নদা ঠাকুর।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

প্রথম ময়মনসিংহ সহরে যাই। সেখানে গিয়া শুনিলাম, স্থানীয় কলেজের একজন সুপণ্ডিত অধ্যাপক মহাকালী পাঠশালাতে বিকালে বিকালে গীতার ব্যাখ্যা করিতেছেন। প্রাণে আকর্ষণ বোধ করিলাম এবং গীতা-পাঠ শুনিতে গেলাম। যাইয়াই দেখি, অধ্যাপক ত' গীতা ব্যাখ্যা করিতে বসেন নাই, পরন্তু স্বল্পভাষী মৌনপ্রায় ধ্যানগম্ভীর শ্রীশ্রীবাবা গম্ভীরনাথ যেন সেখানে বসিয়া আছেন। এক ভক্ত বলিলেন,—অধ্যাপক মহাশয় * গোরক্ষপুরের শ্রীশ্রীবাবা গম্ভীরনাথের শিষ্য। গম্ভীরনাথের গম্ভীর মূরতি দর্শনেই চিত্ত পুলক-গম্ভীর হইয়াছিল, গভীর তৃপ্তি আসিয়াছিল। তাই আর গীতার ব্যাখ্যা শুনিবার জন্য বসিয়া থাকিলাম না। পরিপূর্ণ প্রাণ লইয়া রাস্তায় বাহির হইলাম এবং মনের আনন্দে গোপনে গোপনে নিজের পরমেষ্ঠ নাম জপিতে জপিতে এক নির্জ্জন প্রান্তরে আসিয়া বসিলাম।

"শিষ্যের ভিতরে গুরু এই ভাবেই বিরাজমান রহেন। এই কথা স্মরণে রাখিয়া, এইরূপ অধ্যাত্ম-দৃষ্টি লইয়া গুরু-ভ্রাতাদের সঙ্গ করিতে হইবে। সদ্গুরুর সত্যসুন্দর প্রেমকোমল করুণা-মধুর সোহাগ-পেলব স্নেহ-স্বচ্ছ কৃপা-মুখরিত আনন্দোজ্জ্বল উপস্থিতিকে অনুভব করিবার জন্যই গুরুভ্রাতার সঙ্গ করা, অন্য উদ্দেশ্যে নহে। ব্যবসায়ের লাভ বাড়াইবার

* দার্শনিক শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

জন্য নহে, চাকুরী-নকরীর সুবিধার জন্য নহে, মান-প্রতিপত্তি বৃদ্ধির জন্য নহে, দলাদলি করিবার জন্য নহে, কলহ-কচায়নে বল ও পুষ্টি যোগাইবার জন্য নহে, বাহ্যাড়ম্বর করিবার জন্য নহে, কপটতার অনুশীলনের জন্য নহে।

"যে শিষ্য গুরুর যত অনুগত, সদ্গুরু নিজেকে তাহার ভিতর দিয়া তত অধিক প্রকাশ করেন। গুরু-গ্রহণের কালে যত ইচ্ছা তত বিচার কর, কিন্তু গুরু-গ্রহণের পরে একমাত্র আনুগত্যই তোমার শাশ্বত ধর্ম্ম ও সনাতনী সাধনা। গুরু-নির্ব্বাচন আর কংগ্রেস-কন্‌ফারেন্সের সভাপতি মনোনয়ন ঠিক্ এক কায়দার ব্যাপার নহে। অজ্ঞ, মূর্খ, বিচার-শক্তিহীন, নিতান্ত সাধারণ মানুষও একমাত্র গুরুনিষ্ঠার শক্তিতে সাধন-জগতে ওলট্-পালট্ উপস্থিত করিতে পারে, কিন্তু নিয়ত বিচার-পরায়ণ যুক্তিবাদী বিদ্বান্ ব্যক্তিও সাধন-জগতের অমৃত আহরণে অসমর্থ হয়। সাধন-জগতে নিষ্ঠার মূল্যই মুখ্য, বিচারের মূল্য মূল্যই নহে। এই কারণে গুরু-ভ্রাতাদের মধ্য হইতে সঙ্গী নির্ব্বাচন করিতে যাইয়া সকল সময়েই প্রথমে দেখিবে, কে অধিক গুরুনিষ্ঠ, কে অধিক সাধন-নিষ্ঠ, কে অধিক শান্তিপ্রিয়, কে অধিক নির্ঝঞ্ঝাট, কে অধিক অদোষদর্শী, কে অধিক অমানী, কে অধিক বিনীত, কে অধিক নিরহঙ্কার, কে অধিক স্বল্পভাষী, কে অধিক নির্লোভ, কে অধিক সরল, সত্যবাদী ও অকপট। গুরুতে অবিশ্বাসী, সাধনে অনুরাগী,

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

চরিত্রে দুর্দ্দান্ত, কলহ-প্রিয়, বহুভাষী, উচ্চভাষী, আত্মাভিমানী, স্পর্দ্ধিত, গর্ব্বিত, অহঙ্কৃত, কপট ষড়যন্ত্রপ্রিয়, মিথ্যার সহিত কুটুম্বিতাকারী, পরনিন্দাকারী, কুটিল ও কর্ত্তৃত্বলিপ্সু ব্যক্তি তোমার গুরুভ্রাতা হইতে পারেন, কিন্তু গুরুশক্তির প্রতিনিধি নহেন। এইরূপ ব্যক্তিকে দর্শনে গুরুদর্শনের পুণ্য হয় না, এইরূপ ব্যক্তির সঙ্গ দ্বারা গুরু-সঙ্গের লাভ উঠে না। ইহাদিগকে বিদ্বেষ করিও না, কিন্তু আধ্যাত্মিক, সামাজিক বা ব্যক্তিগত সর্ব্বপ্রকার ভাবের আদান প্রদানে একটু সাবধান হইয়া চলিও এবং নিজের অন্তরের নিষ্ঠার পক্ষে হানিজনক ঘনিষ্ঠতাকে বেশ একটু কড়া শাসনের দৃষ্টিতে রাখিও।"

প্রাণের বাণী

জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তোমাদের প্রেমপূর্ণ আহ্বান-লিপি পাইয়া অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিয়াছি। তোমাদের অঞ্চলের সজ্জনেরা আমার বাণী শুনিতে চাহেন, ইহা তাঁহাদের অপার্থিব স্নেহ ব্যতীত আর কিছুই নহে। কিন্তু মুখের বাণী না শুনাইয়া প্রাণের বাণী শুনাইবারই আমার একান্ত অভিলাষ। সেই বাণী কবে যে তোমাদের শুনাইতে পারিব, আর কবে যে তোমরা শুনিতে পাইবে, ইহা ভাবিয়াই দিন গণিতেছি। প্রাণের বাণী জীবকুলের

কাণে কাণে পৌঁছাইবার জন্য যে আয়োজন করিতে হয়, আমার ঘোরতর শ্রমপূর্ণ দুরন্ত এই কর্ম্মজীবন আংশিক হইলেও তাহার বিঘ্ন। বহির্ম্মুখ কর্ম্ম একেবারে বর্জ্জন করিয়া একান্ত বিশ্রামে ভগবদভিনিবেশ লইলে আমি তোমাদিগকে আমার প্রাণের বাণী আরও সহজে আরও দ্রুত শুনাইতে পারিতাম। আমার কর্ম্মময় চঞ্চল জীবন যুবকদের চিত্তে উৎসাহের আলোড়ন সৃষ্টি করিলেও ধ্যানরুচি বর্ষীয়ান্ ইহা হইতে আনন্দঘন পরমাত্মায় ডুবিবার ইঙ্গিত খুঁজিয়া পাইতে কষ্টকল্পনার আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। আমার দুইটী ঘণ্টার মৌন নীরবতা তাঁহাদের যে কুশল করে, দুই বৎসরের কর্ম্মযোগও তাহা করিতে সমর্থ হইতেছে না। যুবকেরাই দেশের ভবিষ্যৎ, কিন্তু যুবকেরাই দেশের সব নহে, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধেরাও দেশেরই মানুষ, দেশেরই সম্পদ। তোমাদিগকে সেবা প্রদানের অত্যধিক আগ্রহে আমি ইঁহাদের ভুলিয়া রহিয়াছি বটে, কিন্তু আমাকে ইঁহারা ভোলেন নাই। ইঁহাদেরও নিত্যকুশলের পথে পাদচারণার প্রয়োজন আছে, অধিকার আছে। জগৎ-সেবকের নিকটে ইঁহাদের সেবা পাইবার দাবী আছে এবং নিজ অধিকার ইঁহারাও ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত নহেন। যুবক-চিত্তে জাগরণের অগ্নিশলাকা নিয়া যখন প্রবেশ করিলাম, তখন কি আমি কল্পনা করিয়াছিলাম যে, বৃদ্ধ, স্থবির, জরাজীর্ণের অন্তরের মাঝে যে ধ্যানপিপাসু যৌবন

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

লুকাইয়া রহিয়াছে, সে আসিয়া সবল হস্তে আমার হস্ত চাপিয়া ধরিবে? তাই আজ মুখের বাণীর ভরসা ছাড়িয়া প্রাণের বাণীর পক্ষপাতী হইয়াছি। তোমাদের সপ্রেম আহ্বান হেতু তোমাদের গ্রামে একবার হয়ত আসিব এবং দুই চারিদিন ধারাবাহিক বক্তৃতার স্রোত হয়ত বহাইব, কিন্তু আমার হৃদয়, মন, চিত্ত, আত্মা কেবলই ব্যাকুল আবেগে শিহরিয়া শিহরিয়া ভাবিতেছে, কবে আমি তোমাদিগকে মুখের বাণী না শুনাইয়া প্রাণের বাণী শুনাইব, কবে তোমরা মুখের বাণী শুনিবার লালায়িত আগ্রহ পরিহার করিয়া ধীরচিত্তে স্থিরকর্ণে, ধ্যানমুদ্রিত নয়নে, অন্তরের গভীরতম প্রদেশের গোপনতম কোণে আমার প্রাণের বীণার মধুর রাগিণীর অফুরন্ত আলাপন শুনিতে চাহিবে এবং শুনিতে পারিবে।"

দীক্ষা ও আধ্যাত্মিক নিষ্ঠা

অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"যাহাদের উড়া-উড়া মন, তাহাদিগকে এক স্থানে বাঁধিবার কতকগুলি ফন্দী আছে। যে কেবলই মনিবের পরে মনিব বদল করে, নিত্য নূতন চাকুরীর লোভে কেবলই পুরাতন চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যায়, তাহাকে কোনও মনিব যদি নিজ ব্যবসায়ের অংশ দিয়া চাকুরী দেন, তবে সে আর নিত্য